ফ্লেশ অফ দি অর্কিড

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

১. নারীকণ্ঠের এক তীব্র আওয়াজ 2

২. পুরো এক সপ্তাহ 27

৩. পাহাড়তলী অঞ্চলে টিলার গায়ে 53

৪. রোদে ভরা বারান্দায় 71

৫. নাম না জানা উত্তেজনা 86

৬. একটা ক্যাডিলাক 113

৭. হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে 132

১. নারীকণ্ঠের এক তীব্র আওয়াজ

০১.

ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে নারীকণ্ঠের এক তীব্র আওয়াজ বাড়িটার কোন এক অংশ থেকে বাতাসে ভেসে আসে যেন কোন অলৌকিক চীৎকার।

বাড়িটার ছড়ানো টানা বারান্দা দিয়ে একটা অল্পবয়সী নার্স রাতের খাবার হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছিলো। ঠিক তখনই বারান্দার বাঁকের কাছে শক্ত চেহারার একটা মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। সেই মুহূর্তে আবার সেই বীভৎসনারীকণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায়।

এই চীৎকারে আমার জ্ঞান হারাবার জোগাড় হয়েছে। ইচ্ছে করে ওকে মার লাগাই।

নার্সটা টুপির নীচে চুলগুলিকে ঠিক করতে করতে বলল ওই দশ নম্বর ঘরের মেয়েটা ঝড় উঠলেই এমনি করে।

ও এমন জানলে আমি এ কাজটা নিতাম না। জান তো আজ পনেরো নম্বর, ঘরের পাগলীটা আমার চোখ গেলে দেবার চেষ্টা করেছে।

নার্স হাসল, অত মন খারাপ করো না জো। মানসিক রোগীদের হাসপাতালে কাজ করলে এগুলো তো সহ্য করতেই হবে।

ওরা কথা বলতে বলতেই আবার সেই নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার শোনা গেল। অপার্থিব হাসি শোনা গেল।

নার্স বলল, সবই আস্তে আস্তে সয়ে যাবে। জান তো পাগল একেবারে ছেলেমানুষের মতো। এরপর নার্সটা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে?

জো বলল, এটা কি তোমার আমন্ত্রণ। তবে তোমার যদি দেরী হয় তাহলে আমি শুতে যাই। আমার আবার ভোর চারটের সময় উঠতে হবে।

নার্সটি বলল আমারও সঙ্গীর অভাব নেই, ডাক্তার ট্রেভার্স আমার সঙ্গে রামি খেলবেন বলেছেন।

জো বলল, এটাই ডাক্তার ট্রেভার্সের এখন একমাত্র আকাঙ্খা। বলেই রোগীদের ট্রে থেকে একটুকরো গাজর তুলে নিল।..

নার্স রেগে বলল, রোগীদের খাবারে হাত দেবে না। দেখো এটা ওই মেয়েটার খাবার।

জো বলল-মেয়েটার অনেক টাকা। এক টুকরো গাজর কম খেলে ওর কোন ক্ষতি হবেনা। : আচ্ছা মেয়েটা দেখতে শুনতে কেমন বলো তো। সামতো বলে দারুণ রসালো মাল। এছাড়া ব্লানডিশ তো ওর নামে ষাট হাজার ডলার রেখে গেছে।

নার্সটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল সত্যি এক এক জনের কি সৌভাগ্যই না থাকে। তারপর জোকে বলল যাই হোক ও তোমার মনোমত হবে না।

জো বলল–যদি ষাট লাখ ডলারের গন্ধ মাখানো থাকে তাহলে মিসেস অ্যাস্টরের ঘোড়াটাও আমার মন মতো হবে।

কিন্তু জো তোমার কিন্তু ওর সামনে চোখ খুলতে ভয় লাগবে। বৌ হিসাবে ও কিন্তু মোটই ভাল হবে না। এছাড়া ওর আবার খুনখারাপি করার দিকে ঝোঁক আছে কিনা! নার্সটি হেসে বলল।

জো বলল অতগুলো টাকার জন্য আমি সে ঝুঁকি নেবো, এছাড়া আমার সম্মোহনী চোখ দিয়ে ওকে ঠিক কব্জা করে ফেলব।

তারপর নার্সটির দিকে চেয়ে বলল আজ রাতে আটটার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। সেই মুহূর্তে তিনতলায় নারীকণ্ঠে নতুন উদ্দীপনায় আবার সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু হয়ে যায়।

নার্সটি চাবি খুলে ঘরে ঢুকল হাতে ট্রে নিয়ে। দেখল বিছানায় একটি নারীমূর্তি শুয়ে আছে। মেয়েটার সামনে গিয়ে বলল, উঠুন। কিন্তু কেউ সারা না দিতে ও কম্বলটা টান

দিয়ে সরিয়ে দিয়ে দেখল সেখানে কোনো রক্ত মাংসের শরীর নয়, বালিশ শোয়ানো রয়েছে।

ভাল করে নার্সটি কিছু বোঝবার আগেই কে শক্ত হাতে ওর গোড়ালি ধরে টান মারলো। স্থির থাকবে চেষ্টা করেও সে বিফল হলো। কার্পেট বিছানো মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ল।

তিনতলায় সেই নারীকণ্ঠ আবার অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ল। মনে হল যেন কোন হায়না হাসছে।

.

জো ডাক্তার ট্রেভার্সের শোয়ার গ্যাম গারল্যান্ডের সঙ্গে একই ঘরে ভাগাভাগি করে থাকে।

জো কিন্তু বিছানায় শুয়েও ঘুমাতে পারলো না। তার পাশে গারল্যান্ড শুয়ে ঘুমাচ্ছে। সে ভাবল কি একখানা বিশ্রি ঝড়ের রাত। আর ওপরতলার পাগলীটা কি ভীষণ চেঁচাচ্ছে। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়বে।

গারল্যান্ড বলল–আমরা ঘুমাচ্ছি এমন সময় মেয়েটা যদি নেমে এসে ছুরি ধরে, তারপরেও তো ও হাসবে।

জো শিউরে উঠে বলল, এসব বাজে মজা আমি মোটেই পছন্দ করি না।

একটা মেয়ে কিন্তু এখানে এমন কাণ্ডই করেছিল। একটানার্সকে তাড়া করে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে ফুটবল খেলছিল।

জো বলল তুমি একটা মিথ্যুক। তারপর দুঃখিত গলায় বলল আমার কপালটা খুব খারাপ। আজ রাত আটটায় সোনালি চুলের নার্সটার সঙ্গে দেখা করার কথা ওকে নিয়ে গ্যারেজে বসব ভেবেছিলাম। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ওকে নিয়ে বাইরে যেতেও আমার ভাল লাগবে না।

ওঃ ওই মেয়েটা। ওর কিন্তু ওসব ইচ্ছে টিচ্ছে খুব বেশিই আছে। এখানে কোন নতুন লোক এলেই ও ওর নাগর করে নেয়।

হঠাৎ জো বলল বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে। গারল্যান্ড মৃদু হেসে বলল হয়তো ইঁদুর-টিদুর হবে। এছাড়া বাইরে কি কারোর থাকতে নেই? কিন্তু গারল্যান্ড জোর মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বাইরের দিকে কান পাতল।

গারল্যান্ড বলল। বরিস কারলফও হতে পারে। একবার দেখে এসো না।

জো বলল–একশ ডলার দিলেও আমি এখন বাইরে যাবো না। পাগলির চিল্লানী আর ঝড়ের দাপাদাপি আমার মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে ফেলছে।

গারল্যান্ড বলল এমন করলে ওরা তোমাকে পাগলা গারদে পুরে দেবে। জো তাও বলল দেখ কুকুরটা কেমন করে ডাকছে।

কুকুরটা কি তোমার জন্য ডাকতেও পারবে না।

কুকুরটা ভয় পেলেই এমন করে ডাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কুকুরের ডাক শুনল ওরা দুজন এবার যেন ভয় পেয়ে গেল। গারল্যান্ড কাঁপতে কাঁপতে বলল দেখলে আমাকেও তোমার রোগে ধরেছে।

এর মধ্যে ওরা শুনতে পেল তীব্রস্বরে পাগলা ঘন্টি বাজছে। নির্ঘাৎ কোন পাগল ভেগেছে বুঝলে জো এবার ইচ্ছে না থাকলেও তোমাকে যেতে হবে। গারল্যান্ড বলল।

তাই আমরা কিরকম সব শব্দ শুনছিলাম। কুকুরটা অনর্গল বিচ্ছিরি ভাবে ডাকছিল।

গারল্যান্ড আর জো বারান্দা দিয়ে ছুটতে শুরু করলো।

এই সময় আবার কুকুরের ডাক শোনা গেল।

.

এর একটু পরেই শেরিফ ক্যাম্প তার কালো ব্লাউচ টুপি থেকে জল ঝেড়ে ফেলে নার্সের পেছন পেছন ডাক্তার ট্রেভার্সের অফিস ঘরে ঢুকলো।

সে ডাক্তারকে বলল শুনলাম আপনার একজন রোগী নাকি পালিয়েছে?

ডাক্তার ট্রেভার্স বিষণ্ণমুখে সায় দিয়ে বলল অবশ্য আমার লোকজনেরা ওকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে যদিও মেয়েটা খুব সাংঘাতিক। তাই কাজটা খুব শক্ত। এছাড়া খবরের কাগজে ঘটনাটা বেরালে আমার একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শেরিফ বলল–সম্ভব হলে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

সে আমি জানি তবে রোগীনি হচ্ছে জন ব্লানডিশের উত্তরাধিকারিণী। এর মানেটা কি বুঝতে পারছেন?

নামটা শুনেই ক্যাম্পের ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠলো। আচ্ছা কুড়ি বছর আগে যেই ভদ্রলোকের মেয়েকে খুন করা হয়েছিল আপনি কি সেই জন ব্লানডিশের কথা বলছেন?

হা তাই কথাটা জানাজানি হওয়ার আগেই মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে হবে।

গোঁফে তা দিয়ে শেরিফ বলল আপনি ভাববেন না আমি ওকে ঠিক খুঁজে বার করব, কিন্তু আপনি বললেন যে মেয়েটা জন ব্লানডিশের উত্তরাধিকারিণী। লোকটা একটা পাগলকে কেন সব টাকা দিয়ে গেল বলুন তো!

ডাক্তার ট্রেভার্স বলল মেয়েটা তার অবৈধ দৌহিত্রী কথাটা শুধু আপনাকেই বললাম।

শেরিফ যেন বিশ্বাস করতে পারলো না বলল কি বললেন আবার বলুন তো!

ট্রেভার্স বলল একটা মানসিক রোগগ্রস্ত খুনী ব্লানডিশের মেয়েকে গুম করেছিল। ব্লানডিশ মেয়েকে কয়েকমাস পরে খুঁজে পায়। কিন্তু ব্লানডিশ মেয়েকে কাছে পায় নি। বাবা পৌঁছোনোর আগেই মেয়েটা ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু মরবার আগে মেয়েটা একটা কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছিল। পাগল গ্রিসতাই মেয়েটার বাবা।

ব্লানডিশ ওকে নিজের কাছে না রাখলেও ওর যত্নআত্তির কোনও অসুবিধে রাখে নি। প্রথম আট বছর ওর মধ্যে কোনও পাগলামির চিহ্ন দেখতে না পেলেও দশ বছর বয়েসে দেখা গেলো, ও অন্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চায় না।

তাছাড়া ওর প্রকৃতিও খুব রুক্ষ হয়ে উঠল। ক্রমশ ওর প্রকৃতি খুব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। উনিশ বছর বয়েসে ওর আচরণ এমন হয়ে উঠলো যে ওর পালক পিতামাতার কাছে ওকে আর না রেখে আমার তত্ত্বাবধানে এই মানসিক চিকিৎসালয়ে রাখা হল।

ক্যাম্প বলল–মেয়েটা কতদূর সাংঘাতিক সেটা আপনি মনে করুন।

মেয়েটা যে খুব বেশিসাংঘাতিক তা কিন্তু নয়।বরং অধিকাংশ সময়ে ও খুব সুন্দর মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে হয়েই থাকে। মাসের পর মাস স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে খুব অদ্ভুত হয়ে যায় এটা এক ধরনের মানসিকতা, একে বলে সিজোফ্রেনিয়া।

মেয়েটা এ অবধি কাউকে খুন করেছে কি?

না তা না করলেও ভয়াবহ দুটো বিশ্রি ঘটনা ও ঘটিয়েছে। একজন ভদ্রলোক তার কুকুরকে মারছিল। জীবজন্তু খুব ভালবাসে এই দেখে ও ওর লম্বা নখ দিয়ে ভদ্রলোকের নাক চোখ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। ওর নার্স ওকে না ধরে ফেললে ও ওকে খুনই করে ফেলতো।

ভদ্রলোক ওর বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে জন রানডিশ প্রচুর টাকা পয়সা দিয়ে মামলাটা চাপা দেন। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে রানডিশ ইছাপত্র করে গেছেন যে

ওর ষাট লাখ ডলারের সম্পত্তি অছির সাহায্যে তদারকিকরতে হয়। এখন মেয়েটা পালিয়ে গেছেজানতে পারলে কোন বদমাশ লোক ওকে আটকে রেখে ওর সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু অছির হাতে সম্পত্তি থাকলে তা তো কেশ নিরাপদ অবস্থাতেই থাকবে।

না এমন কোন আইন নেই। এ রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী কেউ যদি পাগলা গারদ থেকে ছাড়া পেয়ে চোদ্দদিন মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে তাহলে পরে তাকে বিধিনিষিধের মধ্যে রাখতে গেলে আবার পাগল হিসাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন হবে।

ব্লানডিশ ইচ্ছাপত্র লিখে গেছেন যে এখান থেকে চলে যাবার পর মেয়েটা যদি আবার পাগল হিসাবে প্রমাণিত না হয় তবে সমস্ত সম্পত্তির অধিকার ওই পাবে। আসলে ব্লানডিশ বিশ্বাস করত মেয়েটা একদিন ভাল হয়ে যাবে।

তার মানে চোদ্দদিনের মধ্যে ভাল না হলে মেয়েটাকে আপনি আর এখানে ফিরিয়ে আনতে পারছেন না।

সেটা সম্ভব যদি দুজন চিকিৎসকের অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে বিচারক ধরে আনতে রায় দেন তবেই। তবে যারা অনুমোদন দেবেন তাদের সামনে মেয়েটাকে পাগল বলে প্রমাণ করতে হবে।

তাহলে তো ওকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। আচ্ছা ওর কোন ছবি আছে?

ডাক্তার ট্রেভার্স বলল না, ওর কোন ছবি নেই। তবে ওর বর্ণনা দিচ্ছি। নোটবই খুলে বলতে লাগল ও পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, মাথায় একরাশ টকটকে লাল চুল। দেহবল্লরী তাকিয়ে দেখার মতোই সুন্দর।

ক্যাম্প এইসব বর্ণনা নোটবুকে লিখতে লিখতে বলল আচ্ছা ওর কোনও বিশেষ সনাক্তকরণ চিহ্ন আছে কি?

হা ওর কবজিতে একটা দুইঞ্চি পরিমাণ কাটা দাগ আছে। ও যখন প্রথম এখানে আসে তখন রাগের মাথায় নিজের শিরা কেটে আত্মহত্যা করতে গেছিল। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে ওর চুল। অমন লাল চুল আমি আর কোথাও দেখিনি।

বেশ এবার তাহলে শুরু করা যাক। আমি রাজ্যের টহলদার সিপাইদের সমস্ত রাস্তার দিকে নজর রাখতে বলছি। আর নিজে পাহাড়গুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজছি।

.

অ্যান্ড্রির সরাইখানার সামনে চলতে চলতে ট্রাকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্যান বাগচালকের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দোকানের দরজা খুলে ঢুকল।

মোটা অ্যান্ড্রি ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল ড্যান কি খবর? আজ কি এখানে থাকবে?

ড্যান মুখ কুঁচকে ক্লান্তিভরা গলায় বলল,নাকালকের মধ্যেই আমাকে ওকভিলে যেতে হচ্ছে অতএব থাকতে পারছি না, এক কাপ কফি দাও।

কফি নিয়ে এসে অ্যান্ড্রি বলল তোমার ট্রাক ড্রাইভারটা.একটা পাগল তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন বিছানার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তার থেকে কিছুটা ঘুমিয়ে নাও না কেন।

ড্যান গর্জন করে বলল তুমি কি ভাবছ আমি ফালতু মজা লোটার ধান্দায় ঘুরছি। আমি কিছু টাকা রোজগারের ধান্দায় ঘুরছি। কারণ গত দশ সপ্তাহ ধরে ভাড়ার টাকা মেটাতে পারিনি। ট্রাকের যা ভাড়া হয়েছে। এখন বেশি খাটতে হবে। এই বলে কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অ্যান্ড্রি শুভেচ্ছা জানিয়ে টেবিলে রাখা পয়সাটা কুড়িয়ে নিল।

এদিকে ড্যান গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করে দিল। অন্ধকারের বুক চিরে আবার ট্রাকটা এগিয়ে চলল। বড়রাস্তার ডানধারে গ্রেভিউ মেন্টাল স্যানোটোরিয়াম আলোকিত জানলাগুলো দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে তার অস্বস্তি লাগে প্রতিবার যেমন লাগে।

ট্র্যাকের গায়ে ঝরে বাতাস উন্মাদের মতো আটকে যাচ্ছিল। রাস্তাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। তবু সে প্রাণপণে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে বসে রইল। এমন সময় গাড়ির হেডলাইটের আলোতে ও দেখল যে রাস্তার পাশে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টিতে মেয়েটার সর্বাঙ্গ ভিজে চুপচুপকরছে।কিন্তু মেয়েটা গাড়ি থামানোর কোন ইঙ্গিত করল না।ড্যানতখন আচমকা ব্রেককষে গাড়ি থামিয়ে মেয়েটার পাশে গাড়িটাকে দাঁড় করাল।

ড্যান গলা চড়িয়ে মেয়েটাকে বলল উঠবেন নাকি?

ড্যান আবার বলল আপনি কি গাড়িতে উঠবেন?

হ্যাঁ, উঠবো।

ড্যান মেয়েটাকে তুলে এনে পাশের সীটে বসিয়েছিল।

ড্যান বলল খুব পচা রাত তাই না।

মেয়েটা বলল হ্যাঁ খুব পচা রাত।

তখনি দূরে মৃদু ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল।

ওটা কিসের ঘন্টি।

মেয়েটা বলল পাগলা গারদের ঘন্টি। মানে কেউ পালিয়েছে।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

-কোথাও না।

ড্যান হঠাৎ ড্যাশবোর্ডের আলোয় দেখতে পেল মেয়েটার বাঁ হাতের মনিবন্ধে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন।

মেয়েটা বলল, আমি কেউ না কোথাও যাচ্ছিও না।

ড্যান বলল–আমি ওকভিলে যাচ্ছি। ওখানে গেলে যদি আপনার চলে, তাই বলছিলাম।

মেয়েটা বলল-চলবে

এর মধ্যে হঠাৎ ড্যানের গাড়ির চাকা পিছল খেয়ে ঘুরে গেল।

ড্যান চাকা ঠিক করে স্টিয়ারিং সজোরে ধরে বলল আর একটু হলেই আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। আপনি খুব ভয় পেয়ে গেছিলেন, না!

মোটেই না। আমরা হয়তো মরেও যেতে পারতাম আপনি কি মরতে ভয় পান?

ইতিমধ্যে তারা খাড়াই রাস্তা বেয়ে চলতে লাগল। ড্যান বলল রাস্তার আধাআধি উঠলে বাতাসের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে বাতাসের বেগ যেন আরো বেড়ে উঠেছে।

মেয়েটি কিছু বলল না তাকালও না।

ড্যান মনে মনে ভাবল মজার কথাই বটে। আমি কেউ না। কোত্থেকেও আসছি না। মনে হয় মেয়েটা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যেই গাড়িটা আবার ঝাঁকুনি খেয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল। পেছনে ত্রিপলের বাঁধন ছিঁড়ে কতগুলো আঙুরের বাক্স ছিটকে রাস্তায় পড়ল।

এরপর ড্যান গাড়ি থামিয়ে দিয়ে নীচে নেমে আসল এটা দেখার জন্য যে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কত হল। গতবছরের মতো এবারও মালপত্র খুইয়ে সে পাহারের মাঝপথে আটকা পড়ে আছে।

সে খুব ক্লান্ত হয়ে গাড়ির ভেতরের ছোট খুপরির মধ্যে ঢুকল। ক্লান্তিতে সে আর চোখ খুলে থাকতে পারলো না।

এর মধ্যেই তার মনে হল সে যেন স্বপ্ন দেখছে। গাড়িটা যেন চলতে শুরু করেছে। সে লক্ষ্য করল যে আদৌ সে গাড়িটা চালাচ্ছে না। মেয়েটার হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ব্যাপারটা তার মাথায় ভাল করে ঢুকবার আগেই তার কানে এলো ধাবমান পুলিসের সাইরেন।

সে বলল–আপনি কি করছেন শীগগির গাড়ি থামান। আমার মালপত্র পরে যাচ্ছে শীগগির গাড়ি থামান। আপনি ওদের হাত থেকে পালাতে পারবেন না।

কিন্তু মেয়েটা তার কথায় কানই দিল না। সে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি বেগে চালিয়ে যেতে লাগল। ড্যান অনুমান করল দ্রুতগামী মোটর সাইকেল চেপে কোন পুলিশ তাদের অনুসরণ করছে।

মেয়েটি গলা চড়িয়ে বলল–আমি ঠিকই পালাবো। এই বলেই সে ধাতব গলায় হাসতে লাগল।

ড্যান তার সামনে সরে গিয়ে বলল দেখুন ট্রাক নিয়ে দৌড়ে পুলিশকে আটকান যায়না। গাড়ি থামান।

এইবার পুলিশটা আমাদের রাস্তার সামনে গাড়ি নিয়ে দাঁড়াবে। অতএব চাদু তোমাকে গাড়ি থামাতেই হবে। আর না হলে ওকে চাপা দিতে হবে।

ঘটনা হলও তাই পুলিশটা ওদের গাড়ির সামনে বাইকটা দাঁড় করিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো।

মেয়েটা বলল, তাহলে ওকেই ধাক্কা মারব।

ড্যান চিৎকার করে বলল, তুই কি পাগল নাকি?

তারপর তার মনে পড়ল প্লেনভিউ! সেই ঘন্টাধ্বনি।কারুর কপাল খুলেছে।ও বুঝতে পারলো। এই মেয়েটাই পাগল। ওই পাগলখানা থেকে পালিয়েছে। পুলিশ ওকেই গ্লেনভিউতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

ড্যান মেয়েটার কাছ থেকে সরে বসলো, তার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠলো। কিছু একটা করা দরকার। নাহলে মেয়েটা পুলিশ আর তাকে মেরে নিজেও মরবে।

সে দেখলো বাইকটা তাদের সামনে ছুটে আসছে। মেয়েটা তার দিকে তাক করে ট্রাকটা নিয়ে এগুচ্ছে।

হায় রে হতভাগা তোর তো বোঝা উচিত যে মেয়েটা পাগল ও তো তোকে চাপা দিয়ে পালাবে ও ট্রাক থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, পালিয়ে যা বুজু কাহিকা ও তোকে মেরে ফেলবে। কিন্তু তার কথা পুলিশটার কানে গিয়ে পৌঁছাল না। সে এরপর ইঞ্জিন বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই মেয়েটা তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে তার গাল চিড়ে দিল। সেখান থেকে ধারায় রক্ত পড়তে লাগল।

এর মধ্যেই সে দেখতে পেল পুলিশটা কিছু বুঝতে পেরে মোটর সাইকেলটা নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে কিন্তু মেয়েটা প্রাণপনে ট্রাকটা নিয়ে ওটাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য তার পিছনে ধাওয়া করছে। একটু পরেই ট্রাকটা এক তীব্র আঘাতে শূন্যে ছুঁড়ে ফেললো মোটর সাইকেলটাকে। বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে পুলিশটার ভয়ার্ত চীৎকার শুনতে পেল।

ড্যান চীৎকার করে বলল, পাগলী কোথাকার তুই লোকটাকে মেরে ফেললি। তারপর কিছু না ভেবে মেয়েটার কাছ থেকে ছো মেরে ইঞ্জিনের চাবিটা ছিনিয়ে নিল। কিন্তু মেয়েটার শরীরে ভীষণ জোর স্টিয়ারিং-এর দখল নিয়ে দুজনের মধ্যে জোর লড়াই লেগে গেল।

ড্যান দেখল তার মুখের খুব কাছাকাছি মেয়েটার মুখ। সে ঘুষি মারতে গেল। কিন্তু তার ঘুষি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। উল্টে মেয়েটা ঘুরে তার গলা টিপে ধরল প্রাণপণ শক্তিতে। ড্যান বুঝতে পারলো, ওর লম্বা সরু আঙ্গুলগুলো ক্রমশ তার মাংসপেশীতে ডুবে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময় গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে আস্তে আস্তে খাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। খাদের ধারে গিয়ে একমুহূর্ত গাড়িটা শূন্যে ঝুলে রইল। তারপরই কড়কড় শব্দ করে নীচের অন্ধকারের দিকে নেমে গেল।

.

একটা ঢাউস বুইক ভ্যান গাড়ি সকালের আলো গায়ে মেখে স্বচ্ছন্দ গতিতে চড়াই পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি চালাচ্ছিল স্টিঙ লারসন। পাশে তার ভাই রয় বসেছিল। স্টিঙ লম্বা চওড়া সুদর্শন পুরুষ। রোদে পোড়া গায়ের রং-এ উজ্জলতা ঠিকরে বেরোচ্ছে।

বড় ভাই রয় ছোট ভাইয়ের তুলনায় একটু বেঁটে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। গতিবিধি ক্ষিপ্র। ওর পরনে শহুরে ছাটকাটের পোক।

স্টিঙ ব্লু মাউন্টেন সামিটে নিজের শেয়াল পোর খামারবাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে ট্রেনে আসা বড় ভাইকে তুলে নিয়ে যেতে এসেছিল। দুভায়ের মধ্যে বহু বছর দেখাসাক্ষাৎ নেই। তাই স্টিঙ এর এই আকস্মিক আগমনের হেতু বুঝতে পারছিল না। রয়কে প্রথম দেখে খুব নার্ভাস বলে মনে হচ্ছিল।রয় বারবার জানলায় মুখ ফিরিয়ে দেখছিল কেউ তাদের অনুসরণ করছে কিনা। স্টিঙ রয়কে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারছিলনা।কারণ সে জানতো রয় ভীষণ স্পর্শকাতর।

স্টিঙ একটু চুপ করে থেকে অস্বস্তি কাটানোর জন্য বলল তোমাকে দেখতে বেশ ভালই লাগছে। তোমার দিনকাল নিউ ইয়র্কে খুব ভালই কাটছে কি বলল।

ওই একরকম কাটছে।

এত বছর পর তোমাকে দেখে ভালই লাগছে। তা হঠাৎ তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে কি ব্যাপার

রয় একটু চুপকরে থেকে বলল গরমকালে নিউ ইয়র্কে ভীষণ গরম। ভাবলাম তোমার এখানে একটু হাওয়া পরিবর্তন করলে ভালই লাগবে। তারপর সে বলল এখানে দেখছি যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড়ের উপর পাহাড়, জায়গাটা একেবারে নরকের মতো নির্জন।

স্টিঙ বলল, জায়গাটা দারুণ। তবে নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে এসে তোমার খুব নির্জন নিস্তব্ধ লাগবে। আমার নিকটতম প্রতিবেশীর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে কুড়ি মাইল দূরে। কারো সঙ্গে খুব একটা দেখা হয়না।

রয় বললো, সেটাই আমার পক্ষে ভাল।আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আরাম করা। তবে একটা কথা তুমি এখানে মেয়েছেলে পাও কি করে?

স্টিঙ বলল পাই না, এখানে আমি একবছর ধরে আছি। আর মেয়েমানুষ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

তাহলে তো একটা রাস্তার মেয়েছেলে ধরে আনলে ভাল হতো। বলতে বলতে রয় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো হাত বাড়িয়ে বলল, দ্যাখো দ্যাখো একটা ট্রাক ভেঙ্গে পড়ে আছে। স্টিঙ দেখে তাকিয়ে বুইক থামিয়ে দিল। তারপর গাড়িটার কাছে গিয়ে বলল, হাত লাগাতে হবে রয় ভিতরে একটা লোক আর একটা মেয়ে।

কিন্তু ড্রাইভারের হাত ছুঁয়েই সে বুঝল যে লোকটা মরে গেছে। কিন্তু মেয়েটাকে ধরে বুঝল যে মেয়েটা বেঁচে আছে। সে বলল রয় একটু সাহায্য কর মেয়েটাকে বার করতে হবে।

রয় এগিয়ে এসে মরা লোকটার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল বলল, কি সর্বনাশ দেখোত লোকটাকে মনে হয় বেড়ালে আঁচড়ে দিয়েছে।

তারপর এরা দেখল মেয়েটার হাতের নখে রক্ত আর মাংস লেগে রয়েছে। মনে হয় ড্রাইভারটা মেয়েটাকে বাগে আনতে চেয়েছিল। তাই মেয়েটাওর এমন হাল করেছে। তারপর মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল যে মালটা কিন্তু ভালই ড্রাইভারটার যদি লোভ হয় তাহলে খুব একটা দোষ নেই।

স্টিঙ বলল–মেয়েটার মাথায় খুব চোট লেগেছে এখনই কিছু একটা করা দরকার।

রয় বলল, এসব ফালতু ঝামেলায় না গিয়ে চল তো এখান থেকে কেটে পড়ি। সে অন্যলোকের সঙ্গে গাড়ি চেপে ঘুরতে ঘুরতে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারবে।

স্টিঙ তার দিকে ফিরে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল–তা হয় না। মেয়েটাকে জখম অবস্থায় আমরা এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না।

তাহলে রাস্তা অবধি টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখো। কেউ না কেউ এসে ওকে দেখতে পাবে আমি এসব ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চাই না।

না-ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার। আমি ওকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ফ্লেমিংকে দেখানোর ব্যবস্থা করবো। তোমার কিছু বলার আছে?

রাগে রয়ের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। সে বললো আসলে একা একা নির্জন অবস্থায় বেশিদিন থাকলে যা হয়। মেয়েমানুষ দেখে একদম দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যাচ্ছে।

স্টিঙ প্রথমে রেগে গেলো তারপর সামলে নিয়ে বলল, এখনও খুব একটা পাল্টাওনি দেখছি। সেই স্কুলের ছেলেদের মতো স্বভাব?

স্টিঙ নীচু হয়ে মেয়েটির শরীরে কোথাও হাড়টার ভেঙ্গেছে কিনা পরীক্ষা করতে লাগল।

রয় বলল-মেয়েটাকে ছেড়ে দাও না হলে এজন্য তোমাকে দুঃখ করতে হবে স্টিঙ।

স্টিও কোন কথায় কান না দিয়ে ধীর পদক্ষেপে মেয়েটাকে নিয়ে ভ্যানের দিকে এগুতে লাগলো।

ব্লু মাউন্টেন সামিটে স্টিঙের সিলভার ফক্স মমসমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আট হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড় ঘেরা এক রমণীয় সুন্দর উপত্যকা। হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে আসা এক ধূলিধূসরিত পথ ধরে সেখানে যেতে হয়।

এক বছর আগে বীমা কোম্পানীর সেলসম্যানের চাকরি ছেড়ে শৃগাল প্রজননের ব্যবস্থা করবে। বলে স্টিঙ মনস্থ করে। তাই-এ জায়গাটা আবিষ্কারের পর দলিল দস্তাবেজ

হস্তান্তরের কাজে লেগে পড়ে সে। এখানে দিনের পর দিন নিজের কুকুরটা ছাড়া আর কোন সঙ্গী জোটেনা তার।

রয়ের আগমনে প্রথমে সে মনে করেছিল যে নিঃসঙ্গতা খানিকটা ঘুচবে। কিন্তু এখন মনে হল সে সঙ্গী হবার চাইতে সে তার বিরক্তির কারণ হবে বেশি।

স্টিঙ মেয়েটাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতেই রয় গাড়িটার সামনে এসে গাড়ির ঢাকনা খুলে অ্যাক্সিলেটার সুইচের মাথাটা খুলে নিয়ে পকেটে রাখলো। এবং ঘরে ঢুকে গেল।

একটু পরে স্টিঙ বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে সে তাকে দেখে বললো, কি মেয়েটাকে ঘরের ভেতর শুইয়ে দিয়ে এলে?

রয়ের কাছে এসে স্টিঙ বললো, আমি ডাক্তার ফ্লেমিং-এর কাছে যাচ্ছি, অন্তত ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগবে। এর মধ্যে তুমি মেয়েটার দিকে একটু নজর দিও।

স্টিঙ বেড়িয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করার ব্যর্থ চেষ্টা করল। দেখে রয় মুখ চেপে হাসতে লাগল। স্টিঙ সব বুঝতে পেরে একটু পরেই রাগে লাল হয়ে নেমে এল

বলল তুমি কি আমাকে বোকা বানাতে চাইছো? অ্যাক্সিলেটরের মাথাটা তুমিই খুলে নিয়েছে। ভাল চাও তত দিয়ে দাও।

রয় বলল, ওটা আমিই রেখেছি। কারণ আমি চাই আমি যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণ বাইরে থেকে কেউ এখানে আসতে পারবে না আর আমি না বলা অবধি এখান থেকে কেউ বাইরেও যেতে পারবে না।

স্টিঙ রেগে বলল, দ্যাখো রয় তুমি কেন এমন করছ আমি জানি না। তবে এসব করে কিছু লাভ হবেনা। সুইচটা আমাকে দাও নয়তো আমি ছিনিয়ে নিতে বাধ্য হব।কারণ এ সমস্ত বেয়াদপি আমি সহ্য করি না।

তাই নাকি? এই বলেই রয় একটা নাক ডোতা ৩৮ অটোম্যাটিক স্টিঙের নাকের সামনে লাগিয়ে বলল, এবার? এখনও কি তুমি কেড়ে নেওয়ার মতলব বজায় রাখছে।

তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? ওটা নামাও।

রয় রুক্ষ গলায় বলল এইতো তোমার বুদ্ধি খুলেছে দেখছি। হয়তো তুমি বুঝতে পেরেছো যে আমি একটা ঝামেলায় জড়িয়ে এখানে লুকিয়ে থাকতে এসেছি। এখানে ডাক্তার ফ্লেমিং আসলে রুগিদের গিয়ে বলবেন যে আমাকে দেখতে পেয়েছেন। তাই যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ তোমাকে আর ওই মেয়েটাকে এখানেই থাকতে হবে।

রয় পাগলামো কোরো না। মেয়েটাকে ডাক্তার দেখানো দরকার সুইচটা ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে যেতে দাও।

তোমার মাথায় এখনো কিছু ঢোকেনি। তবে শোনো, আমি লিটল বার্নির দলের হয়ে কাজ করেছি। স্টিঙ পত্রিকায় পড়েছে যে লিটল বানি খুব খারাপ লোক। পুলিশ তাকে খুঁজছে।

আমি জানতাম তুমি ঝামেলায় ফেসে গেছে। যা করেছি ভালই করেছি। এখন একটু সাময়িক অসুবিধায় পড়েছি। কিন্তু এর পরেই আমি মনের আনন্দে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারবো। আমি তো তোমার মতো গেয়ো নই যে জঙ্গলের মধ্যে শেয়াল নিয়ে কাটিয়ে দেবো।

স্টিঙ বলল-পিলটা রং আমাকেই দাও রয়।

কিন্তু রয় হঠাৎ করে গুলি ছুঁড়ল। গুলিটা স্টিঙের কানের পাশ দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

ঠিক এমনি করে অতি সহজেই আমি তোমার খুলির মধ্যে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিতে পারি।

স্টিঙ নিজের জন্য ভাবেনা তার চিন্তা মেয়েটার জন্য। ডাক্তার ফ্লেমিং যখন আসছেন না তখন এক্ষুনি মেয়েটার জন্য কিছু করা দরকার। বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স ছিল সেটা নিয়ে সে মেয়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

শায়িত মেয়েটার মাথার পিছন দিকের আঘাত পরীক্ষা করে চিকিৎসার বাক্স থেকে তুলো টুলো বের করলো আগেই সে এক বালতি গরম জল আর একটা ভোয়ালে এনে রেখেছিল। কাজ শেষ হবার পর মেয়েটা চোখ খুলে তাকাল।

মেয়েটা মাথায় হাত দিয়ে বলল, খুব কষ্ট। আমি কোথায়।

আমি আপনাকে পাহাড়ের রাস্থায় দেখতে পাই, ট্রাক দুর্ঘটনা হয়েছিল, চিন্তার কিছু নেই মাথা সামান্য কেটে গেছে।

ট্রাক? মেয়েটি শুন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, কোন ট্রাক? আমার মনে পড়ছে না।

সব ঠিক আছে। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

তুমি কি ভালো আমার কাছে থাকো, আমাকে ছেড়ে যেও না।

না, না আমি কোথাও যাচ্ছি না আমি এখানেই থাকবে। আপনি একটু শান্ত হন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মেয়েটা আবার ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়।

অন্য ঘরে রয় চিন্তিত মুখে বসেছিল। ছুড়িটার জন্য সব গোলমাল হয়ে গেলো। এর মধ্যে স্টিঙের মনে হলো যে এভাবে মেয়েটাকে বিছানায় ফেলে রাখা চলে না। তাকে ওর পোষাক পাল্টাতে হবে। কিন্তু সে দ্বিধাবোধ করছিল। এর মধ্যে তার পোষা কুকুর স্পটকে দেখে সে হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

এই যে স্পট দ্যাখো তো কি ঝামেলায় পড়লাম। এই বলে সে আলমারি খুলে একটা পোষাক বার করে সেটা বাদ ছাদ দিয়ে ক্যারলের উপযোগী করে ক্যারলকে পড়িয়ে দিল। এই সময় ক্যারলের পোষাক খুলতে গিয়ে সে একটা রুমাল পেল তাতে লেখা

ক্যারল। কে এই ক্যারল? যাই হোক ক্যারলকে পোষাক পড়িয়ে দিল। এবং তার সুন্দর শিল্পসুষমামণ্ডিত চেহারার দিকে তাকিয়ে ভাবল যে এ কোন সস্তা মেয়ে হতেই পারে না।

এর মধ্যে রয় ঘরে ঢুকে বলল, তুমি কি একাই ওকে নিয়ে মজা লুটবে নাকি? যতদিন না ও সুস্থ হয় ততদিন তুমি ওকে রাখে। সুস্থ হলে দেখো ওকে নিয়ে আমি কেমন মজা লুটি।

২. পুরো এক সপ্তাহ

০২.

পুরো এক সপ্তাহ দেখতে দেখতে কেটে গেল। এই এক সপ্তাহ ধরে খামারবাড়ির সব কাজকর্ম রান্নাবান্না এবং ক্যারলের সুশ্রুষা স্টিঙকে একাই করতে হল। রয় ওকে সামান্যতম সাহায্যও করল না। শুধু সে যেন কার অপেক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সপ্তাহের শেষাশেষি সে একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠল। তার শুধু একটাই জেদ যে স্টিঙ কোথাও যেতে পারবে না। পরিস্থিতি বিচার করে স্টিঙ তার কথা মেনে চলাই যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিল।

ক্যারল যেহেতু স্টিঙের ঘরে থাকে তাই স্টিঙও রয় একঘরে ঘুমোয় তাতে স্টিঙ দেখল যে ওর ঘুম খুব পাতলা। একটু শব্দ হলেই রয় আতঙ্কে উঠে বসে।

এদিকে ক্যারলের দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল। তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটলেও একটা ব্যাপার ঘটল তা হল সে তার আগের নাম ঠিকানা প্লেনভিউ কিছুই মনে করতে পারছিল না। আর ধীরে ধীরে সে স্টিঙের নিকটে আসতে লাগল। অসহায়ের মতো সে স্টিঙকে আঁকড়ে ধরলো। স্টিঙও ক্যারলের প্রতি গভীর মমতাবোধ টের পেল।

মেয়েদের ব্যাপারে স্টিঙ চিরদিনই খুব লাজুক। সে ভেবে পাচ্ছিল না যে কি করে এই পরিস্থিতি সামাল দেবে। ক্যারল সুস্থ হবার পরেই সারাক্ষণ স্টিঙের পিছন পিছন ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ক্যারলের মানসিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় স্টিঙের ধারণা হলো মাথার আঘাত শুধু ওর স্মৃতিশক্তি লুপ্ত করে দিয়েছে তা নয়। ওকে শিশুসুলভও করে তুলেছে। স্টিঙ ভাবল ওর সঙ্গে প্রেম করে লাভ হবে না। কারণ স্মৃতি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ও সব ভুলে যাবে।

এদিকে রয় ভাবলো মেয়েটা এখন ভাল হয়ে গেছে। ওকে নিয়ে এখন ফুর্তি করা যাবে। যদিও ক্যারলের সমস্ত আগ্রহ এখন শুধু স্টিঙের দিকে রয়ের দিকে ওর কোন ভ্রূক্ষেপও নেই।

একদিন সকাল বেলায় ক্যারলকে একটা জলাধারের দিকে ঘুরতে দেখে রয় তার হাত ধরলো। সে তার পথ আটকাতে ক্যারল বলল, আমি স্টিঙকে খুঁজছি যে।

স্টিঙের কথা বাদ দাও, এই বলে ও ক্যারলকে জড়িয়ে ধরলো।

ছেড়ে দাও আমি স্টিঙকে খুঁজবো।

ঠিক এমনি সময় স্টিঙ দুজনকে ছাড়িয়ে দিয়ে রয়কে প্রচণ্ড ঘুষিতে ধরাশায়ী করে ফেললো।

ক্যারল বলল ওকে তুমি মারলে কেন? আমি চাই না ও তোমাকে ভয় দেখাক।

ঠিক আছে তোমার ভাল না লাগলে আমি তোমাকে চুমু খেতে দেবো না।

রয় বলল, তোমার ঘুসিটুসিগুলো সামলে রাখো স্টিঙ তুমি যদি ওরদিকে হাত বাড়াও তাহলে ফাটাফাটি হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে সে তোমার কাছে যতই পিস্তল থাকুক।

তোমাকে আমি যদি খুন করি কে আমাকে আটকাবে।

দ্যাখো রয় মেয়েটার দিক থেকে হাত না সরালে আমি তোমাকে দেখে নেব।

রয় আর স্টিঙ এরপর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। স্টিঙ বলল তুমি কার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে। বেরাচ্ছ। কি বাজে কথা বলছ, আমি মোটেই ভয় পাইনি। আর বাজে কথা বন্ধ কর, না হলে তোমাকে খতম করে দেব। কেন যে আগেই খতম করে দেইনি।

দাওনি, তার কারণ, তুমি একা থাকতে ভয় পাও। তুমি চাও তোমার কিছু হলে আমি তোমার পেছনে থাকি।

রয় বলল, তুমি একটা পাগল যাই হোক আমি এখন ঘুম লাগাতে চাই। কিন্তু রয়ের কিছুতেই ঘুম এল না। সে ক্যারলের কথা ভাবছিল। মেয়েটা তাকে যে বাধা দেবে না সে জানে। এক স্টিঙ তার ঘুম না ভাঙ্গিয়ে যদি ওর ঘরে যাওয়া যায়! কিন্তু হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ পড়তে ও দেখল বাইরে একটা নিঃশব্দ ছায়ামূর্তি ভোলা জানালার পাশ দিয়ে পলকের মধ্যে অন্য ধারে চলে গেল।

ভীত দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তার পর মনে হল একটা শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তখন সে স্টিঙকে ধরে প্রাণপণে ঝকানি দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে স্টিঙের ঘুম ভেঙ্গে গেল। রয়ের পাণ্ডুর মুখ দেখে স্টিঙ বুঝল যে একটা কিছু ঘটেছে।

রয় বলল, বাইরে কে যেন হাঁটছে।

আরে ও তো ক্যারল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখল ক্যারলই হাঁটছে। ও দম ফেলে বললো। যাঃ বাব্বা কি করছে! আমার তো দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে।

স্টিঙ বলল, আস্তে কথা বল। ও হয়তো ঘুমের ঘোরে হাঁটছে।

রয়ের ভয় ভাব কেটে গিয়েছিলো। এখন চোখের সামনে সাদা পাজামার আড়ালে ক্যারলের কামনামদির শরীর, ওর নিরাবরণ পা এসব দেখে রয় অস্থির হয়ে উঠল।

ও বলল, সত্যি তাকিয়ে থাকার মতো জিনিষ, তাই না স্টিঙ।

স্টিঙ বিরক্ত হয়ে ওকে চুপ করতে বললো। আসলে ক্যারল কেন এমন পায়চারী করছে তাই নিয়ে স্টিঙ চিন্তা করছিল।

সহসা ক্যারল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও যেন বুঝতে পেরেছে যে কেউ ওকে লক্ষ্য করছে।

ক্যারলের মুখে জ্যোৎস্না এসে ঢলে পড়েছে। সেই আলোয় ক্যারলের মুখের এক বিচিত্র পরিবর্তন ওরা লক্ষ্য করল।

স্নায়বিক বিকলতার জন্য ওর ঠোঁটের প্রান্ত কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এরপর সে জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রয় বলল–মেয়েটা কেমনভাবে তাকাচ্ছিল দেখেছো? স্টিঙ বললো, দেখেছি কিন্তু এখন দেখতে হবে যে ও কি করছে।

দেখতে যাচ্ছো যাও, কিন্তু সাবধানে থেকো। ও তোমার চোখদুটো না আবার খুবলে নেয়।

স্টিঙ কথা না বলে এগিয়ে গেলো ক্যারলের ঘরের দিকে। দেখলোক্যারল বিছানায় শুয়ে আছে। চোখ বোজা। তার মুখেচাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। যেন এক বিষাদময়ী সৌন্দর্যের প্রতিমা বিছানায় গা এলিয়ে রয়েছে।

সে রাতে রয়ের মতো স্টিঙেরও ভাল ঘুম হল না।

.

জো আর গারল্যান্ড গ্লেনভিউ মেন্টাল স্যানাটোরিয়ামের পেছন দিকের বিশাল গ্যারেজে একটা অ্যাম্বুলেন্সকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করছিল।

জো কে স্যাম বলল, ওই দেখো খবরের কাগজের লোকটা আবার এদিকেই আসছে।

জো বলল–লোকটা আচ্ছা নাছোড়বান্দা, এই লোকটাকে বাজিয়ে দেখলে কেমন হয় বল

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

স্যাম বলল–ভালই। লম্বা-রোগা ফিল ম্যাগার্থ তখন অলস গতিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছিল। এখানে সে গত সপ্তাহ থেকে ঘুরঘুর করছে যাতে করে স্যানিটোরিয়াম থেকে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটার সম্পর্কে জুতসই কোন খবর সংগ্রহ করতে পারে এই আশায়। কিন্তু ডাক্তার ট্রেভার্সের ছোট একটা অপ্রয়োজনীয় জবানবন্দি আর ক্যাম্পের মুখ থেকে দুটো শব্দ–বেরিয়ে যাও। শোনা ছাড়া তার আর কিছুই লাভ হয়নি। ম্যাগার্থ এ জেলায় স্থানীয় সংবাদ সংগ্রাহক। সংবাদ সংগ্রহে সে বেশ পটু। তার ধারণা মেয়েটি যে এখান থেকে পালিয়ে গেল এর পেছনে নিশ্চয়ই ছোটবড় ঘটনা আছে। তাই সে আজ গ্যারল্যান্ড আর জোকে একটু তলিয়ে দেখার জন্য এসেছে।

অ্যাম্বুলেন্সের গায়ে হেলান দিয়ে ম্যাগার্থ বলল, কিহে পাগলীটার কোন খোঁজ খবর পেলে।

জো আর গ্যারল্যান্ড দুজনেই বলল যে তাদের কাছে জানতে চেয়ে কি লাভ, তারা তো মাইনে করা চাকর।

ম্যাগার্থ বলল, আমি ভেবেছিলাম তোমরা কিছু জেনে থাকবে। আসলে আমার টাকার থলেটা দিন দিন ভারী হয়ে উঠছে একটু হালকা করতে চাই।

তারা বলল, কেমন ভারী?

খুব ভারী আর মোটা। তাই বলছিলাম তোমরা যদি কোন খবর জেনে থাকো তাহলে স্বচ্ছন্দে মুখ খুলতে পারো।

ভয় আবার কি দুজন যদি একশো ডলার পাই তাহলে খবরাখবর দিতে পারি।

খবরটা কিন্তু টাকার উপযুক্ত হওয়া চাই। অবশ্যই উপযুক্ত, কি বলছেন, এ একেবারে সারা জাগানোর মতো খবর। অ্যাটম বোমার চাইতেও মারাত্মক।

শোনা যাক কি রকম মারাত্মক।

স্যাম ম্যাগার্থের দেওয়া নোটগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে বলল মেয়েটা হচ্ছে জন ব্লানডিশের উত্তরাধিকারিণী। কি খবরটা কেমন।

এ আবার কি গুল খোকন।

গুল মোটেই নয়। জন ব্লানডিশের একটা মেয়ে ছিল তাকে বহুবছর আগে গুম করা হয়।

.

পরদিন সকালে স্টিঙ আর ক্যারল প্রাতঃরাশ খাচ্ছিল। রয় অনেক আগে উঠে ট্রাউট মাছ শিকার করতে গেছে।

স্টিঙ একসময় ক্যারলকে বলল, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল।

ক্যারল বলল, কি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। স্টিঙ বলল, কাল রাতে তুমি উঠেছিলেনাকি আমিও স্বপ্ন দেখছিলাম।

ক্যারল দুহাতে মাথা টিপে বলল–কি জানি কিছুই মনে করতে পারছি না। অন্ধকার দেখেও ভয় লাগে।

কি স্বপ্ন দেখো বল তো।

ঠিক মনে পড়ছে না। একটা নার্সকেই বারবার স্বপ্ন দেখি।

স্টিঙ সমস্ত দিন চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকলো। যখন সন্ধ্যের পর রয় ফিরে এলো তখনো তার উদ্বিগ্নতা কাটেনি।

এদিকে স্টিঙ আর রয় যখন ঘরে ঘুমুতে গেল, রয় ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলো। যখন সে বুঝলো যে স্টিঙ ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। সে ভাবল ক্যারল তাকে চুমু খেতে দিয়েছে কোন বাধা দেয় নি। অতএব স্টিঙকে না জানিয়ে ক্যারলের কাছে পৌঁছতে পারলে সে ক্যারলকে নিয়ে মজা লুটতে পারবে।

রয় নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বারান্দার শেষপ্রান্তে ক্যারলের ঘর। রয় ঘরে ঢুকে দেখলো ক্যারল চোখ মেলে শুয়ে আছে। সে চোখে বিন্দুমাত্র.ভয় বা আশঙ্কার ছায়া নেই।

রয় ক্যারলকে বলল, এই যে আমি তোমাকে একটু সঙ্গ দিতে এলাম। আমাকে দেখে তুমি ভয় পাওনি তো? মনে মনে ক্যারলের অপার্থিব সৌন্দর্য দেখে রয় শরীরে জ্বরের উষ্ণতা অনুভব করছিল।

ক্যারল শান্ত গলায় বলল–আমি জানতাম আজ রাতে তুমি আমার ঘরে আসবে। রয় অবাক হয়ে বলল, তার মানে তুমি চাইছিলে আমি এখানে আসি।

ক্যারল তার দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারছিলাম কারণ আজ সমস্ত সন্ধ্যে তুমি আমাকে লক্ষ্য করছিলে। তাই আমার মনে হচ্ছিল যে তুমি আসবে।

রয় মুচকি হেসে ওর গায়ে হাত রাখল ও বলল, আমি তোমাকে আদর করতে চাই।

ক্যারল বলল, কিন্তু স্টিঙ তা চায় না।

ও জানতে পারবে না। এই বলে রয় ক্যারলকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ কানে ক্যারলের মৃদু ধাতব হাসির শব্দ যাওয়াতে সে চমকে উঠলো।

রেগে বলল, অত হাসির কি আছে! এই বলে সে ক্যারলকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু এর মধ্যে ক্যারল তার কঠিন হাত দিয়ে রয়ের ঘাড় খিমচে ধরে রয়ের চোখের ওপর নিজের তীক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে দিলো।

অন্য ঘরে স্টিঙের ঘুম আচমকা ভেঙ্গে গেলো। বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে এগিয়ে গেল স্টিঙ, দেখলো সেখানে কেউ নেই। তারপর সেরয়ের বিছানায় হাত রাখল দেখলো কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো ক্যারলের কথা। সে দরজার দিকে ছুটলো। এর মধ্যেই সে শুনতে পেলো, স্টিঙ স্টিঙ তাড়াতাড়ি এসো। আমাকে বাঁচাও বলে রয় চীৎকার করছে।

কি হয়েছে, ঘরে ঢুকে বলল স্টিঙ।

দেখলো রয়ের মুখ রয় দুহাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে টসটস করে রক্ত পড়ছে।

রয় বলল, স্টিঙ মেয়েটা আমার চোখ দুটো খুবলে দিয়েছে আমি অন্ধ হয়ে গেছি! ভগবানের দোহাই, আমকে বাঁচাও।

স্টিঙ রয়কে বলল, তুমি ওকে কি করেছিলে? তার পরেই সে দেখলো বারান্দার ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ক্যারল তার দিকেই তাকিয়ে আছে ওর উদ্ধাঙ্গ অনাবৃত। একটু পড়েই ক্যারল সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে তা দিয়ে ছুটতে শুরু করল।

ক্যারল ফিরে এসো স্টিঙ চীৎকার করে উঠল।

কিন্তু ক্যারল উধাও হয়ে গেল। স্টিঙ বুঝতে পারছিল না সে কি করবে। সে রয়ের হাত ধরে। বলল,উঠে পড়ো। তোমার এমন কিছু হয়নি। তারপর বহু কষ্টে তাকে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে বিছানার উপর তুলে দিল।

বললো একটু স্থির হও। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, এই বলে ওষুধের বাক্স আনতে গেল।

রয় চীৎকার করে বললো, আমাকে ছেড়ে যেও না ও আবার ফিরে আসবে।

ঠিক আছে দাঁড়াও, আমি তোমার চোখদুটো ধুয়ে দিচ্ছি। তোমার খুব রক্ত বেরোচ্ছে তাই

তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

না না আমি অন্ধ হয়ে গেছি, তুমি আমার সঙ্গে থাকো। ওরা আমাকে পেলেই খুন করে ফেলবে। এখন আমি অসহায় আমি আর নিজেকে রক্ষা করতে পারবো না।

-কারা তোমার পিছনে লেগেছে।

সুলিভ্যানরা। অবশ্য তুমি জানো যে ওরা কি মারাত্মক। ওরা পেশাদার খুনে ওদের কেউ চেনে না। আমাকে খুন করার জন্য লিটিল বার্নি ওদের ভাড়া করেছে।

এখানে ওরা তোমাকে খুঁজে পাবে না। তুমি নিরাপদ।

আচ্ছা এখন বলতো মেয়েটাকে তুমি কি করেছিলে।

কিছু না। ও বলেছিল ও জানতো আমি আসবো। ও আমাকে চুমু খেতে দিল। কিন্তু তারপর ওই আমার গলা পেচিয়ে ধরে আমার চোখ ওর সুতীক্ষ্ণ আঙ্গুল দিয়ে খুবলে দেয়। ওর গায়ে ভীষণ জোর। মেয়েটা পাগল স্টিঙ।

ও নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু এখন যদি সুলিভ্যানরা চলে আসে আমি কি করবো! তুমি আমাকে বাঁচাবে তো? এই বলে সে তার পিস্তলটা স্টিঙের হাতে তুলে দিল।

স্টিঙ বলল, তুমি একটু শান্ত হও। ওরা তোমাকে খুন করবে কেন?

কারণ আমি লিটল বার্নিকে ধোকা দিয়েছি। ও আমাকে অনেক দিন ধরে ঠকাচ্ছিল। তাই এবার যখন দুজনে মিলে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করি পুরো টাকাটাই আমি হাতিয়েনি। কিন্তু বার্নি আমার পেছনে সুলিভ্যানদের লাগিয়ে দিলো।

ওরা তোমাকে খুঁজে পাবে না।

ঠিকই পাবে। তুমি ওদের চেনো না।

.

দুটো কালো কাক। এই বর্ণনাটা সুলিভ্যানদের পক্ষে ষোলআনা খেটে যায়। ওদের দুজনের গায়ে কালো আটোসাটো ওভার কোট, কালো স্লাউচ টুপি মাথায়.কালো প্যান্ট আর কালো ছুঁচোল জুতোয় ওদের দেখলেই মনে হয় মূর্তিমান অমঙ্গল। তাছাড়া দুজনের গলাতেই রেশমী রুমাল বাঁধা থাকে।

ওরা কয়েক বছর আগে অবধি একটি ভ্রাম্যমান সার্কাসের দলে কাজ করত। ওরা ছিল দলের মুখ্য আকর্ষণ। প্রচারপত্রে ওদের সুলিভ্যান ব্রাদার্স নাম দেওয়া হত। আসলে ওরা মোটেই দুভাই নয়। ওদের আসল নাম ম্যাক্স গির্জা এবং ফ্রাঙ্ক ফুর্ট। কালো মখমলে মোড়া পাটাতনের সামনে দাঁড়ানো একটি মেয়েকে নিয়ে ফসফরাস মাখা ছুড়ির খেলা দেখাতো দুজনে।

এ খেলা সাড়া জাগানো হলেও শীগগিরই সার্কাস আর মেয়েটা দুটোই সুলিভ্যানদের কাছে একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ালো।

আসলে মেয়েটার জন্যই তারা এ খেলা শেষ করে দেবে বলে ঠিক করল। মেয়েটি দেখতে ভালো। কিন্তু কাজের পরে সুলিভ্যানদের রীতি সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। তাছাড়া সে একটা ভাড়ের সঙ্গে প্রেম করা শুরু করল। অবশেষে একদিন রাতে ইচ্ছাকরেই ম্যাক্স তার নিক্ষিপ্ত ছোরায় মেয়েটার গলা পাটাতনের সঙ্গে গেথে দিয়ে সমস্যার সমাধান করে ফেললো। আর তখনই তার মাথায় পেশাদার ঘাতক হবার পরিকল্পনা আসে। তাছাড়া সে ভাবল এই পথে অনেক পয়সা রোজগার করা যাবে।

সে ভাবলো এই পৃথিবীতে এমন অনেক নরনারী আছে যারা মোটা টাকার বিনিময়ে কোন একজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়। এখন ম্যাক্স যদি একাজটা করে তাহলে মোটা টাকাটা সেই পাবে। আর এতে কোন ঝুঁকিও নেই। কারণ হত্যার কোন উদ্দেশ্য প্রমাণিত হবে না। আর যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে কাজ করলে ধরা পড়ার কোন কারণই থাকবেনা। তার বন্ধু ফ্র্যাঙ্কের কথাটা মনঃপূত হল। ম্যাক্স জানতো ফ্র্যাঙ্কের চাইতে ভাল অংশীদার পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তারা চারিদিকে রটিয়ে দিলো যে তিন হাজার ডলার পারিশ্রমিক আর অন্য খরচ বাবদ সপ্তাহে একশো ডলারের বিনিময়ে তারা যে কোন মানুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। এত কাজ হাতে এসে গেলো যে তাতে সুলিভ্যানরা রীতিমতো অবাক হয়ে গেলো।

একটা কালো ঢাউস প্যাকার্ড ক্লিপারে চড়ে তারা সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়ায়। নিঃশব্দে ওরা মৃত্যু বয়ে আনে। পুলিস ওদের সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতো না। কারণ যাকে এরা

মারত সেও পুলিশের ভয়ে ভীত থাকতো এবং এজন্য পুলিশের আশ্রয় নিতে পারতো না। যাকে খুন করতো তার একটা ফটো, নাম এবং শেষ ঠিকানা তাদের একমাত্র প্রয়োজন ছিল।ওরা তারপর ওকে ঠিকই খুঁজে বার করতো। তিন হাজার ডলার ওরা ছুঁয়েও দেখত না। সাপ্তাহিক খরচের টাকাতেই তাদের মাস কেটে যেতো। ওরা ঠিক করেছিল বেশ ভালমত টাকা জমলে এই ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তারা পাখির ব্যবসা করবে। কারণ ওরা দুজনেই পাখি ভালবাসতো।

রয় যেদিন ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকা পয়সা নিয়ে কেটে পড়লো, তারপরে লিটল বার্নি ওদের, ভাড়া করলো, পাঁচ হাজার ডলারের বিনিময়ে ওরা রয়কে খুন করার কাজটা হাতে নেয়। রয়কে খুঁজে বার করাই ছিল সবচাইতে মুশকিলের কাজ। কারণ সুলিভ্যানরা ওর পিছনে লেগেছে খবর পেয়েই ও ওর চিরাচরিত আঙ্গুলো থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। শেষ খ ওরা যা পেল তাতে রয় নিউইয়র্ক ছাড়িয়ে পেনসিলভ্যানিয়া স্টেশন অবধি গিয়েছিল। তার পরে সমস্ত সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। মনে হতে পারে যে রয়ের পাত্তা মেলা অসম্ভব। কিন্তু না। তারা অভিজ্ঞ মানুষ শিকারী, তাদের মতে কোন মানুষকে খুঁজে বের করতে হলে তার প্রকৃতি কেমন, তার আত্মীয় স্বজন কোথায় থাকে তার বান্ধবী কোথায় থাকে এগুলো জানা দরকার। এগুলো জেনে সামান্য ধৈর্য ধরে থাকলে অভীষ্ট শিকারের সন্ধান পাওয়ার কোন অসুবিধেই থাকে না।

এমনি উপায়ে তারা খুব সহজেই স্টিঙের সন্ধান পেয়ে গেল। তারা জানতে পারল যে স্টিঙ হচ্ছে রয়ের ভাই। সে আগে কানসাস সিটিতে থাকতো এবং এক বীমা কোম্পানির সেলসম্যান ছিল এখন কোন একটা জায়গায় শিয়াল প্রতিপালনের খামার করে সেইখানে বসবাস করছে। তখন তারা এক সপ্তাহ ধরে স্টিঙের বর্তমান সঠিক ঠিকানা জানার জন্য

শহরের মধ্যে ও বাইরে প্রতিটি শৃগাল প্রতিপালনের খামারে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহকারীদের টেলিফোন করতে লাগল। এবং বোনার স্প্রিংগের একটি প্রতিষ্ঠান স্টিঙ লারসনকে মালপত্র সরবরাহ করত, তারাই খুশি হয়ে স্টিঙের ঠিকানা সুলিভ্যানদের জানিয়ে দিলো।

এর ঠিক তিন দিন পরে ব্লু মাউন্টেন সামিট থেকে মাইল কুড়ি দূরের ছোট্ট উপত্যকা শহর পয়েন্ট ব্রিজে একখানা কালো রঙের ঢাউস প্যাকার্ড ক্লিপার থামল। গাড়ি থেকে সুলিভ্যানরা নেমে সামনে একটা জনহীন পানশালায় ঢুকলো।

সুলিভ্যানরা পানশালায় ঢুকে দুটো উঁচু টুলের উপর বসল। দোকানের লোকটার মনে হল এরা সুবিধার লোক নয়। সে বলল, কি দেবো বুলুন।

দুটো লেমনেড। লোকটা লেমনেড নিয়ে এসে তাদের দিলে ম্যাক্স বলল, আমরা এখানে নতুন লোক। শহরের খবর টবর কি আছে একটু শোনাও তত ভাই।

এখন তো খুব গরম খবর আছে। এইমাত্র আমি একটা সংবাদপত্রের সাংবাদিকের কাছ থেকে জানলাম।

কি রকম?

গ্লেনভিউ মেন্টাল স্যানাটোরিয়াম থেকে এক পাগলী পালিয়ে গিয়েছিলো। তা এইমাত্র জানা গেল সে নাকি ষাট লাখ ডলারের মালিক।

কিন্তু একটা পাগল মেয়েছেলের অত টাকা হল কি করে।

সবকিছুই ও জন ব্লানডিশের কাছ থেকে পেয়েছে। ও হচ্ছে জন ব্লানডিশের নাতনী।

তা মেয়েটাকে কি খুঁজে পাওয়া গেছে?

না–আর তাই নিয়েই তো যত গোলমাল। মেয়েটার বাবার মাথায় গোলমাল ছিল। মেয়েটারও তাই। এখন চোদ্দ দিনের মধ্যে মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে না পারলে, ওরা ওকে আর পাগলা গারদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এই হচ্ছে এ দেশের আইন আর তাহলেই মেয়েটা ওর সব সম্পত্তি পেয়ে যাচ্ছে।

ম্যাক্স জানতে চাইল যে মেয়েটা কেমন পাগল। দোকানী বলল মেয়েটা একটা ভয়ঙ্কর খুনী।

আচ্ছা ধরো মেয়েটার সঙ্গে আমাদের দেখা হল আমরা ওকে কিভাবে চিনব।

মেয়েটা দেখতে পীচ ফলের মতো সুন্দর। আর ওর কবজিতে একটা কাটা দাগ আছে।

আচ্ছা বুঝলাম, এবার দেখলেই চিনতে পারবো।

এরপর লেমনেডের পয়সা দিয়ে ফ্রাঙ্ক দোকানীকে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা এখানে কাছেপিঠে কোথাও শেয়ালের খোয়ার আছে বলে জানো?

নিশ্চয়ই জানি ওই যে ব্লু মাউন্টেন সামিটেই তো লারসনের সিলভার ফক্স ফার্ম।

আসলে আমাদের আবার শিয়ালের ব্যাপারে খুব উৎসাহ। বলল ম্যাক্স।

দোকানির মনে হল লোক দুটো মিথ্যে কথা বলছে ওদের দেখে মোটেই পশমের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না।

আচ্ছা লোকটা কি এখানে একাই থাকে নাকি?

হ্যাঁ ব্যবসাটা ও একাই চালায়। তবে ইদানিং ওর সঙ্গে আরো একজন লোক জুটেছে।

এই কথা শুনেই সুলিভ্যানদের মুখ শক্ত হয়ে উঠল। ওরা ওদের গাড়িতে চেপে বসল।

এদিকে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল ম্যাগার্থ ওদের লক্ষ্য করে চিন্তান্বিত মুখে একবার নাকটা চুলকে নিলো।

তারপর পানশালায় ঢুকে দোকানিকে বলল, একটা হুইস্কি দাও।

দোকানি ওকে হুইস্কি দিয়ে বলল, ওই লোক দুটোকে আমি আপনার গল্পটা শোনাচ্ছিলাম। ওরা নাকি পশমের ব্যাপারী।

ম্যাগার্থ বলল–তাই নাকি ওদের দেখে কিন্তু মনে হয় না। ওদের আমি আগেও দেখেছি। যখনই ওদের কোথাও দেখেছি সেখানেই কেউ না কেউ নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়েছে।

ঠিক বুঝতে পারছি না।

সুলিভ্যান ব্রাদার্সের নাম শুনেছো?

না।

ওরা নাকি পেশাদার খুনে সেরকম কথা শোনা যায়।

ওরা স্টিঙ লারসনের কথা জিজ্ঞেস করছিলো, জানতে চাইছিলো সে একা থাকে কিনা।

স্টিঙ লারসন, মানে ব্লু মাউন্টেন সামিটের সেই শৃগাল পালক?

হ্যাঁ লোকটা কিন্তু খুব ভাল। এক হপ্তা আগে ওর সঙ্গে একটা লোককে দেখছিলাম এদিক দিয়ে যাচ্ছে।

অন্য একটা লোকের সঙ্গে?

হ্যাঁ, আপনার কি মনে হয়?

দেখা যাক কি খবর জোগাড় করতে পারি। শোনো এই খবরটা যেন ফাস না হয়।

.

স্টিঙ রয়ের চোখের রক্তপাত বন্ধ করে তাকে বলল আমি ক্যারলকে খুঁজতে যাচ্ছি, এইভাবে ওকে একা

না–আমাকে ছেড়ে যেও না। তুমি বেরোলেই ও আমাকে শেষ করে ফেলবে। তুমি বাইরে যেও না ও তোমাকেও আক্রমণ করতে পারে।

স্টিঙ বাইরে তাকাল। তার বাইরে বেরোনোর ইচ্ছে নেই কিন্তু ক্যারলকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। হঠাৎ তার মনে হল মাথায় আঘাত লেগে ক্যারলের মধ্যে খুনীর স্বভাব দেখা দিল কেন? এইসব ভেবে সে রয়ের হাতে পিস্তলটা দিয়ে বলল, আমি কাছে পিঠে একটু খুঁজে আসি।

না না তুমি যেয়ো না। আমি অন্ধ হয়ে গেছি। ও আমাকে খুন করে ফেলবে।

স্টিঙ বলল, বাজে কথা বন্ধ করো। তোমার পাপের শাস্তি তুমি পেয়েছে।

স্টিঙ টর্চটা তুলে নিয়ে বাইরের অঙ্গনে বেরিয়ে এলো। তারপর বাইরে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটার কোন চিহ্নও দেখতে পেল না।

হঠাৎ আচমকা হ্রদের পাশে আলোড়ন শুনতে পেল। তার হৃৎপিণ্ডের কম্পন বেড়ে গেল। সে ভাবল বোধহয় ক্যারল।

স্টিঙ চীৎকার করে বলল, ক্যারল তুমি কোথায়?

আর একটু এগিয়ে যেতেই কালো অন্ধকার তাকে ছেয়ে ধরল। ইলেকট্রিক টর্চটা জ্বালতেই সরু পথটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। এগুতে এগুতে মনে হল সে একা নেই কেউ তাকে লক্ষ্য করছে।

সে আবার ডাকল, ক্যারল তুমি কি এখানে আছো? আমি স্টিঙ, তোমাকে খুঁজছি।

সামনের একটা মরা ডাল নড়ে উঠল। সেদিকে টর্চের আলো ফেলতেই স্টিঙের নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল। সে দেখল কালো পোষাক পড়া একটা লোক হাতে ৪৫ রিভলবার নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ম্যাক্স মৃদুস্বরে বলল, লারসন এগিয়ে এসো। এর মধ্যে সে দেখতে পেল তার পেছনে আরও একটা কালো পোষাক পড়া লোক। তার মানে আরও একজোড়া কালো পোষাক পড়া কাক। তার মানে রয় যাদের কথা বলেছিল সেই সুলিভ্যানরা।

স্টিঙ কোনরকমে বলল–কে তোমরা

ম্যাক্স বলল–আমরা প্রশ্ন করব, তুমি না। ক্যারল কে?

আমার বান্ধবী আমার সঙ্গেই থাকে।

রয় কি ঘরেই আছে নাকি?

স্টিঙ বুঝতে পারলো যে এক্ষেত্রে মিথ্যে বলে লাভ নেই। সে বলল, হ্যাঁ আছে।

শুনে ম্যাক্স বলল ফ্রাঙ্ক তুমি এর দিকে নজর রাখো। আমি রয়ের ব্যাপারটা দেখছি।

কিন্তু মেয়েটার কি করব?

মেয়েটা যদি এখানে না আসে তাহলে কিছুই যাবে আসবে না। নেহাতই যদি এসে পড়ে তবে ওর বন্দোবস্তটাও করে ফেলতে হবে। বরঞ্চ তুমিও আমার সঙ্গে এসো।

ম্যাক্স সামনের দিকে এগুতেই ফ্র্যাঙ্ক পিস্তলের নল দিয়ে স্টিঙকে খোঁচা মেরে বলল, এগিয়ে চল, আর বেশি চালাকির চেষ্টা করলে শুধু শুধু জানাই খোয়াবে।

স্টিঙ এগিয়ে চলল। সে বুঝতে পেরেছিল যে রয়কে শেষ করে ওরা তাকেও শেষ করে দেবে। কিন্তু নিজের থেকেও সে ক্যারলের জন্য বেশি চিন্তান্বিত হয়ে উঠল। সে বলল যে, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করছি না। আমাদের ছেড়ে দাও।

ম্যাক্স বলল, তোমাদের নিয়ে আমার মোটেই কোন চিন্তা নেই। আমরা রয়কে খুঁজছি।

ম্যাক্স ইতিমধ্যে জানলা দিয়ে দেখেছিল যে রয় পিস্তল আঁকড়ে ধরে বিছানায় শুয়ে আছে।

রয় চরম উৎকর্ণ হয়ে শুয়েছিল। তার মনে সুলিভ্যানদের কথা একবারও আসে নি। সে শুধু ভাবছিল ক্যারল ফিরে এসে তাকে ধরে ফেলবে।

ম্যাক্স নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে রয়ের হাতের পিস্তলের দিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসি হাসল। তারপর রয় যখন বিছানাতে রিভলভারটা রেখে নিজের মাথা টিপতে লাগল ম্যাক্স রিভলভারটা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে গুঁজে রাখল।

একটু পরেই রয় পিস্তলটা নেওয়ার জন্য খাটের মধ্যে হাতড়াতে শুরু করল। সেখানেনা পেয়ে তার মুখে অস্বস্তি ও আতঙ্ক ফুটে উঠল। সে বিড়বিড় করে বলল নিশ্চয়ই নীচে

পড়ে গেছে। এই ভেবে সে বিছানায় উবু হয়ে বসে কার্পেটে হাতরাতে লাগল। একটু পরেই একটা ছুঁচোলো জুতোর প্রান্ত তার হাতে লাগল। তারপর প্যান্ট ছুঁয়ে উপরে উঠল সে বুঝল যে তার সামনে কেউ বসে আছে। সে চীৎকার করে বলল, কে কে ওখানে।

ম্যাক্স মৃদুভাবে বলল–সুলিভ্যানরা।

রয় চীৎকার করে উঠল, স্টিঙ তাড়াতাড়ি এসে আমাকে বাঁচাও।

ম্যাক্স বলল–কোন লাভ নেই, ফ্রাঙ্ক ওর দিকেনজর রাখছে। ও কিছু সাহায্য করতে পারবেনা।

রয় বলল, আমি অন্ধ। একটা অন্ধ মানুষকে নিশ্চই তোমরা খুন করবে না।

ম্যাক্স বলল, বিশ্বাস করি না। এই বলে রয়ের ব্যান্ডেজ টান মেরে খুলে ফেললো।

রয় আর্তনাদ করে উঠল। রয়ের বিধ্বস্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ম্যাক্স বুঝল রয়ের কথা সত্যি সে ফ্র্যাঙ্ককে ডেকে বলল, এদিকে এসে বদমাইশটার থোবরা দেখে যাও। কে ওর চোখ দুটো একদম খুবলে নিয়েছে।

ম্যাক্স বলল, তোমার এমন হল কিভাবে?

ওই খ্যাপা মেয়েটা এরকম করেছে। ওর নাম ক্যারল আমরা ওকে পাহাড়ের গায়ে পেয়েছিলাম।

মেয়েটা কেমন দেখতে।

ওর মাথায় লাল চুল।

ও বুঝতে পেরেছি। তারপর ফ্র্যাঙ্ককে বলল ফ্র্যাঙ্ক আমাদের কপালটা খুব ভাল। ষাট লাখ ডলারের মালকিন লাল চুলের পাগলীটাও এখানেই আছে।

তখন ফ্র্যাঙ্ক স্টিঙকে বলল–কি দোস্ত, বলতো মেয়েটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।

ও পালিয়ে গেছে। তখন আমি ওকেই খুঁজছিলাম।

ওকে তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে ষাট লাখ ডলার পাবো।

কিন্তু ম্যাক্স রয়ের কি করবে?

হা ওকে ধীরে সুস্থে খতম করতে হবে। লিটল বার্নিরও সেরকম ইচ্ছে ছিল।

ওকে জলে চুবিয়ে দিলেই তো হয়।

না ওকে জলে চুবিয়ে মারতে গেলে আমার সর্দি লেগে যাবে। মনে নেই একবার একটা লোককে জলে চুবিয়ে মারতে গিয়ে আমার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়ে গেল।

এ ব্যাটাদের খতম করে আমরা কয়েকটা দিন এখানে থাকবো বুঝলে ফ্যাঙ্ক। জায়গাটা আমার বেশ ভাল লেগেছে।

তাই ভাবছি ওকে নিয়ে একটু অগ্ন্যুৎসব করব।

তাই ভাল তাহলে ওকে মেরে লাসটা গুম করার জন্য আর আমাদের কবরও খুঁড়তে হবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে রয় রেলিং টপকে পাগলের মতো ছুটতে লাগল।

ও ভাবছে ও পালাবে? এই বলে ফ্র্যাঙ্ক মুচকি হাসলো। তারপর রয়কে লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুড়ল। গুলিটা রয়ের পায়ে লাগল ও ছিটকে পড়ে গেল।

এরপর ম্যাক্স প্যাকার্ড গাড়ি থেকে একটা পেট্রোলের টিন বার করে এনে রয়ের গায়ে উজার করে পেট্রল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল।রয় পুড়তে থাকলে তার দিকে তাকিয়ে বলল লিটল বার্নি বলেছিল তুমি নরকে গিয়ে পচো। এই তার ইচ্ছা।

.

আচমকা এক তীব্র আওয়াজে ক্যারল যেন স্বপ্নের পৃথিবী থেকে বাস্তবে ফিরে এলো। প্রথমে তার মনে হল সে যেন স্বপ্নে পাইন বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার অনেক স্বপ্নের কথা মনে পড়ছিল, অসংখ্য মানুষের মুখ কিন্তু কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়। সবই আবছা।

ক্যারল ভেবে পাচ্ছিল না কেন ও পাইনের জঙ্গলে বেড়াতে এসেছিল। তার মনে হল হয়তো স্টিও তার জন্য চিন্তিত হয়ে তাকে খুঁজছে। এরপরেই সে দেখলো যে সে

অর্ধনগ্ন। সে তার জামাটা খুঁজতে চেষ্টা করল। স্টিঙের কথা মনে উঠতেই তার মনে একটা কোমল অনুভূতির জন্ম নিল।

ক্যারল একটু এগোতেই সুলিভ্যানদের দেখতে পেল। চাঁদের আলোয় তাদের তীক্ষ্ণ দেহরেখাগুলো দেখে সে চমকে উঠল। সে তার নগ্ন বুক আড়াল করে তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করতে লাগল। ওরা যদি স্টিঙের কোন ক্ষতি করে থাকে সেই ভয়ে ও বিচলিত হয়ে উঠল।

একছুটে ক্যারল ঘরে ঢুকে গেল। দেখলোরয়ের অর্ধদগ্ধ দেহাবশেষ পড়ে রয়েছে। কিন্তু ক্যারল স্টিঙের চিন্তায়-মগ্ন। অবশেষে দেখল মেঝের উপর স্টিঙ হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। স্টিঙ ক্যারলের অপূর্ব দেহ সৌন্দর্য দেখল আর ওর মনে অনুভূতি হল যে ও ক্যারলকে ভালবাসে। আর কোনও মেয়েকে ওর পক্ষে ভালবাসা সম্ভব নয়। সে বলল, ক্যারল সোনা শীগগির আমার বাঁধন খুলে দাও। ক্যারল তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার বাঁধন খুলে দিল।

এরপর ক্যারল ঘরে গিয়ে স্টিঙের একটা জামা পড়ে নিল। তারপর স্টিঙকে জড়িয়ে ধরে বলল স্টিঙ আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

আমিও তোমায় প্রথম থেকেই ভালবেসেছি। কিন্তু? এখন আর আমাদের দেরী করা চলবে না। আমাদের পালাতে হবে।ওদের গাড়িটায় আমাদের উঠতে হবে। অন্ধকার দিয়ে দৌড়ে চলল।

ওরা সিঁড়ি টপকে এক ছুটে সামনের উঠোনটুকু পেরিয়ে ঢাউস প্যাকার্ড গাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল।

ঠিক তখনই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সুলিভ্যানরা ওদের দেখতে পেল। স্টিঙ বলল, ক্যারল তুমি গিয়ে আগে গাড়ির ইঞ্জিনটা চালু করো। আমি ওদের ঠেকাচ্ছি।

এর মধ্যে ক্যারল গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে দিয়েছে। স্টিঙ দৌড়ে–গাড়িতে উঠতে গেল। কিন্তু ম্যাক্স গুলি করল। স্টিঙ গাড়ির দরজার সামনে টলতে টলতে গিয়ে বলল, ক্যারল আমার গায়ে গুলি লেগেছে। ক্যারল কোনও মতে স্টিঙের শরীরটা গাড়িতে তুলে গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

ম্যাক্স আবার রিভলবার ছুঁড়তে গেলে ফ্র্যাঙ্ক তাকে থামিয়ে বলল, গুলি ছুঁড়ো না। যদি মেয়েটার গায়ে লাগে ওর দাম ষাট লাখ ডলার।

কিন্তু পালিয়ে যাচ্ছে যে।

ফ্র্যাঙ্ক বলল তাতে কি আছে আমরা আবার ওকে খুঁজে বের করব। মেয়েটা আর মেয়েটার টাকার জন্য সেটুকু ঝামেলা মানতেই হবে।

৩. পাহাড়তলী অঞ্চলে টিলার গায়ে

০৩.

নর্থ ব্রিজের উত্তর দিকে পাহাড়তলী অঞ্চলে টিলার গায়ে বড়লোকদের ভূসম্পত্তি ছড়ানো পাহাড়ী পথ ধরে এই অঞ্চলের একটা সুরম্য অট্টালিকার দিকে নিজের ক্যাডিলাকখানা নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ফিল ম্যাগার্থ।

ভিডা, নর্থ ব্রিজে খারাপ মেয়ে হিসাবেই পরিচিত। সে ফুর্তি নিয়েই জীবন কাটায়। সে বড়লোক। সে পাঁচ হাজার একরের এক কমলালেবুর বাগান অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে এই অর্থ উপার্জন করে।

সুসজ্জিত সদর দরজার সামনে গাড়ি থামিয়ে ম্যাগার্থ তার ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়িতে রাত তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। তারপর সে ফুল ভরা উঠোন পেরিয়ে ভিডার ঘরের জানালায় উঁকি মেরে বলল, জেগে আছো না কি?

বিছানা থেকে কোনোরকম সাড়া না পেয়ে ভেতরের অন্ধকারের দিকে তাকাল ম্যাগার্থ। কিন্তু ভিডার বিরাট বিছানা ছাড়া আর কিছু নজরে এলো না। তখন সে বিছানার সামনে গিয়ে লেপের ভেতর নিজের একখানা হাত ঢুকিয়ে দিল। ভিডা সঙ্গে সঙ্গে চাপা আর্তনাদ করে জেগে উঠল। তারপর আলো জ্বেলে দিল।

ভিডা বলল, তুমি এরকমভাবে আমাকে না জাগিয়ে আর একটু ভদ্রভাবে আমাকে জাগাতে পারতে ফিল।

ভিডা বলল আমি ভাবি তোমার মধ্যে আমি কি দেখলাম। এই বলে নিজেকে আয়নায় দেখে বললো যাই বল আমি কিন্তু সুন্দরী।

ম্যাগার্থ একটু মুচকি হেসে বলল, তুমি তো বলল যে আমাকে দেখে সবসময়েই খুশি হও। তারপর কাবার্ড থেকে এক বোতল মাল বের করে সে বলল এ তো দেখছি তলানী পড়ে আছে। খুকুমণি আর একটু বেশি করে রাখলেই পারো।

ভিডা বললো রাখবো। তারপর ম্যাগার্থের দিকে তাকিয়ে সেখুশি হল।ম্যাগার্থ সত্যিই সুপুরষ।

এরপর ম্যাগার্থ পানীয় শেষ করে বিছানায় ভিডার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, আমি একটা বড়সড় দাঁও মারার তালে আছি। ঠিক মতো গুছিয়ে কাজটা করতে পারলে আমার কপাল খুলে যাবে আর তাহলে তোমাকে বিয়েও করতে পারবো। অতএব যা বলছি তা মন দিয়ে শোনো।

আমি ব্লানডিশ বাড়ির মেয়েকে খুঁজছি।

তুমি– কি বলছো?

না না। তোমার চিন্তার কিছু নেই। এটা একটা ব্যবসায়িক ব্যাপার। কালকের সকাল থেকে ছদিন বাদে মেয়েটা ওর সম্পত্তি পেয়ে যাবে। মেয়েটাকে খুঁজে বের করে যদি ওর সম্পত্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করি তাহলে ও নিশ্চয়ই আমার ওপর কৃতজ্ঞ থাকবে।

মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এসে জানতে চাইবো যে ষাট লাখ ডলার দিয়ে ও কি করবে, আমি ওর টাকা দিয়ে ওকে বাড়ি কিনে দেবো, গাড়ি কিনে দেবো, তারপর একজন ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো, ব্যাপারটা কি রকম হবে বল দেখি।

ভিভা ক্লান্তভাবে বললো, তোমার অনেক অর্থহীন পরিকল্পনার মধ্যে এটাও একটা। মেয়েটা যে সাংঘাতিক, ওর যে মাথা খারাপ, সেটা কি মনে আছে?

ওসব কথায় আমি দমছিনা। মেয়েটাকে আমি দিব্যি সামলাতে পারবো, মেয়েটার নার্সের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ও বলেছে মেয়েটার মনে দুটো ভাগ। মাঝেমাঝেই ওকে রোগটা আক্রমণ করে। তবে বাকি সময় ও বেশ মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে হয়েই থাকে। আর একটা মিষ্টি স্বভাবের মেয়ের উপর নজর রাখার জন্য আমাকে খুব ভালই মানিয়ে যায়।

তুমি একটা ইঁদুর। এই বলে ভিডা কম্বলের তলা থেকে ম্যাগার্থের দিকে লাথি ছুঁড়ল।

ম্যাগার্থ বলল বাধা দিও না। শোনো মেয়েটার অছিদের মধ্যে সাইমন হার্টম্যান বলে একটা বুড়ো,স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে হাজির হয়েছিল।নার্সটা বলল, ক্যারল পালিয়ে গেছে বলে লোকটা রাগে আধপাগল হয়ে গেছিল। ও বুঝতে পেরেছিল যে ওর অছিগিরি আর টিকবে না, ষাট লাখ ডলার ওর হাত দিয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় হার্টম্যান যাতে ষাট লাখ ডলার আত্মসাৎ করতে পারে তাই মেয়েটাকে পাগলাগারদে আটকে রাখা হয়েছে। আসলে মেয়েটা সেরকম ভয়ঙ্কর নয়।

ভিডা বলল, বাজে কথা বলল না। জন ব্লানডিশই এরকম ব্যবস্থা করে গিয়েছিল।

ওর সম্বন্ধে ব্লানডিশের কোন আগ্রহই ছিল না। যা করার ওই হার্টম্যানই করেছে। একটা লোক ওর কুকুরকে পেটাচ্ছিল বলে ক্যারল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই ওকে পাগলা গারদে পুরে রাখা হল।

কিন্তু মেয়েটা তো সাংঘাতিক। ও ট্রাক ড্রাইভারের কি দশা করেছিল মনে আছে?

সেটা ও ওর ইজ্জত বাঁচানোর জন্য করেছিল। এক একটা মেয়ের কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তুমি অবশ্য এই ব্যাপারটা বুঝবে না।

আজ রাত্তিরে কালো রঙের একটা বিরাট প্যাকার্ডে আমি দুটো লোককে দেখলাম। ওরা ব্লু মাউন্টেন সামিটের শেয়াল খামারের মালিক স্টিঙ লারসনের খোঁজখবর নিচ্ছিলো।

ভিডা বলল, আমি স্টিঙকে দেখেছি, ও খুব সুন্দর। ও লোক দুটো বোধহয় সুলিভ্যান ব্রাদার্স ম্যাগার্থ বলল, ওরা দুই পেশাদার খুনে।

ভিডা অবাক হয়ে বললো তার মানে।

আমাকে বলতে দেবে কিনা।

ধরো তুমি কাউকে খুন করতে চাও, তবে সুলিভ্যানদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওরা তোমার কাজটা খতম করে দেবে, তোমার কাজ শুধু ওদের টাকা গছিয়ে দেওয়া।

আমি লারসনের ফার্মে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম কেউ নেই। ঘরে ঢুকে আমি এই জিনিষটা পেলাম, একটা রুমাল বিছানায় রেখেও বলল, আমি বাজি রেখে বলতে পারি

এটা ক্যারল ব্লানডিশের সম্পত্তি। দ্যাখো এক কোণে ওর নামও লেখা আছে। আরো একটা জিনিষ ওখানে পেলাম ডাক্তার-ট্রেভার্সের শশাফেয়ারের কোট, সেটা ক্যারল পাগলাগারদ থেকে পালাবার সময় নিয়ে গিয়েছিল।

মনে হয় লারসন আর মেয়েটা একসঙ্গে ছিল। সুলিভ্যান ব্রাদার্সরা ওদের ঘরছাড়া করেছে।

যাক গে এখন ভোর হবার আগে অবধি আমি বিশ্রাম নিতে চাই। আর বিশ্রাম মানে একেবারে বিশ্রাম বুঝেছো।

.

ক্যারল প্যাকার্ডের স্টিয়ারিং চেপে বসেছিল। ওর হৃৎপিণ্ড জুড়ে যেন বরফের হিম কাঠিন্য, ড্যাশবোর্ডের আলোয় স্টিঙের ফ্যাকাশে মুখ ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। স্টিও চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। ভাবল সুলিভ্যানদের আওতা থেকে বেরিয়ে আসবার পরেই ও গাড়িটা থামাবে।

সঙ্কীর্ণ রাস্তায় গাড়ি চালানো অসম্ভব। তাও সে তীব্র গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। এর পরে ও হাইওয়েতে উঠল একটা পরিত্যক্ত কাঠগোলা চোখে পড়ল, ও সেখানে গাড়িটা থামাল।

এরপর ও স্টিঙের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ও ভাবল যে স্টিঙের যদি মৃত্যু হয় কি হবে। স্টিঙের মাথাটা কোলে নিয়ে মনে হল ভীষণ ভারি আর প্রাণহীন।ও চীৎকার করে উঠতে

গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। এরপর বহু কষ্টে ও স্টিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে পাইন পাতার ওপরে শুইয়ে দিল।

এরপর কোট খুলে ওস্টিঙের বুকে হাত রাখলো,বুঝলল যে অতিক্ষীণ ভাবেহৃৎপিণ্ড চলছে। স্টিঙ যে এখনও বেঁচে আছে এই ভেবেও কিছুটা নিশ্চিত হল।

কিছুক্ষণ পরে স্টিঙ ক্ষীণভাবে চোখ তুলে তাকালে ক্যারল বলল, স্টিঙ তোমারকি খুব কষ্ট হচ্ছে? দেখি যদি রক্তপড়া বন্ধ করতে পারি।

স্টিঙ যন্ত্রণায় মুখটা কুকড়ে বলল যে বুকের মধ্যে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

ক্যারল বলল, স্টিঙ তুমি মরতে পার না। আমি তা সহ্য করতে পারবো না।

ক্যারল কেঁদে বলল কিভাবে তোমার যন্ত্রণা কমবে। আমি সাহায্যের জন্য কার কাছে যাবো। তোমায় কোথায় নিয়ে যাবো।

স্টিঙ বিড়বিড় করে বলল, ডাক্তার ফ্লেমিং। সোজা পয়েন্ট ব্রিজে নেমে বাঁ দিকের দুনম্বর বাঁকে। রাস্তার পাশে ছোট বাড়ি। মাইল কুড়ি দূরে, এছাড়া আর কেউ নেই। কোনরকমে এই কথাগুলো বলেই স্টিঙ আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

ক্যারল ভাবলো কুড়ি মাইল দূরেই ডাক্তার ডাকতে যাবো। এছাড়া যখন আর কোন উপায় নেই, সে ভাবল স্টিঙকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তারপর স্টিঙের এখন নড়াচড়া করলে

ক্ষতি হবে এই ভেবে তাকে সেখানে রেখে সে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে ফ্লেমিংকে আনতে রওনা হল।

পয়েন্ট ব্রিজ অবধি কিভাবে গিয়েছিল তা ক্যারলের মনে নেই। পয়েন্ট ব্রিজে পৌঁছতেই বাইরের কোন ঘড়িতে রাত আড়াইটের ঘণ্টা বাজলো। সে খুব সহজেই ডাক্তারের বাড়ি খুঁজে পেল। সে দরজায় আঘাত করতে মাঝবয়সী এক মহিলা এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো। বিবর্ণ ড্রেসিং গাউন পরা, চুলগুলো অগোছালো।

মহিলা বলল, অত শব্দ করছিলে কেন।

ক্যারল বলল, একজন খুব অসুস্থ। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

এখানে কিছু লাভ হবে না। ডাক্তারবাবু অসুস্থ তিনি যেতে পারবেন না।

কিন্তু ডাক্তারবাবু না গেলে তো বাঁচানো যাবে না।

না বাঁচবে তো আমি কি করবো?

তুমি অন্য কোথাও যাও। এই বলতে বলতেই মহিলা ক্যারলের বাঁহাতের মনিবন্ধের কাটা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখে গলার সুর নরম করে বলল, তুমি ভেতরে এসো দেখি যদি তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য ডাক্তার বাবুকে রাজি করাতে পারি।

ক্যারল মহিলার হঠাৎ পরিবর্তনে ভয় পেলেও শুধু স্টিঙকে বাঁচাতে হবে এই ভেবে ভিতরে ঢুকলো।

তুমি বস, আমি ডাক্তারবাবুকে বলছি। দেরী হবে না।

মহিলা বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ও বুঝতে পারলো যে ও ফাঁদে পা দিয়েছে।

ক্যারল শুনতে পেল মহিলা বলছে, আরে গ্লেনভিউর সেই পাগলীটা নিচের তলায়। সেই যাকে সবাই খুঁজছে।

কি বলছো তুমি পুরুষকণ্ঠের উত্তর এলো। কিন্তু মেয়েটা যে সাংঘাতিক, কি করে ওর কাছে যাবো।

যাও বলছি। তুমি নিজেই জানো, তুমি ফোন করতে পারবে না। মেয়েটাকে ধরতে পারলেই পাঁচ হাজার ডলার পুরষ্কার।

ক্যারল দুচোখ বন্ধ করে ফেললো। ও ভাবলো বোধহয়–স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু ও শুনতে পেল টেলিফোনের ঘন্টি আর একজোড়া এলোমেলো পায়ের শব্দ কেউ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছে। ক্যারল মনে মনে ভাবল এ বাড়ি থেকে পালাতেই হবে।

এর মধ্যেই সামনের দরজাটা খুলে গেল। একটা লোক ঢুকল। লোকটার মাথায় টাক। বাঁকানো নাক।

নাকি সুরে লোকটা বলল, শুনলাম তুমি নাকি মুশকিলে পড়েছ। বলো আমাকে কি করতে হবে।

ক্যারল বললো, আমি ভুল করে ফেলেছি। আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই।

বুড়ো বলল, অত তাড়াহুড়ো করো না। বুড়ো হলেও আমি ভাল ডাক্তার তুমি বরং এখানেই থেকে যাও আমরাও তাই চাই। একটু কফি খাও।

এর মধ্যেই মহিলা ঘরে ঢুকলো। স্বামীকে বলল, তুমি কিন্তু ওর সঙ্গে যাবে।

কিন্তু মেয়েটা মত পালটে ফেলেছে।

ক্যারল বলল–আমি এখন যাবো।

মহিলা বলল, যাও তুমি পোষাক পরে নাও। আমি এর মধ্যে ওর জন্য এক কাপ কফি করে আনি।

ক্যারল বললনা, না আমি এখান থেকে যেতে চাই।

মহিলা কঠিন দৃষ্টিতে বলল, আমরা জানি তুমি কে। কাজেই তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না।

ক্যারল দরজার দিকে দৌড়ে গেল কিন্তু সেখানে চাবি লাগানো। হঠাৎ একটা ছোট দরজা ভেজানো দেখলো ক্যারল। হাতলে টান দিতেই দরজাটা খুলে গেল। মহিলা ওকে ছুটে এসে ধাক্কা মারতেই ক্যারলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল।

.

শেরিফ ক্যাম্প নিজের অফিসে ছোট্ট খাঁটিয়াতে বসে নাক ডাকছিল। কিন্তু সহকারী স্টামের ঝাঁকুনিতে সে উঠে বসল।

কি ব্যাপার?

ওরা ওকে খুঁজে পেয়েছে।

তার মানে মেয়েটাকে কেউ খুঁজে পেয়েছে। কে পেলো?

ডাক্তার ফ্লেমিং। উনি ফোন করে ওর বাড়িতে যেতে বললেন তাড়াতাড়ি।

হার্টম্যান সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে স্টামকে বলল, পত্রিকার লোকদের ডেকে পাঠাও। তারপর তাদের নিয়ে তুমিও এসো। আমি আগে যাচ্ছি।

সাইমন হার্টম্যান ঘুমোতে পারছিলেন না। হোটেলের বিলাসবহুল ঘরে বসে বসে মদ খাচ্ছিলেন। ছোট খাটো শক্ত ধাঁচের চেহারা ওঁর। ওঁর রাতের ঘুম উড়ে গেছিল। নিউ ইয়র্কের একদা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সলিসিটার ফার্ম সাইমন হার্টম্যান অ্যান্ড রিচার্ডসের প্রধান অংশীদার ছিলেন এই হার্টম্যান। কিন্তু রিচার্ডস অবসর নেবার পর থেকেই ব্যবসায় ভাঙ্গন শুরু হয়। ঠিক তখনই ব্লানডিশ মারা যায়। গঠিত হয় ব্লানডিশ অছি পরিষদ। রিচার্ড আগ্রহ হারিয়ে ফেললো। অছিহিসেবে তখন সব দায় হার্টম্যানের হাতেই পড়লো।

এই জন্যই ক্যারল পালিয়ে যাওয়াতে সে প্রায় পাগল হতে বসেছিল। কারণ ক্যারল যদি ফিরে এসে সম্পত্তি দাবী করে। অবশ্য এর মধ্যেই তিনি অনেকটা সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছেন।

হার্টম্যান ভাবল আর মাত্র ছদিনের মধ্যে যদি মেয়েটাকে না পাওয়া যায় তাহলে তার কপাল ভাঙ্গবে।

এর মধ্যেই ফোন বেজে উঠলো। অপর প্রান্ত থেকে স্টাম বলল ডাক্তার ফ্লেমিং মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছেন।

তিনি কোন জায়গায় থাকেন?

স্টাম তাকে বুঝিয়ে বলল। হার্টম্যান ওভার কোটটা পরে উঠে দাঁড়ালেন ফ্লেমিং-এর বাড়ি যাওয়ার জন্য।

.

পয়েন্ট ব্রিজ রেল ইয়ার্ডের একটা কাফের কাছে একটা খালি ট্রাক এসে থামলো।

ড্রাইভার বললো আপনাদের এখানেনামলে চলবে। সুলিভ্যানরা বলল খুব চলবে। বলে নেমে গেলো। ফ্র্যাঙ্ক বলল, আমাদের কপাল ভালই বলতে হবে। দিব্যি ট্রাকটায় চেপে আসতে পারলাম।

বেশি বকো না। এই বলে ম্যাক্স সামনের কাফেটায় ঢুকে গেল।

কাউন্টারের সামনে বসে ওরা কফির অর্ডার দিল।

পরিচারিকা কফি আনতে ফ্র্যাঙ্ক মনে মনে ভাবল মেয়েটার শরীরটা চমৎকার। সে ভাবল ম্যাক্সের সঙ্গে আলোচনা করবে কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই রাখল কারণ ম্যাক্সের তার মতো মেয়েছেলেতে আগ্রহ নেই।

মেয়েটা সুলিভ্যানদের দেখেই বিচলিত হল।

ম্যাক্স বলল, জানিনা লোকটা মরেছে কিনা যদিও আমি দুদুবার গুলি চালিয়েছি। ওর মরা একান্ত দরকার কারণ ও আমাদের কাজের সাক্ষী।

তারপর হাই তুলে বলল, সে যাই হোক এখন তো আমাদের একটু ঘুমানো দরকার কিন্তু কোথায় ঘুমাবো।

মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো ও মনে হয় বলতে পারবে, ফ্র্যাঙ্ক বলল।

ম্যাক্স মেয়েটাকে বলল, এদিকে কোথাও শোবার জায়গা পাওয়া যাবে?

মেয়েটা বলল, রাস্তার মোড়ে কয়েদখানার পাশেই একটা হোটেল আছে।

আচ্ছা এখানে হাসপাতালটা কোথায়। হাসপাতাল তো এখানে নেই। সবচাইতে কাছের হসপিটাল এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে ওয়ালটনভিলে।

ম্যাক্স বলল, চল ফ্র্যাঙ্ক। একটু ঘুমাতেই হবে।

কিন্তু রাস্তার মোড়ে এসে থমকে গেল ওরা। ওখানে কি হচ্ছে!

শেরিফ ক্যাম্পকে তাড়াতাড়ি কয়েদখানার সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে দেখে ওরা খানিকটা পিছিয়ে গেল। দেখল গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে শেরিফ ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেল।

মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে।

ঘুম চুলোয় যাক আগে দেখতে হবে কি ব্যাপার।

.

বিছানার পাশে টেলিফোন বাজতে শুরু করল।ভিডাবলল, বাজুক ধরবোনা। মনে হয় আমার কোনো প্রেমিকের টেলিফোন।

বাজে কথা থামাও, টেলিফোনটা আমারও হতে পারে।বলে ম্যাগার্থ ফোন ধরতে হাত বাড়াল।

কিন্তু তুমি যে এখানে আছে কেউ জানে না।

আমার পত্রিকায় সম্পাদক মশাই সব জানেন।

ম্যাগার্থ বলল, হ্যালো

ম্যাগার্থ নাকি হে?

ম্যাগার্থ সম্পাদকের গলা চিনতে পারলো। সম্পাদক বলল-ওই মেয়েছেলেটাকে নিয়ে শুয়ে আছ নাকি?

আর কি নিয়ে শোবো। ঘোড়া?

শোন বিছানা ছেড়ে ওঠো। ওরা সেই ব্লানডিশ কন্যাকে পেয়ে গেছে। তুমি ক্যামেরা নিয়ে ওখানে চলে যাও তুমি না যাওয়া অবধি শেরিফ কিছু করবে না। ওর ইচ্ছে মেয়েটাকে গ্রেপ্তার করার সময় ওর একটা ফটো তোলা হোক।

এক্ষুণি যাচ্ছি। ওঃ ভগবান শেষ অবধি ওরা মেয়েটাকে পেয়ে গেলো। মেয়েটাকে ওরা পাগলা গারদে পুরলে আমার বাড়া ভাতে ছাই পড়বে। নাঃ ওকে আমার বাঁচাতেই হবে।

ডাক্তার ফ্লেমিং-এর বাড়ির সদর দরজা আর খিড়কির দরজার মাঝের সঙ্কীর্ণ বারান্দাটুকু লোকে লোকারণ্য। ফিল ম্যাগার্থ ক্যামেরা নিয়ে পেছনের দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ক্যাম্প বলল, ম্যাগার্থ আমি মেয়েটাকে বের করে আনলেই ছবি তুলে ফেলবে।

এখনও বের করেননি, বলা তো যায় না মেয়েটাই হয়ত আপনাকে বার করে আনবে।

ক্যাম্প-চোরাকুঠুরী দরজায় আঘাত করে বললো, আমরা জানি, তুমি ভেতরেই আছো। তুমি ভাল চাও তত বেরিয়ে এসো।

এদিকে ক্যারল অন্ধকার চোরাকুঠুরিতে আরো খানিকটা সেঁটিয়ে গেল। ও ঘরের চারিদিকে হাতরে বুঝেছিল যে এই একটা দরজা ছাড়া বেরোনোর আর কোন পথ নেই। নিজেকে মুক্ত করার জন্য ও মরীয়া হয়ে উঠলো কারণ না হলে স্টিঙকে বাঁচানো যাবে না। তারপর ক্যাম্প সজোরে, ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলে দিতেই ক্যারল একটা শিক দিয়ে ঘরের সুইচ নিভিয়ে দিল। ফিউজ নষ্ট করে দিলো।

ক্যাম্প ঘরের মুখে উঁকি দিয়ে বলল, বেরিয়ে এসো বলছি।

হার্টম্যান বলল যান, ভেতরে গিয়ে মেয়েটাকে ধরে আনুন। তবে দেখবেন ও যেন ব্যথা না পায়। জর্জ স্টীম কেটে পড়ার তালে ছিল। ক্যাম্প তাকে ডাকতে সে বলল, আমি নীচে নামছি না। আমার পাগলকে খুব ভয় লাগে।

তখন ম্যাগার্থ বলল, আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজি। তখন শেরিফ আর ম্যাগার্থ ঘরের মধ্যে ঢুকল গাঢ় অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পেল না।

ক্যারল শেরিফের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল; শেরিফ সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর ম্যাগার্থও লোকজনের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য এক বীভৎস চীৎকার করে উঠলো। জর্জ স্টীমের গায়ে গিয়ে সজোরে পড়লো মাগার্থ। সে আবার সিপাইদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো।

ম্যাগার্থ চীৎকার করে বললো, সাবধান মেয়েটা কিন্তু আমাদের মধ্যেই এসে পড়েছে সমস্ত জায়গাটা যেন কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্তি, অরাজকতা, এবং আতঙ্কের রাজত্ব হয়ে রইলো।

সেটুকুই ক্যারলের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সদর দরজার কাছে হৈ চৈ শুনে খিড়কির দরজা খুলে পেছনের বাগানে বেরিয়ে পড়লো। ম্যাগার্থ ওকে দেখতে পেয়ে দ্রুত অনুসরণ করলো।

ক্যারল বাগানের পথ দিয়ে অন্ধের মতো ছুটছিলো। ছুটতে ছুটতে একসময় একটা গাছের মোটা শিকড়ে পা আটকে পড়ে গেল ও।

এক মুহূর্ত নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ছিল ক্যারল। তারপর উঠে বসতে যেতেই ম্যাগার্থ ওর সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল।

ম্যাগার্থ বলল, ভয় পাবেন না, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি। আমিই আপনাকে পালাতে সাহায্য করেছিলাম।

ক্যারল ম্যাগার্থকে দেখে ভরসা পেল। বলল, আপনি কে?

আমি ফিল ম্যাগার্থ, কাগজের লোক। আপনিও তো ক্যারল ব্লানডিশ তাই না।

জানিনা একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল তারপর কিছু মনে নেই। স্টিঙের দারুণ চোট লেগেছে। ওকে বাঁচাতে হবে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?

স্টিঙ লারসন? ম্যাগার্থ চোখ কুঁচকে বললো।

হ্যাঁ, আপনি ওকে চেনেন।

কিন্তু ওর কি হয়েছিলো? ওই কালো পোষাক পড়া লোক দুটো কি? হ্যাঁ, ওরা ওকে গুলি • করেছে।

ম্যাগার্থ বলল, সত্যিই কি আপনি জানেন না যে আপনি কে?

না, তবে যদি সাহায্য করতে চান আর সময় নষ্ট না করে আমার সঙ্গে আসুন। পাহাড়ের ওপর দিকে একটা কাঠগোলায় আমি ওকে রেখে এসেছি।

আচ্ছা আমি গাড়ি নিয়ে আসছি আপনি জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকুন।

ফিল গাড়ি আনতে গেল। ক্যারল এখন সম্পূর্ণ একা, একটু পরেই তার ভয় করতে লাগল মনে হল ওর সঙ্গে গেলেই ভাল হত। এই মনে করে সে এগোতে লাগল। সহসা তার গতি বন্ধ হয়ে গেল।

বিরাট একটা গাছের গুঁড়ির পেছন থেকে একটা পুরুষালি টুপির ওপরের অংশ দেখা গেল। এর পরেই কালো ওভার কোট আর কালো স্লাউচ টুপি পরা একটা লোক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ক্যারলের পথ আটকে দাঁড়াল।

লোকটা ম্যাক্স, সে বলল, দেখো ঝামেলা কোরোনা। তোমাকে আমার দরকার।ক্যারল অস্ফুট আর্তনাদ করে উল্টো দিকে অন্ধের মতো ছুটতে লাগল। কিন্তু সেখানে ফ্র্যাঙ্ক ছিলো।

ক্যারল দাঁড়িয়ে পড়লো। ওর হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে গেলো।

ক্যারল বলল, আমাকে ছুঁয়োনা। দয়া করে চলে যাও।

ম্যাক্স বললো, তোমাকে আমাদের দরকার। আর লারসন কোথায় তাকেও আমাদের দরকার।

আমি কিছু জানি না।

সবই জানবে। কি করে মেয়েদের মুখ থেকে কথা বার করতে হয় তা আমি ভালই জানি।

ক্যারল চীৎকার করে বলল, ছেড়ে দাও আমাকে। ফ্র্যাঙ্ক এক লাফে এগিয়ে এসে ক্যারলের চুলের গোছা ধরে টেনে নিয়ে বললো। ম্যাক্স ওকে ভাল করে পেটাও। ম্যাক্স সজোরে ক্যারলকে আঘাত করলো।

৪. রোদে ভরা বারান্দায়

০৪.

রোদে ভরা বারান্দায় বেরিয়ে পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ম্যাগার্থ বসলো। সে বললো এখন আমার ব্রান্ডির সঙ্গে কালো কফি মিশিয়ে খাওয়া দরকার।

ভিডা বলল-কফি তুমি পাবে কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে না বলা অবধি তুমি ছুটি পাচ্ছো না।

ওরা ডাক্তার ফ্লেমিংয়ের চোরাকুঠুরীতে মেয়েটাকে আটকে রেখেছিল। আমি এমন কাণ্ড করলাম মেয়েটা যাতে পালিয়ে যেতে পারে। তারপর ওকে জঙ্গলে রেখে গাড়ি আনতে যাই যাতে করে আমরা লারসনের কাছে যেতে পারি কারণ ও আহত অবস্থায় পরে আছে। কিন্তু গাড়ি নিয়ে এসে দেখলাম ক্যারল নেই। তখন আমি একাই লারসনকে খুঁজে তোমার এখানে নিয়ে এলাম।

তুমি ওকে হাসপাতালে নিয়ে না গিয়ে এখানে আনলে কেন?

কারণ ওর সামনে খুব বিপদ। সুলিভ্যানরা ওকে খুঁজছে।

ওরা তো এখানেও খুঁজে পেতে পারে।

না, কারণ তোমার সঙ্গে লারসনের কোন রকম যোগাযোগ নেই।

মেয়েটার কি হলো?

জানিনা, হয়তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। অথবা সুলিভ্যানদের কবলে পড়েছে।

হয়তো তোমার এখানেও পাহারা বসাতে হবে। ক্যাম্পকে কথাটা বলতে হবে।

আচ্ছা মেয়েটা দেখতে কেমন।

খুব সুন্দর, আর ওকে দেখে মনেই হয়না ও পাগল।

এইসব আলেচনার মধ্যেই ডাক্তার কোবার বেরিয়ে এসে বলল গতিক সুবিধার নয়। তিন দিন না কাটলে কিছুই বলা যায় না।

ওকে হাসপাতালে রাখলেই ভাল হত।

না, সেটা সম্ভব নয়, ডাক্তারবাবু লোক দুটো ওকে দেখলে আবার আক্রমণ করতে পারে।

ঠিক আছে। আমি ওকে দিনে দুবার দেখে যাবো আর নার্স ডেভিস রইল ওকে দেখাশুনার জন্য।

এরপর ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়ে গেল ফিল।

.

শেরিফ নিজের অফিসঘরে বসে চুরুট খাচ্ছিল। একটু আগে সাইমন হার্টম্যান এসে ওকে বলল যে মেয়েটাকে ম্যাগার্থ পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

ম্যাগার্থকে ঘরে ঢুকতে দেখেই শেরিফ রেগে বলল, তুমি কিন্তু মেয়েটিকে পালিয়ে যেতে দিয়েছে।

ইচ্ছে করে দিইনি।

হার্টম্যান কিন্তু তোমার উপর খুব রেগে গেছে।

সে তো রাগবেই। কারণ মেয়েটা ওর সম্পত্তি ফিরে পাবে এই ভয়েই লোকটা সিঁটিয়ে আছে। যাই হোক আপনি সুলিভ্যান ব্রাদার্সের নাম শুনেছেন কি?

ওদের কোন অস্তিত্ব নেই, শেরিফ বলল।

ম্যাগার্থ বলল, ওদের অস্তিত্ব আছে। গতকাল রাত্রে ওরা স্টিঙ লারসনের ভাইকে খুন করেছে। স্টিঙও ওদের গুলিতে আহত।

কিন্তু লারসনের কোন ভাই আছে বলে তো জানতাম না।

আপনি যদি সব জানতেন তাহলে তো আপনি প্রেসিডেন্টই হয়ে যেতেন।

লারসনের সঙ্গেই ছিল মেয়েটা। গতরাত্রে আমি লারসনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি। সুলিভ্যানরা তার ওখানে গিয়ে হাজির হয়ে রয়কে খুন করে মেয়েটাকে নিয়ে কেটে

পড়েছিল। কিন্তু তার আগেই লারসন আর মেয়েটা ওদের হাত থেকে বেঁচে নিজেরা ওদের গাড়ি করে পালিয়েছিল সেই সময়ে স্টিঙের গায়ে গুলি লাগে। আর তাকে বাঁচাতেই ক্যারল ডাক্তার ফ্লেমিং এর কাছে যায়। পরের ঘটনা তো আপনার জানা।

পরে মেয়েটার কি হলো?

সম্ভবত ও সুলিভ্যানদের পাল্লায় পড়েছে। ম্যাগার্থ ক্যারলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আকস্মিক ভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার কথা বলল। আমি মিস ভিডার বাড়িতে একটু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে চাইছি। মনে হয় ওরা খোঁজ পাবে না। তবুও আমাদের পক্ষে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

ঠিক আছে ম্যাগার্থ, এটা তুমি আমার ওপরে ছেড়ে দাও। স্টামের সঙ্গে আরও কয়েকজন সহকারীকে আমি মিস ভিডার ওখানে পাঠাবো। তারপর এক বিশাল জাল ছড়িয়ে সুলিভ্যানদের সেই জালে টেনে তুলবো।

.

হাইওয়েতে এক জায়গায় এসে প্যাকার্ড গাড়িটা দাঁড়াল। গাড়ির চালক ম্যাক্স আর তার পাশে বসে আছে ফ্র্যাঙ্ক। গাড়ির পিছনের সীটে ক্যারল পড়েছিল। ওর হাত পা বাঁধা, মুখে প্লাস্টার লাগানো।

দীর্ঘ আট ঘণ্টা ধরে গাড়ি চালিয়ে এখানে থামলো ওরা। ওরা ভাবল এখন প্রথম কাজ মেয়েটাকে কোন নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে স্টিঙকে খুঁজে বের করা। তারপর স্টিঙকে হত্যা করা কারণ সে তাদের পাপের সাক্ষী।

এরপর আরও খানিকটা এগিয়ে ওরা একটা বড় ধ্বংসপ্রায় বাড়ির সামনে গাড়ি থামালো।

সুলিভ্যানরা গাড়ি থেকে নামতেই একটা লোক ভেতরের অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। লোকটি শীর্ণ ও বয়স্ক।

সুলিভ্যানরা যে ভ্রাম্যমান সার্কাস দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেই সার্কাসেই এই টেক্স শেরিল বাঘ সিংহের খেলা দেখাতো।

শেরিল সার্কাস ছেড়ে দিয়ে এখানে বসে অবৈধ চোলাই মদের ব্যবসা করে সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। প্রয়োজন হলে শেরিলের খামার বাড়িটা ব্যবহার করতে পারবে এই ভেবে ম্যাক্স ও ফ্র্যাঙ্ক এই খামার বাড়িটা শেরিলের কাছ থেকে টাকা দিয়ে ভাড়া নেয়।

শেরিলের এই খামার বাড়িটা আদর্শ হবে। ছটা দিন ওকে এখানে লুকিয়ে রাখলেই সমস্ত সম্পত্তি মেয়েটার হাতে এসে যাবে। এখন ক্যারলকে শিখণ্ডি করে সুলিভ্যানরাই সে সম্পত্তির ভোগদখল করতে পারবে।

শেরিল বলল–এখানে কি মনে করে?

ম্যাক্স ক্যারলকে গাড়ি থেকে বার করে বলল, একে আগে কোথাও নামিয়ে রাখতে দাও।

ক্যারলকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ফ্র্যাঙ্ক শেরিলকে নিয়ে বারান্দার উল্টো দিকে চলে গেল।

বললো, মেয়েটা ব্লানডিশ। ও পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছিল। ও নিজেই যাতে নিজের ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য ওকে আমরা আগলে রেখেছি। ওর টাকাগুলো ওকে শিখণ্ডি করে আমরা ভোগ করবো। তবে তার জন্য ওকে ছদিন লুকিয়ে রাখতে হবে। শোনো তুমি আর মিস ললি ওকে দিব্যি সামলাতে পারবে।

মিস ললি আজকাল একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। ও কতটা সহায়তা করবে জানি না।

এবার ক্যারলের সামনে এসে বলল বল লারসন কোথায়? ওকে কোথায় রেখে এসেছে।

বলবো না।

বলতে তোমাকে হবেই।

চলো তোমাকে ওপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু দাওয়াই দি।

এর মধ্যেই একজন মেয়েদের পোশাক পরে এগিয়ে গেলো। সে মেয়েমানুষ হলেও প্রকৃতির খেয়ালে ওর মুখেরনীচে ঘন লম্বা রেশমীদাড়ির আড়ালে ওর মুখেরনীচদিকটা ঢাকা পড়ে আছে।

ওকে দেখে ক্যারল চেঁচিয়ে উঠল।

ফ্র্যাঙ্ক হেসে বলল, তোমার মুখটা ওর বোধহয় পছন্দ হয়নি মিস ললি।

এরপর ওরা দুজন টেনে হিঁচড়ে ক্যারলকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুলতে লাগল। এই দেখে মিস ললির চোখে জল এসে গেল। সে ভাবল মেয়েটা সত্যি কি সুন্দর।

সে শেরিলকে বলল, মেয়েটা কে?

সেই ব্লানডিশ বাড়ির মেয়ে। যার কথা তুমি সকালে বলেছিলে।

তার মানে সেই পাগলী যাকে সবাই মিলে খুঁজছে। তা ওই ছেলেদুটো মেয়েটাকে নিয়ে কি করছে।

এর মধ্যেই এক ভয়াবহ আর্তনাদে বাড়িটা চমকে উঠল। মিস ললির রক্ত যেন জমে উঠলো। সে এগিয়ে দেখতে গেল।

শেরিল তার হাত ধরে বলল, যেয়ো না। ওদের কাজে বাধা দেবার কি ফল হতে পারে তুমি জান না।

কিন্তু তাই বলে ওরা ওকে মারবে?

তুমি বাগানে চলে যাও তাহলে আর কিছু শুনতে পাবে না। আর তোমার মনে কষ্টও হবে না।

একটু পরেই ওরা দেখলো সুলিভ্যানরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে।

শেরিল বলল-এখনি যাচ্ছো নাকি?

–হ্যাঁ।

শেরিল বলল, মেয়েটা কি মুখ খুলেছে।

না খুলে কোথায় যাবে। তাতেই তো জানতে পারলাম স্টিঙ কোথায় আছে।

একটু পরেই একটা গাঢ় নীল রঙের ঢাউস বুইক করে ম্যাক্স আর ফ্র্যাঙ্ক বেরিয়ে গেল।

ওঁরা যাওয়ার আগে শেরিল বললো, তোমরা কবে আসবে?

দুতিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসবো।

শেরিল মেয়েটার দিকে নজর রেখো। ফিরে এসে যদি মেয়েটাকে না দেখি তাহলে তুমি আর এখানে থাকবে না।

ওরা চলে গেলে মিস ললি ওপরে ক্যারলের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

শেরিল বলল, কোথায় যাচ্ছো?

মিস ললি বলল, এখন ওর একটু যত্ন দরকার মেয়ে মানুষের যত্ন।

তোমাকে দেখেই ও ভয় পাবে।

তবু আমি যাবো।

বেশ যাও তবে। বোকার মতো কিছু করো না।

ঘরের চাবি খুলে মিস ললি দেখলো ক্যারল বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে।

ললি তার সামনে দাঁড়ালে ক্যারল শিউরে উঠল। সে বলল, দয়া করে চলে যান।

মিস ললি বললো, আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাই নি।

ক্যারল বলল, আমি আপনাকে দেখে ভয় পাইনি। আমি একটু একা থাকতে চাই। আপনি কে? কি চান?

কিছু না, আমি তোমাকে মেয়ে হিসেবে সাহায্য করতে পারি। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারি।

ক্যারল বিছানায় লুটিয়ে পড়ে বলল, আমি ওদের বলে দিয়েছি যে স্টিঙ কোথায় আছে।

মিস ললি বলল, অত উত্তেজিত হয়ো না। আমি ওদের বলতে শুনেছি, ওরা তাকে সেখানে পাবে বলে মনে হয় না। দাঁড়াও তোমার জন্য চা নিয়ে আসছি।

ক্যারল বললো, আপনি আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করুন।

তা হয় না। আমি তোমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি না। ওর চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

আপনি নিশ্চয়ই আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন। আমি যাকে ভালবাসি তার যখন সাহায্যের দরকার তার কি অর্থ হতে পারে। আপনি বলেছেন আপনার একজন প্রেমিক ছিল।

আহা বেচারী। তুমি ওকে খুব ভালবাসো বুঝি। আমি তোমার জন্য চা নিয়ে আসি, এছাড়া বড় রাস্তায় যেতে অনেকটা হাঁটতে হবে। হলঘরের তাকে টাকা থাকবে। এই বলে নীচে নেমে গেল।

কিছুক্ষণ ক্যারল দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলো। চাবি লাগাবার শব্দ শুনলো না। তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় লাগাল।

সে নিশ্বাস বন্ধ করে দুরুদুরু বুকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

.

ব্লু মাউন্টেন সামিটের পরিত্যক্ত কাঠগোলায় একটা ভাড়া কুঁড়েঘরে এক বুড়ো বাস করতো। সে খুড়ো হামফ্রে নামেই পরিচিত। লোকটা অতি দরিদ্র ও নোংরা।

সে ঘুমিয়ে ছিল। ম্যাগার্থ এসে তাকে তুললো। সে বুড়ো হামফ্রের পরিচিত লোক। সে দেখলো ম্যাগার্থ লারসনের অচেতন দেহটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন সন্ধেবেলায় সে যখন রুটি তৈরীকরছিল তখন হঠাৎ তার কুঁড়েঘরের দরজা ঠেলে সুলিভ্যানদের প্রবেশ করতে দেখল। কারণ তারা ভেবেছিলো স্টিঙকে এখানে না পাওয়া গেলেও বুড়ো হামফ্রে হয়তো আভাস দিতে পারবে যে সে কোথায় আছে। কে তাকে উদ্ধার করল।

সুলিভ্যানদের দেখে বুড়ো হামফ্রের মুখখানা শুকিয়ে গেল। তার রাতের খাবার চাটুর মধ্যেই পুড়ে গেল।

ম্যাক্স বুড়ো হামফ্রেরকাছে গিয়ে বসল। তারপর একটু মুচকি হেসে বলল, আমরা একটা অসুস্থ লোককে খুঁজছি লোকটার কি হল বলতে পারো?

বুড়োর হৃদপিণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে ইনিয়ে বিনিয়ে বলল, কই না, আমি তো তেমন কোন লোকের কথা জানি না?

ফ্রাঙ্ক বললবাপধন তুমি সবই জানো। বলল, না বলে কেন মিছিমিছি নিজের বিপদ ডেকে আনবে।

তখন বুড়ো বলল, খবরের কাগজের লোক ম্যাগার্থ এসে ওকে নিয়ে গেছে। এই লোকটা আগেও আমাকে একবার মুশকিলে ফেলেছিলো। কেন এই বুড়োটাকে কি একটু শান্তিতে থাকতে দেওয়া যায় না।

আর কেউ কখনো তোমাকে মুশকিলে ফেলবে না এই বলে ফ্রাঙ্ক বুড়োকে গুলি করে মেরে ফেললো।

.

সিঁড়ির পথে মাঝ রাস্তায় ঝোলানো ঘড়িটা বেজে উঠতেই ক্যারল থমকে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্য মনে হল ওর আত্মাটা যেন দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। তারপর ধাতস্থ হলে একটু পরেই সে সিঁড়ি বেয়ে হলঘরে নেমে এল সেখানে একটা ওক কাঠের তাকের ওপরে একটা দশ ডলারের নোংরা নোট রাখা দেখল। নোটটা তুলে নিয়ে ক্যারল দরজাটা ধরে টান দিল। দেখল মিস ললি চায়ের ট্রে হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুজনের মধ্যে সহানুভূতি আর আতঙ্কের এক বিচিত্র সেতু।

কিন্তু এর পর বাগানে গিয়ে বড় রাস্তার দিকে যেতে গিয়ে ক্যারল বাধা পেল। শেরিল ওর পথ আটকে দাঁড়াল।

নিজের ঘরে ফিরে যাও।

ক্যারল বলল, আমি যাবোই।

কিন্তু শেরিল ক্যারলের ঘাড়ে ঘুসি দিয়ে ওকে প্রায় অচেতন করে ফেলল।

কিন্তু মিস ললি একটা বন্দুক হাতে করে দাঁড়াল। শেরিলকে বলল, ওকে ছেড়ে দাও নয়তো আমি গুলি চালাতে বাধ্য হব।

শেরিল ওকে ছেড়ে দিল বলল, তোকে বিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি। এর ফল দুজনকেই ভুগতে হবে।

এদিকে ক্যারল সংকীর্ণ পথ ধরে অবিশ্রান্ত ছুটে চলল। এখান থেকে পয়েন্ট ব্রিজের দূরত্ব কতটা হবে সে বিষয়ে তার কোন ধারনা নেই। তবু তার মনে হল জায়গাটা বেশ দূরেই হবে। সুলিভ্যানরা তার চেয়ে কয়েক মিনিট আগে বেরিয়েছে। কিন্তু ক্যারলের বিশ্বাস ম্যাগার্থ স্টিকে নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিরাপদ কোন জায়গায় সরিয়ে দিয়েছে। সুলিভ্যানরা স্টিঙকে খুঁজে পাবার আগেই ও যেন পয়েন্ট ব্রিজে গিয়ে পৌঁছতে পারে এটাই ক্যারলের একমাত্র কামনা।

শেরিল দুহাতে মাথা টিপে বসেছিল। সে খানিকক্ষণ এভাবে থেকে মনে মনে ম্যাক্সের কথা ভাবছিল। ম্যাক্স বলে গেছে যে, যদি মেয়েটাকে এসে এখানে দেখতে না পাই তাহলে নিজের ভাল চাও তো তুমিও এখানে থেকো না।

প্রাতঃরাশের চেয়ারে আতঙ্কিত মুখে মিস ললি বসেছিল। একটু পরেই শেরিল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শেরিলের গায়ে বাইরে বেরুনোর পোশাক। সে বলল ললি তুমিও বরং জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।

একটু পরেই যখন গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে শেরিল ললিকে গাড়িতে উঠতে বলল তখন ললি বলল, আমি কোথাও যাব না। এটা আমার বাড়ি।

জানি তোমার বাড়ি। কিন্তু ছেলেদুটোকে তো চেন।

তুমি যাও, হয়তো দুএকদিনের বেশী থাকা যাবে না। কিন্তু আমি এখানেই থাকবো। এখানে থেকে আমার বড় সুখ।

তাহলে আমি চললাম, ওরা বলেছিল দু-তিনদিনের মধ্যেই ওরা আবার ফিরে আসবে।

.

এদিকে পয়েন্ট ব্রিজের পঁচিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে ভাগ্য বিরূপ হয়ে উঠলো ক্যারলের। রাত নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গাড়িগুলোই যেন ক্যারলকে লাজুকভাবে এড়িয়ে যেতে লাগল। কেউ তাকে তুলতে রাজী হল না।

এতক্ষণে ক্যারল ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে ওকে কয়েকজন তুলে কিছুটা কিছুটা পৌঁছে। দিয়েছিল।

বড় রাস্তার ধারে একটা দোকানে কফি খেতে ঢুকে শুনলো চারঘন্টা আগে সুলিভ্যানরা এখানে এসেছিল। সেখান থেকে জানতে পারলো এখান থেকে পয়েন্ট ব্রিজের দূরত্ব পঁয়তাল্লিশ মাইল। কিন্তু কোন বাসই সরাসরি সেখানে যায় না। এরমধ্যে একজন যুবক, সে ক্যারলের সামনে বসে কফি খাচ্ছিল বলল সেও পয়েন্ট ব্রিজে যাচ্ছে যদি ক্যারল যায় তাহলে সে পৌঁছে দিতে পারে কারণ তার সঙ্গে গাড়ি আছে।

লোকটার সঙ্গে যেতে রাজী হল ক্যারল, কিন্তু কিছুটা গিয়ে একটা নির্জন জায়গায় লোকটা গাড়ি থামাল। তারপর ক্যারলকে অতর্কিতে জড়িয়ে ধরল। তারপর ক্যারল

দরজা খুলে নেমে এলো। লোকটা একাই গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। তারপর আবার একই ব্যাপার। কোনও গাড়িই আর তার সামনে দাঁড়ায় না। সে হাত নেড়ে নেড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

একটু পরে ও রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল, কিছুক্ষণ পরে একটা ওয়াগন ওর কাছে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

ড্রাইভার বলল, উঠবেন নাকি।

এই বলে ক্যারলের পাশে দাঁড়াল। তারপর বলল, আজ দেখছি দিনটা দারুণ। এই বলে ক্যারলকে চেপে ধরে গাড়িতে ওঠাল। বলল, শোন ভেতরে আর একটা পাগলী আছে তবে দড়ি দিয়ে বাধা, দুটোতে মিলে আবার মারামারি করিস না যেন।

ক্যারল জানত না লোকটা গ্লেনভিউ মেন্টাল স্যানাটোরিয়ামের স্যান গারল্যান্ড। সে কিস্টন থেকে রোগী নিয়ে যাবার জন্যই এখানে এসেছিল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে ক্যারল চীৎকার করতে শুরু করল। কিন্তু আচমকা তার চীৎকার বন্ধ হয়ে গেল। সে দেখল একটা স্টোরে এক মহিলা নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে। দেখতে শুনতে অতি স্বাভাবিক।

মহিলা উজ্জ্বল বন্য চোখ জ্বেলে ক্যারলের দিকে তাকাল।

৫. নাম না জানা উত্তেজনা

০৫.

সুলিভ্যানরা অনুভব করল যে পয়েন্ট ব্রিজে এক নাম না জানা উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে।

বড় রাস্তা দিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে কয়েদখানার পাশ দিয়ে হোটেলের দিকে যেতে গিয়ে, কয়েদখানার পাশে একটা ছোট জটলা দেখে ফ্রাঙ্ক গাড়ির গতি কমিয়ে আনল।

ফ্রাঙ্ক বলল, কি ব্যাপার বলো তো?

যাইহোক আমাদের মাথা ঘামানোর কিছু নেই।

হোটেলে ঢুকলে রিসেপশনের লোকটি জানতে চাইল কেমন ঘর চাই।

দু-খাটের একখানা, আর কাল সকাল সাড়ে আটটার সময় কফি আর গরম রোলের সঙ্গে ঘরে খবরের কাগজ পাঠিয়ে দেবেন।

ওরা লিফটে করে হোটেলের ওপরদিকে উঠতে লাগল ঠিক তখনি হাতুড়ি পেটানোর ভীষণ শব্দে হোটেলের নীরবতা ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল।

ওদের সঙ্গে যে লোকটি ঘর দেখাতে যাচ্ছিল সে বলল, ফাঁসিকাঠ বানানো হচ্ছে।

ফ্র্যাক বলল, কেন বানাচ্ছে? উত্তরটা অবশ্য জানত।

ফাঁসিতে ঝোলাবে বলে।

কার ফাঁসি?

এর মধ্যেই ওদের ঘরটা এসে গেল। খুব সাধারণ ঘর।

কার ফাঁসি বললে না তো?

ওয়ালটনভিলের সেই খুনেটার।

এবার কেটে পড়ো।

ফ্র্যাঙ্ক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ শুনছিল সে বলে উঠল, ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে কেমন লাগে কে জানে। কখনো ভাবিনি।

ফ্রাঙ্ক বলল, কিন্তু আমাদের ভাগ্যেও এমন হতে পারে।

ম্যাক্স বলল, এবার শুয়ে পড়ো আমাদের ঘুমের দরকার।

ফ্রাঙ্ক বলল, আমার যে ঘুম আসছেনা।

ম্যাক্স চোখ বুজে ফ্র্যাঙ্কের কথা চিন্তা করছিল।

সে বেশ কয়েকদিন ধরে ওকে লক্ষ্য করছিল। ফ্র্যাঙ্ক যদিও মুখে কিছু বলেনি কিন্তু ম্যাক্সের সন্দেহ দিনের পর দিন ফ্র্যাঙ্কের স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছে। হয়তো আর বেশিদিন ফ্র্যাঙ্ক তার কাজে লাগবে না। কিন্তু এটা ভাবতে তার ভাল লাগল না। সেই স্কুলে পড়ার দিন থেকে তাদের দুজনের পরিচয়। একসঙ্গে তারা ছুরি খেলা শিখেছিল।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে আটটায়। যখন কফি আর রোলের সঙ্গে উত্তেজনা নিয়ে পরিচারিকা ওদের ঘরে ঢুকল।

ফ্র্যাঙ্ক চায়ের কাপটা বিছানার পাশে টেবিলে রেখে বলল, হয়তো আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা লোকটাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে।

ম্যাক্স কলঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, রোলগুলো খুব একটা গরম নেই।

ম্যাক্সের দাড়ি কামানো মাত্র শেষ হয়েছে, ঠিক এমন সময় ফাঁসিকাঠ থেকে একটা তীব্র আওয়াজ শোনা গেল। ম্যাক্স তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। সে নিজের ক্ষুরটা পরিষ্কার করতে লাগল। তারপর জানলা দিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখল বিশাল জমায়েত।

ম্যাক্স ভাবল শালা মড়া খেকো শকুনের দল।

এরপর শোবার ঘরে ঢুকে ম্যাক্স দেখল যে ফ্র্যাঙ্ক চা বা রোল স্পর্শও করেনি।

ম্যাক্স পোশাক পরে নিল। তারপর ফ্র্যাঙ্ককে বলল, আমি এখুনি আসছি। তুমি এখানেই আমার অপেক্ষায় থাকো।

ফ্র্যাঙ্ক তার দিকে তাকিয়ে আছে সে কোনও উত্তর দিল না।

.

শেরিফের নোংরা অফিসঘরে ঢুকে ম্যাগার্থ বলল–কি খবর আছে নাকি কিছু?

শেরিফ উত্তর দিল এই মাত্র একটা লোককে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে এলাম। তারপর বিকৃত মুখে বলল, একটা খবর পেয়েছি, গতকাল দুপুরবেলা প্যাকার্ড ক্লিপারটাকে কিস্টন থেকে ক্যাম্পভিলের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেছে। কিন্তু তারপর আর কোনও খবর নেই, মেয়েটারও কোন পাত্তা নেই। তবে ক্যাম্পভিলের শেরিফ লক্ষ্য রাখছে, তেমন কিছু হলে আমরা খবর পেয়ে যাবো।

ম্যাগার্থ টেবিলের ধারে বসে উদ্বিগ্নসুরে বলল, আমি ভাবছি মেয়েটা সত্যিই সুলিভ্যানদের খপ্পরে পড়ল কিনা। ওরা লারসনকে খতম করার জন্য একটা চেষ্টা করবেই, অবশ্য মেয়েটাকে যদি ওরা পাকড়াও করে তাহলে ওকে বিশেষ কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখেই স্টিঙের খোঁজে বেরোবে। আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না, যে ক্যাম্পভিলের আশেপাশের সমস্ত জায়গাগুলো আমাদের তন্ন তন্ন করে খোঁজা উচিৎ।

সেই ব্যবস্থা তো করেছি। ওরা যদি প্যাকার্ডটা নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসতে চেষ্টা করে, সে জন্য পয়েন্ট ব্রিজে ঢোকার প্রতিটি রাস্তার দিকে কড়া নজর রাখা হয়েছে।

খুব ভালো এছাড়া এখন আর আমাদের তেমন কিছু করার নেই।

ম্যাগার্থ বলল, আমি এখন ওদিককার খোঁজ খবর নিতে মিস ব্যানিঙের বাড়ি যাচ্ছি। ডাক্তার কোবারের সঙ্গে এই মাত্র দেখা করে এলাম তিনি বললেন লারসন হয়তো এ যাত্রায় বেঁচে যাবে।

শেরিফ বিকৃত মুখে বলল, শোনো ওই হার্টম্যান কিন্তু আবার এখানে এসেছিল।

ভালো কথা মনে করেছেন ম্যাগার্থ বললো, আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমরা হার্টম্যানের অতীত সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করেছি। তা সে সব খবর আমাদের হাতে এসে পোঁছেছে। লোকটা খোলা বাজারে ফাটকা খেলে প্রচুর লোকসান করা সত্ত্বেও বরাবর এক বিচিত্র উপায়ে টাকা মিটিয়ে দেয়। আমি বুঝেছি এই টাকা ও ক্যারলের তহবিল থেকেই ভেঙ্গেছে। এই ব্যাপারে আরও কিছু অনুসন্ধান চালাতে পারলে হার্টম্যানকে বেশ কিছুদিনের জন্য জেলে পুরে দেওয়া যাবে।

শেরিফ বলল, ওঃ তোমরা অর্থাৎ খবরের কাগজের লোকেদের মতো সন্দেহবাই পৃথিবীতে আর নেই। তবে মেয়েটাতো সত্যি ভয়ানক ওকে আমাদের তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করতে হবে।

ম্যাগার্থ বলল, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে ওকে আমার স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে।

সে ব্যাপারটা ডাক্তার ট্রেভার্স আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আসলে ওর মনের দুটো ভাগ। কয়েক সপ্তাহ ও খুব স্বাভাবিক হয়েই থাকে, কিন্তু রোগের আক্রমণ হলেই একেবারে ভয়ানক হয়ে ওঠে।

আমি কিন্তু সেটা ভাবি না, বুঝলেন শেরিফ কারণ আমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি আপনি তা দেখেননি।

কয়েদখানার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার সময় পাশের মোটরগ্যারেজ থেকে মালিক জেডসন। ম্যাগার্থকে ডাকল।

জেডসনের সঙ্গে সামান্য বাক্যবিনিময় করে ম্যাগার্থ গাড়িতে উঠে পড়ল।

ম্যাক্স হোটেলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সব শুনল সে এগিয়ে এসে জেডসনকে বলল, আচ্ছা ওই ভদ্রলোকটি কি ম্যাগার্থ? মানে খবরের কাগজের লোক?

হ্যাঁ।

আমার কপালটা খুব খারাপ আমার ওকে খুব দরকার। আচ্ছা উনি কোথায় থাকেন জানেন কি?

জেডসন মাথা নেড়ে বলল, বোধহয় মিস ব্যানিঙের বাড়িতে।

আচ্ছা ওই মিস ব্যানিঙটি কে?

গ্রাস হিলে ওর একটা কমলালেবুর বাগান আছে, এই বলে জেডসন চুপ করে গেল।

ম্যাক্স বলল, গ্রাস হিল? আচ্ছা ধন্যবাদ। এই বলে দ্রুত সে হোটেলে ঢুকে পড়ল।

হোটেলের বিছানায় শুয়ে সুলিভ্যানরা যখন ঘুমানোর চেষ্টা করছিল তখন স্যাম গারল্যান্ড অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকার পথ ধরে পয়েন্ট ব্রিজের দিকে এগিয়ে চলছিল।

সে আনন্দ আর উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিল। কারণ সে ক্যারলকে ধরতে পেরেছে। অতএব, পাঁচ হাজার ডলারের পুরস্কারটা তার ভাগ্যেই ঝুলছে। টাকাটা সম্পূর্ণ তার হয়ে যাবে। সে ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারবে।

হঠাৎ গারল্যান্ডের মনে হলো মেয়েটাকে স্টেচারের সঙ্গে বেঁধে রাখাই উচিৎ ছিল। কারণ পাগলদের মাথায় যে কখন কি খেয়াল চাপবে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু শেষ অবধি অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে কোন শব্দ না পেয়ে সে ভাবল এখন বৃথা সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্লেনভিতে ফিরে যাওয়াই উচিৎ। কিন্তু সে তখন জানতো না, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে দুটি মেয়ে নিজেদের মধ্যে মিনমিনে গলায় কথা বলছিল।

হেটি সামার্স ক্যারলের সহযাত্রী মহিলা বেশ কয়েকবছর অন্য একটা হাসপাতালে ভর্তি ছিল। প্রথম দিকে ভাল থাকলেও এখন ওর খুন খারাপির দিকে মন হয়েছে।

ক্যারল হেটি সামার্সের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল সে একটা পাগলীর সঙ্গে একসঙ্গে বন্দী হয়ে আছে।

হেটি ফিসফিসে গলায় হেসে বলল, ওরা তোমাকেও ধরে ফেলেছে। না, লোকটা চালাক আছে ঠিক চিনে নিয়েছে।

হেটি বলল, ওরা তোমাকে গ্রেভিউতে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রেখে দেবে।

গ্লেনভিউ নামটা ক্যারলের স্মৃতির এক সুদূর অতীতে গিয়ে আঘাত করলো। নিজের মনে মনে বলল, আমাকে পালাতেই হবে। তারপর ছুটে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলতে চেষ্টা করল।

হেটি হেসে বলল, ওরা তোমাকে পালাতে দেবে না। তুমিও যে আমার মতো পাগল।

আমি পাগল না।

দ্যাখো বোকা মেয়ে এভাবে তুমি পালাতে পারবেনা। তুমি কি সত্যিই পালাতে চাও।

ক্যারল হেটির দিকে তাকিয়ে বলল,আমি পালাবোই।আমরাদুজনমিলে চেষ্টাকরলে সেটা হয়।

কিন্তু আমার বাধনগুলো। তোমাকে খুলে দিতে হবে।

না ক্যারল সিউরে উঠে বলল।

তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছো আরে আমরা দুজনেই তো এক দলের। একজন আর একজনকে মারবো কেন?

দয়া করে আমাকে পাগল বলো না। আমি পাগল নই। ক্যারল বলল, এছাড়া তোমাকে খুলে দিলেই বা আমি বেরবো কি করে।

হেটি ফিসফিসিয়ে বলল, আমাকে খুলে দিয়ে তুমি দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচাতে শুরু করবে। ব্যাপারটা বোঝার জন্য লোকটা তখন এখানে আসবে,কারণ এখানে কি হচ্ছে সেটা দেখার দায়িত্ব ওর। তারপর ও যখন তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে আমি তখন এগিয়ে যাবো ওর দিকে। তারপর দুজনে মিলে অতি সহজেই ওকে কাবু করে ফেলবো।

পয়েন্ট ব্রিজে পৌঁছুতে যখন আর মাত্র মাইল খানেক বাকি, তখন অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর থেকে দরজা পেটানোর আওয়াজ আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড চীৎকার শুনতে পেল স্যাম। সে চাইছিল না ক্যারল আহত হোক। ওকে অবিকৃত অবস্থায় ডাক্তার ট্রেভার্সের হাতে তুলে দেওয়াই ওর উদ্দেশ্য যাতে করে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার পেতে কোনো অসুবিধা না হয়।

সে খিস্তি দিতে দিতে গাড়ি থেকে নেমে এসে অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল।

সে স্বল্প আলোয় দেখলো ক্যারল উল্টোদিকের দেওয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ে চীৎকার করছে। হেটি সার্মাস তেমনি শুয়ে কম্বলের নীচ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে অর্থহীনভাবে হাসতে লাগলো। গ্যারল্যান্ড ভাবলো ওদিক থেকে চিন্তার কিছু নেই এই ভেবে সে ক্যারলকে ধরে পেছন থেকে হাত মুচকে দিল। তারপর তাকে স্টোরের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে হেটি কম্বল সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। গ্যারল্যান্ড পিছনে ফিরে দেখলো হেটি নেমে পড়েছে।

গ্যারল্যান্ড ভাবলো যে দুজনের সঙ্গে একা পারা যাবে না, সে নেমে গাড়ির দরজা বন্ধ করতে গেল কিন্তু হেটি তার গলা প্রাণপন জোরে পেঁচিয়ে ধরল। এই সুযোগে ক্যারল গাড়ি থেকে নেমে সামনের রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলো।

গ্যারল্যান্ড ভাবল যে হেটি পালালে কোনো ক্ষতি নেই তখন সে হেটিকে কোনমতে ছাড়িয়ে ক্যারলের পিছনে দৌড়ে ক্যারলকে ধরতে গেল।

যেই সে ক্যারলের দিকে ছুটে গেল তখনি হেটি রাস্তা থেকে একখণ্ড বড় পাথর তুলে গ্যারল্যান্ডের মাথা লক্ষ্য করে সবেগে পাথরটা ছুঁড়ে দিল।

.

তখন দুপুর হয়ে গেছে। পাহাড়ের সোনালি কমলা বাগান রোদে স্নান করছে। ডেপুটি সাহেব জর্জ স্টাম টুপিটা মাথার ওপরে ঠেলে দিয়ে মুখে সিগারেট ঝুলিয়ে সাদা চত্বরে বসে ছিল। ভাবছিল গ্রাসহিলের মতো জায়গায় পাহারা দেওয়া খুব সহজ। বিশেষ করে গৃহলক্ষ্মী যদি ভিডা ব্যানিঙের মতো সুন্দরী আর অতিথি পরায়না হন। এছাড়া কাজও কিছু নেই। শুধু বন্দুক হাতে নিয়ে সূর্যস্নান করা। কি আরামের কাজ। সুলিভ্যানদের উপর নজর রাখা। যদিও সে নিজে মনে করে যে আসলে সুলিভ্যানদের কোনও অস্তিত্ব নেই।

স্টাম যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেত যে মাত্র দুশোগজ দূরেই লম্বা ঘাসের আড়ালে শরীর ডুবিয়ে সুলিভ্যানরা গত আধঘণ্টা ধরে উদগ্র দৃষ্টিতে এ বাড়ির প্রতিটা কার্যকলাপের দিকে নজর রাখছে।

ম্যাক্স বলল, মনে হয় লোকটা এখানেই আছে। না হলে এখানে পাহারা থাকবে কেন?

আমি দেখব এখানে কজন পাহারাদার আছে।

বাড়ির ভেতরের অংশ বেশ ঠাণ্ডা সেখানে একটা হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে ম্যাগার্থ বসেছিল।

ভিডা ওর সামনে এসে বলল, এত সকালে তুমি এখানে আসবে ভাবতেই পারিনি।

ভেবেছিলাম ভেতরে গিয়ে রোগীকে দেখে আসবো। নার্স বলল, রাতটা ভালই কেটেছে।

ক্যারল ব্লানডিসের কোনও খবর নেই?

নাঃ সুলিভ্যানদেরও কোনও খবর নেই।

ভিডা বলল সুলিভ্যানরা আছে বলে স্টাম বিশ্বাস করে না।

ওরা হাজির হলে, অবশ্য আশা করি আসবে না তখন সবই বিশ্বাস করবে।

টেলিফোন বাজলে ম্যাগার্থ ফোন ধরে বলল, হ্যালো।

শেরিফ বলল, ম্যাগার্থ চলে এসো এখনি।

ভিড়া বলল, যখন তোমায় কাছে পাই তখনি তোমার ডাক আসে।

আবার একটা পাগলী পালিয়েছে তাই খবর জোগাড় করতে হবে। কি করব যেতে ইচ্ছে করে না কিন্তু রুটির জোগাড় তো করতে হবে।

বাইরে এসে ম্যাগার্থ স্টামকে বলল, কি খুব মজায় আছেন তো?

হ্যাঁ।

তোমার কাজ তো সুলিভ্যানদের ওপরে লক্ষ্য রাখা।

সুলিভ্যানরা ম্যাগার্থের চলে যাওয়া স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো। এরপর এক বোতল লেমনেড বার করে ম্যাক্স চুমুক দিতে লাগলো। তারপর বোতলটা ফ্র্যাঙ্কের হাতে দিল।

ম্যাক্স বলল, লোকটি যদি এখানে থাকে তাহলে ওকে খুন করতেই হবে। অবশ্য তুমি যদি জেলে বসে কঁসিকাঠের আওয়াজ শুনতে চাও তাহলে অন্য কথা।

ফ্র্যাঙ্ক মুখ কুঁচকে বলল–অনেক পয়সা জমে গেছে, এখন কাজ ছেড়ে দিতে চাই।

ম্যাক্স বলল–এখনও আমরা এ কাজ ছাড়ার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত নই।

পাহাড়ী রাস্তা ধরে দ্রুতবেগে পয়েন্ট ব্রিজের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ম্যাগার্থ শিস্ দিচ্ছিল। সহসা তার মনে হল ভিডার কমলালেবুর বাগানের ম্যানেজার হলে তো দিব্যি সবসময় ওর কাছাকাছি থাকতে পারবে।

ব্লানডিশ বাড়ির মেয়েটাকে খুঁজে পেলে ওকে স্থিতু করার পর প্রস্তাবটা ভিডার কাছে রাখবে মনে করল।

হঠাৎ ম্যাগার্থ অতর্কিতে ব্রেক চাপতেই রাস্তা থেকে পিছলে গিয়ে একটা খাদের সামনে এসে গাড়িটা থেমে গেল। এবং পরক্ষণেই সে দেখল ক্যারল ছিন্নভিন্ন পোশাকে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ওর কাছে এসে ক্যারল বলল, স্টিঙ কোথায়? ও ভাল আছে তো?

ভালোই আছে। অবশ্য ও এখনও অসুস্থ।

ক্যারল কেঁদে ফেলল। তাকে গাড়িতে বসিয়ে ম্যাগার্থ খুব জোরে গ্রাস হিলের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল।

.

পয়েন্ট ব্রিজের শহরতলী অঞ্চলের একটা শুড়িখানা থেকে বেরোতে গিয়ে ওই দিনই হেটি সামার্স ধরা পড়ে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত শেরিফ ক্যাম্প ম্যাগার্থের খোঁজে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন যে লোকটাকে কখনো দরকারের সময় পাওয়া যায় না। আমার একটা ছবি তুলিয়ে রাখবো ভেবেছিলাম এরমধ্যে ডাক্তার ট্রেভার্স একটা গাড়ি থেকে নেমে শেরিফের কাছে এসে বললেন যে হেটি সামার্স ক্যারলকে বাঁচানোর জন্য গ্যারল্যান্ডকে খুন করেছে। ও ক্যারলের যা বর্ণনা দিয়েছে তা একেবারে সঠিক। তার মানে মেয়েটা আবার পয়েন্ট ব্রিজেই ফিরে এসেছে।

তাহলে তো এক্ষুনি কাজে নেমে পড়তে হয়। এরমধ্যে হার্টম্যান এসে হাজির হল বলল- শুনলাম একটা পাগলী ধরা পড়েছে। ক্যারল নাকি?

না, অন্য মেয়ে রোগী ধরা পড়েছে।

শুনে হার্টম্যান রেগে বলল, তা ক্যারলকে ধরার চেষ্টা করুন।

চেষ্টা তো করছি।

.

ম্যাগার্থ বিরাট চত্বরের মধ্যে পায়চারি করছিল। ভিডা এগিয়ে এসে বলল, মেয়েটাকে কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগল।

ম্যাগার্থ বলল, মেয়েটা কেমন আছে?

ভাল করে বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ও এখন স্নান করছে। আচ্ছা ওকে একটু ডাক্তার কোবারকে দেখালে হয় না। উনি হয়তো ওর ঘুমের বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন।

সুলিভ্যানরা দেখলো, ম্যাগার্থ চত্বরে বেরিয়ে এসে স্টামের পাশে বসলো; স্টিঙ এ বাড়িতেই আছে সে সম্বন্ধে তারা নিঃসংশয়। কারণ তিনতলার একটা ঘরে তারা একজন নার্সকে জানলার সামনে মাঝে মাঝে বসতে দেখেছে।

ম্যাক্স বলল, চলো এখন কিছু খেয়ে নিই। অন্ধকার হলেই বাড়িতে ঢুকে পড়বো।

সন্ধ্যাবেলায় ক্যারলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙতেই একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ওর মনে ছড়িয়ে পড়ল। ম্যাগার্থ বলেছে এবাড়িতে যে লারসন আছে তা সুলিভ্যানরা আবিষ্কার করতে পারবে না এছাড়া দিনরাত পাহারার ব্যবস্থা আছে।

সে উঠে জানালার কাছে গেল। মনে হল দূরের ঝোঁপের মধ্যে বিপদ ওত পেতে আছে। এর মধ্যে ভিডা ঘরে ঢুকল, বলল একি ক্যারল তুমি উঠে পড়েছে।

তারপর ভিডাও জানালার সামনে গেলে ক্যারল বাইরে হাত দেখিয়ে বলল, ওখানে বিপদ ওত পেতে আছে। ওই যে ওই গাছগুলোর কাছে।

ঠিক আছে আমি ফিলকে বলছি। তারপর বাড়ির মাথায় এসে ডাকল ফিল।

ফিল বলল–কি ব্যাপার কিছু ঘটেছে নাকি?

হা ক্যারলের মনে হচ্ছে সুলিভ্যানরা এসে গেছে।

ঠিক আছে আমি পাহারাদারকে বলতে যাচ্ছি তুমি আর ক্যারল নীচে এসো।

এমন সময় রান্নাঘরের দরজা ঠেলে ম্যাগার্থকে ভেতরে ঢুকতে দেখে স্টাম কুর্সিতে সোজা হয়ে বসল। বলল, কি ব্যাপার কিছু হয়েছে নাকি।

হতে পারে চলুন আপনি আর আমি বাইরেটা ঘুরে দেখে আসি।

সে বলল, আমি আপনার কথামতো চলবে না। ম্যাগার্থ বলল তাহলে শেরিফকে জিজ্ঞেস করি ও কি বলে, কিন্তু টেলিফোন তুলে দেখলো লাইন কাটা।

সে বলল, মনে হয় সুলিভ্যানরা লাইন কেটে দিয়েছে। এছাড়া এইমাত্র মিস ব্যানিঙ ক্ষেতের মধ্যে দুটো লোককে দেখতে পেয়েছে।

একথা আগে বলেননি কেন?

এদিকে চত্বরের একমাত্র প্রহরী, ম্যাসন, হাতের কাছে আলাদাভাবে বন্দুক রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

স্টাম তাকে বলল, এর মধ্যে কাউকে দেখতে পেয়েছে।

না।

ম্যাগার্থ তাকে বলল–আর একজন পাহারাদার কোথায়?

বাড়ির পেছন দিকে।

এই মুহূর্তে বাড়ির পেছন দিকে একটা ঘটনা ঘটছিলো।

সুলিভ্যানরাইতিমধ্যেই চত্বরে পৌঁছেগিয়েছিল। ম্যাক্সেরহাতে একটা লম্বাইস্পাতের ডাণ্ডাতার শেষপ্রান্তেপিয়ানোর তারে তৈরীএকটা ফাস।ফ্র্যাঙ্কেরবাহুস্পর্শ করল ম্যাক্স। ফ্র্যাঙ্ক থমকে দাঁড়িয়ে আলগা ভাবে ভারি ৪৫টা ধরে রইলে। ম্যাক্স গুঁড়ি মেরে এগিয়ে প্রহরীর পিছনে এসে দাঁড়াল তারপর লোকটার গলায় ফাঁসটা গলিয়ে দিয়ে তারের শেষ প্রান্তটা টেনে ধরলো। গলায় ফাঁস জড়িয়ে যাওয়ায় লোকটা কোনরকম শব্দ করতে পারছিল না, কিন্তু বড়জোর মাত্র সেকেন্ড দশেকের পরেই ওর শরীরটা নেতিয়ে পড়লো, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে এল।

একটু পরেই মোড় বেঁকে পেছনের চত্বরের দিকে এগিয়ে এলো ম্যাগার্থ আর স্টাম।

ম্যাগার্থ বলল কই লোকটাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। ও বোধহয় শুতে চলে গেছে।

স্টাম গলা চড়িয়ে ডাকল ও'ব্রায়েন–এই ও'ব্রায়েন।

কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

স্টামকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল, ওর তো এখানেই থাকার কথা।

ম্যাগার্থ বলল–ওকে মনে হয় রান্নাঘরে পাওয়া যাবে। ওরা ফিরে আসার মধ্যেই সুলিভ্যানরা ম্যাসনকেও সরিয়ে দিল। কিন্তু ওর রাইফেল আর টুপিটা কুড়িয়ে নিতে সময় পায়নি।

এবার ম্যাসনকেও না দেখে ম্যাগার্থ বলল এবারে দেখছি ম্যাসনও পালিয়েছে।

স্টাম তখন টর্চ জ্বালিয়ে উঠোনে ফেলল। দেখলো ম্যাসনের টুপি আর রাইফেল পড়ে আছে।

ম্যাগার্থ বলল, আলোটা নিভিয়ে দিন। জলদি ভেতরে চলুন।

ম্যাগার্থ বলল, আমি তো বলেই দিলাম সুলিভ্যানরা এসে গেছে। আরও প্রমাণ চান কি?

এবার আপনি এখানে থাকুন। আমি ওপরে যাচ্ছি। সিঁড়ির মুখেই ভিডার সঙ্গে দেখা হল।

ভিডা বলল, সব ঠিক আছে তো?

ম্যাগার্থ বলল না ঠিক নেই। ওরা এখানেই ছিল পাহারাদার দুটোকে সরিয়ে দিয়েছে। টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে। এখান থেকে বেরুতে না পারলে কিচ্ছু হবে না।

আমি যাবো ক্ষেত পেরিয়ে ওভারসিয়ারের সঙ্গে দেখা করে লোকজন নিয়ে আসব।

এখন না, কারণ ওরা তোমাকে ধরে ফেললে আমরা সবশুদ্ধ ডুবে যাবো।

তারপর বলল, ক্যারল কোথায়?

ভিডা বলল–স্টিঙের কাছে।

ম্যাগার্থ ও ভিডা স্টিঙের ঘরে ঢুকুল। দেখল ক্যারল ওর পাশে বসে আছে।

লারসন বলল, ম্যাগার্থ তোমাকে ধন্যবাদ। আমি ক্যারলকে দেখেই অনেকটা ভাল হয়ে গেছি।

নার্স বলল, স্টিঙের কিন্তু এখন কথা বলা উচিৎ নয় উনি এখনও খুব দুর্বল।

ম্যাগার্থ ক্যারলকে বাইরে ডেকে বলল, তুমি ঠিকই বলেছিলে। ওরা বাইরেই আছে। পাহারাদারদের মেরে ফেলেছে।

ক্যারল ফ্যাকাশে মুখে বলল, না ওরা কিছুতেই ওকে পাবে না।

ভিডা বলল, তাহলে আমি বরং যাই।

ম্যাগার্থ বলল, আমি চাই না তুমি বাইরে যাও।

আমি যাচ্ছি।

সুলিভ্যানরা ঠিক এমনই কোনো সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ফ্র্যাঙ্ক আর ম্যাক্স খিড়কির দরজার কাছে গা ঢেকে অপেক্ষা করছিল। ওরা জানত ম্যাগার্থ সাহায্যের জন্য কাউকে পাঠাবে।

ভিডা তুমি কিন্তু প্রাণপণে ছুটবে।

ভিডা বাইরে বেরিয়ে যেতেই অন্ধকারে মিশে গেল।

সুলিভ্যানরা দেখে মুচকি হাসল।

ক্যারলকে স্টিঙের দিকে নজর রাখতে বলে নার্সটা ওর পাশের ঘরে চলে গেছে। স্টাম সিঁড়ির নীচে বসে আছে।

স্টিঙ ঘুম থেকে উঠে ক্যারলের দিকে তাকাল। ক্যারলের দিকে তাকিয়ে হাসল।

স্টিঙ কথা বোলো না, তুমি অসুস্থ।

ক্যারল বলল, আমি কি পাগল

না তুমি পাগল নয়, স্টিঙ বলল।

তুমি কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

.

শেরিফ কাম্প বলল, আর একবার টেলিফোন করে দেখো, আমি জানি, কেউ না কেউ ওখানে আছে।

কিন্তু অপারেটর বলল, কারো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। লাইনটা বিকল।

ডেপুটি লফটি বললো, কিছু গণ্ডগোল হয়েছে বলে মনে করছেন নাকি?

জানি না, জর্জকে বলেছিলাম দুঘণ্টা অন্তর টেলিফোন করতে। আসলে মিস ব্যানিঙের কিছু হলে আমার মোটেই ভাল লাগবে না। মেয়েটি ভারী সুন্দর।

লফটি বলল, একবার গিয়ে দেখবেন নাকি।

চলুন দেখা যাক ওখানে কোনোও গণ্ডগোল হল নাকি। এই বলে টেবিলের পেছনের তাক থেকে একটা রাইফেল নামিয়ে ক্যাম্প আর লফটি রওনা হল।

ক্ষেতের ভেতরের সরু পথ দিয়ে যেতে যেতে ভিডার মনে হচ্ছিলো, ও যেন ভুগর্ভের এক গুহাপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ও পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো একটা নিঃশব্দ ছায়ামূর্তি ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ও প্রাণপণে ছুট দিল। কিন্তু মাত্র কয়েক গজ পথ যেতে না যেতেই ফ্রাঙ্ক ওর কাঁধের কাছটা খিমচে ধরল।

বাঁ হাত বাড়িয়ে ফ্রাঙ্ক ভিডার মুখ স্পর্শ করল। ভিডা কিছু দেখতে পাবার আগেই ক্ষিপ্রতম বেগে তার ডান হাতটা ওপরের দিকে উঠে এলো। তারপর রবার জড়ানো একটা ভারি অস্ত্র প্রচণ্ড বেগে ভিডার মাথার উপর নেমে এলো।

জর্জ স্টম হাত পা ছড়িয়ে নেবার জন্য উঠে দাঁড়াল। চৌকিদার দুটো যেমন নিঃশব্দে মসৃণভাবে উধাও হয়ে গেলে তাতে যে কোনও মুহূর্তেই দেওয়াল ফুড়ে সুলিভ্যানরা ঘরে ঢুকে পড়বে বলে তার আশঙ্কা হচ্ছিল।

সিঁড়ির মাথায় ম্যাগার্ধের পায়চারি করবার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল স্টাম। মাঝে মাঝে ওকে ম্যাগার্থ সতর্ক করে দিচ্ছিলো। স্টামের এখন মনে হচ্ছিলো, এ কাজটা সেনা নিলেই ভালো করতো, এর চাইতে নিরাপদে শেরিফের অফিসে বসে থাকা অনেক ভালো।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে বৈঠকখানার দরজার ফাঁক দিয়ে স্টামকে লক্ষ্য করছিলো ম্যাক্স। আর ফ্র্যাঙ্ক দেওয়ালের সঙ্গেশরীর মিশিয়ে অন্ধকার বারান্দা ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছিল ওর দিকে।

সহসা স্টাম বাতাসে বিপদের গন্ধ পেল। হঠাৎ ইঁদুরে আঁচড়ানোর মতো শব্দ শুনে স্টাম ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো। কে ওখানে?

সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। ম্যাগার্থ ওপর থেকে বলল–স্টাম আপনি ঠিক আছে তো। কিন্তু সে নিজের জায়গা থেকে বিন্দুমাত্রও নড়লো না।

সহসা স্টামের হাঁপ ধরার আওয়াজ শোনা গেল। তার পরেই সেই বীভৎস অন্ধকার থেকে এক হতভাগ্যের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার আওয়াজ ভেসে এলো।

ম্যাগার্থ বুঝলো যে এবার তার পালা। কারণ স্টিওকে পেতে হলে এই সিঁড়ি বেয়েই সুলিভ্যানদের উঠে আসতে হবে।

আলো নিভে যেতে ক্যারল আর স্টিঙ দুজনে গল্প করছিল কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করে ক্যারলের মনে হল ও বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু স্টিঙকে রক্ষা করার কথা মনে করে সে নিজেকে সজাগ করে তুললো।

স্টিঙ বলল মনে হয় ফিউজ তারটা ছিঁড়ে গেছে তবে ওরা এখুনি সব ঠিক করে দেবে বলে মনে হয়।

ক্যারলের মনে হলো আসল কথাটা এবার স্টিঙকে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ। সে তাই স্টিকে জড়িয়ে ধরে বলল, ফিউজ নয় সুলিভ্যানরা। ওরা এবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

তুমি এতক্ষণ সেটা জানতে।

হ্যাঁ, তবে ম্যাগার্থ ও শেরিফের ডেপুটি বাইরে পাহারায় রয়েছে।

ক্যারল বলল, স্টিঙ আমার ভীষণ ভয় করছে।

এদিকে ম্যাক্স ফ্র্যাঙ্ককে বলল, তুমি ম্যাগার্থ দেখো। আমি বাড়ির পেছন দিকে যাচ্ছি।

ক্যারল চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ম্যাগার্থকে ডাকল।

ম্যাগার্থ বলল–আর এগিয়ো না। ওরা এখানেই হলঘরে রয়েছে। স্টামকেও সরিয়ে দিয়েছে।

আপনি কিছুতেই ওদের স্টিঙের কাছে আসতে দেবেন না। ক্যারল মিনতি করে বলল।

না, ভিডা সাহায্য আনতে চলে গেছে।

ওদিকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মতো অতি সহজে ধূম-নালীরা গা বেয়ে নিচু ছাদটায় উঠে এলো ম্যাক্স। তারপর কয়েক ফুট ওপরে জানলার কাঠে হাত রেখে শরীরের ভারসাম্য ঠিক করে অবলীলাক্রমে ভেতরের দিকে নিজেকে গলিয়ে দিল।

ক্যারল ফিরে এসে স্টিকে বলল, ম্যাগার্থ ওখানে একা কিন্তু ও বলেছে ওরা এখানে উঠে আসতে পারবে না।

কিন্তু আমার হয়ে ম্যাগার্থ লড়াই করবে তা আমি কিছুতে হতে দেব না। এই বলে কম্বল সরিয়ে ও উঠে বসল।

না তুমি যেও না, তুমি এখনও অসুস্থ।

আমি জানি ওরা আমাকে চায়, কিন্তু যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে তুমি জেনে রাখো ক্যারল আমি তোমাকে খুব ভালবেসেছিলাম। আমার জীবনে আর কিছু নেই, কেউ নেই। ক্যারল বলো তুমি আমাকে ভালবাস।

হ্যাঁ বাসিই তো। ক্যারল ফুঁপিয়ে উঠল।

ম্যাগার্থ কিছু বোঝার আগেই একতীব্র আঘাতে ম্যাক্স ওকে অচেতন করে ফেলল। তারপর ফ্লাশলাইট জ্বালিয়ে ইঙ্গিত করতে ফ্র্যাঙ্ক দ্রুত সিঁড়ি টপকে উপরে উঠে এল।

পাহাড়ী পথ ধরে তীব্র বেপরোয়া গতিতে সগর্জনে এগিয়ে যাচ্ছিল ফোর্ড গাড়িটা।কাম্পবলল, আরে একটু সাবধানে চলো হে। ওখানে পৌঁছবার আগে শরীরটা টুকরো হয়ে যাক আমি চাই না।

কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। না হলে মিসবানিঙের কিছুহয়ে যেতে পারে। সেটা নিশ্চয়ই আপনি চান না।

.

সহসা ক্যারলের পাদুটো যেন শরীরের বোঝা বইতে অসমর্থ হয়ে উঠল।বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল ও। মস্তিষ্কটা যেন ফুলে ফেঁপে উঠে আবার কুঁচকে যাচ্ছে। সে দেখলো অতি ধীরে ধীরে পা ফেলে স্টিঙ দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দরজার বাইরেই সুলিভ্যানরা অপেক্ষা করছিল। মুহূর্তের মধ্যে ম্যাক্সের টর্চ এক ঝলকা নিষ্ঠুর আলো ফেললো স্টিঙের বুকের ওপর।

পরক্ষণেই পর পর কয়েকটা গুলি চালিয়ে ম্যাক্স স্টিঙকে চিরদিনের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিল।

ফ্রাঙ্ক সামান্য শিউরে বলল, এই আমাদের শেষ কাজ ম্যাক্স।

ম্যাক্স বলল, আগে এখান থেকে বের হই চলল। তাড়াতাড়ি এসো।

ফ্র্যাঙ্ক ওকে অনুসরণ করতে যেতেই অন্ধকার থেকে একখানা অদৃশ্য হাত বেরিয়ে এসে ওর বাহু চেপে ধরল। সে ভাবল লারসন বুঝি আবার জীবিত হয়ে উঠেছে।

ফ্র্যাঙ্ক ঘুরে তাকালো। ঘন অন্ধকারে তার কিছুই চোখে পড়ছিল না। কিন্তু সে খুব কাছেই কার যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

সে কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে ডাকলো, ম্যাক্স।

এক ঝলক বাতাসের মতো দ্রুত অথচ লঘু ছন্দে ক্যারলের আঙুলগুলো তার সমস্ত মুখগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল।

ম্যাক্স এখানে কে যেন রয়েছে।

নীচে নেমে এস বুদ্ধ কাহিকা, ম্যাক্স তীক্ষ্ণ স্বরে বলল।

এর পরেই ফ্র্যাঙ্কের আকস্মিক রক্ত জমাট করা আর্তচিৎকার শুনে সে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে। উঠল।– মুহূর্তের জন্য ম্যাক্সের লৌহকঠিন স্নায়ুগুলোও যেন বিবশ হয়ে রইলো। সহসা কে তার কাঁধ ঘেঁষে চলে যেতে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বশে সে পেছনের দিকে লাফ দিল।

কিন্তু ততক্ষণে সাড়াশির মতোকতগুলোআঙুল আলতোভাবে তার ঘাড়ের কাছে আঁচড় কেটে দিয়েছে। সে অন্ধের মতো গুলি চালাল। হঠাৎ নিচের সিঁড়িতে হালকা পায়ের শব্দ শুনে সে আবার গুলি চালাল।

ম্যাক্স ফ্র্যাঙ্ককে পিঠের উপর তুলে নিয়ে বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

অর্ধ-অচেতন অবস্থায় ফ্র্যাঙ্ক তখন ঝাঁকিয়ে উঠেছিলো, আমি অন্ধ হয়ে গেছি ম্যাক্স। মেয়েটা আমার চোখ দুটো খুবলে নিয়েছে।

৬. একটা ক্যাডিলাক

০৬.

স্টিঙ লারসনের মৃত্যুর একমাস পরে এক অলস অপরাহ্নে গ্রাস হিলের বাড়ির সামনে একটা ক্যাডিলাক এসে থামলো।

ভিডা জানলার ধারে বসে ছিল। ম্যাগার্থ গাড়ি থেকে নেমে ভিডাকে জড়িয়ে চুমু খেল।তারপর, দুজনে একসঙ্গে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে বলল, মেয়েটার সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললাম। ও যা ঝাটের কাজ, তা আর কি বলবো।

ও কেমন আছে?

ঠিক সেই আগের মতন। সর্বদা কেমন কঠিন ভাব, ওকে দেখে আমার ভয় লাগে।

এখনও কি ও আগের মতো গুম মেরে থাকে?

হ্যাঁ, আমি কোনও দিকেই ওর আগ্রহ ফেরাতে পারছি না। চেষ্টা করেছিলাম যাতে খবরের কাগজ ওর হাতে না পড়ে। কিন্তু জানি না কি করে কাগজটা পেয়ে ও নিজের সম্বন্ধে সব কথাই জেনে ফেলেছে। তারপর দরজা বন্ধ করে ঘন্টার পর ঘণ্টা ও পায়চারি করেছে।

দুদিন আগে তোক কি দুদিন পরে হোক খবরটা ও জানতোই। তবে এভাবে জানা ঠিক হল না। যাক এখন তো সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে। ও এখন চল্লিশ লাখ ডলারের মালিক। হার্টম্যান পালিয়েছে। যাই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করে আসি। এখনও নিজের স্বাধীনতা ও সম্পত্তি দুই পেয়ে গেছে। আমার মনে হয় ও এখন আমাদের ছেড়ে চলে যাবার পরিকল্পনা করছে। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বল ও একা। বাইরে ওর নিজের কেউ নেই।

জানালার সামনে ক্যারল বসে ছিল। ম্যাগার্থ ঘরে ঢুকতে ও মুখ ফিরিয়ে নিল। তবু ম্যাগার্থ ওর পাশের চেয়ারে বসে বলল, ক্যারল তুমি এখন এক ধনবতী যুবতী। কাগজপত্র সব আমার সঙ্গে আছে একবার দেখে নেবে।

না, আপনি বলছিলেন আমি এখন একজন ধনবতী মহিলা। কিন্তু কতটা ধনী?

চল্লিশ লক্ষ ডলার–অনেক টাকা। তুমি খুশী?

আমি খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে পড়েছি। আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী একটা পাগল খুনী আমার বাবা।

দ্যাখো ক্যারল কাগজের সব কথা বিশ্বাস করতে নেই। এর জন্য তুমি নিজেকে যন্ত্রণা দিয়ো না। ভিডা আর আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

ক্যারল বলল, আপনাদের আমার সঙ্গে থাকতে ভয় করে না। আমি তো পাগল।

থামো এসব কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি এমন করছো কেন। সামান্য কেঁপে উঠে ক্যারল পেপারটা ফেলে দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল।

না না আপনি দয়া করে আর কিছু বলবেন না। আমি জানি আমি পাগল। আমি আপনাদের দুজনের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি জানি আপনারা দুজন আমার ভাল চান।

এখন আমাকে একা থাকতে দিন, হয়তো আমি, আপনার কিংবা ভিডার কেবল ক্ষতি করে ফেলবো। ক্যারল বলল, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, কাল আমি এখান থেকে চলে যাবো। কিন্তু যাবার আগে আমি সকলকে দিয়ে কয়েকটা কাজ করিয়ে নিতে চাই।

কিন্তু তুমি কোথায় যাবে? তোমার ঘরবাড়ি বলতে কোনও বস্তু নেই, তুমি তো আর উধাও হয়ে যেতে পারো না।

এসব আলোচনা করে আমরা বৃথা সময় নষ্ট করছি। আপনি কি আমার বিষয় সম্পত্তির ভার নিতে রাজী আছেন? টাকাপয়সার ব্যাপারে আমি কিছু বুঝিও না, বুঝতে চাইও না। আমি একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি এসব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে একজন লোক নিযুক্ত করতে বলেছেন। আমার দাদুর অনেকগুলো ব্যবসার মালিকানা এখন আমার হাতে। সেসব ক্ষেত্রে আপনি কি আমার প্রতিনিধি হতে রাজী আছেন?

ম্যাগার্থ অবাক হয়ে বলল, আমার যা সাধ্য আমি করব।

হ্যাঁ এর জন্য আপনি ভাল মাইনে পাবেন।

ক্যারল বলল, আমি এখুনি দু-হাজার ডলার চাই, পেতে পারি? আর একটা গাড়ি আমার জন্য কিনে আনবেন?

ঠিক আছে তুমি যা বলছে তাই করবো তবে যাওয়ার আগে আর একবার ভেবে দেখলে হতো না।

না, আমি আমার পরিকল্পনা ছকে ফেলেছি। আপনি এখন যান, দয়া করে ভিডাকে বলে দেবেন যে আজ আমি আর কারো সঙ্গে দেখা করতে চাই না। কাল সকালেই আমি এখান থেকে চলে যাব।

ম্যাগার্থ শেষবারের মতো চেষ্টা করল, আচ্ছা ক্যারল, আমার ওপর কি তোমার কোনই আস্থা নেই। হয়তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম। লোকদুটো যখন তোমার শত্রু হয়ে রয়েছে তখন কেন তুমি একা একা চলে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাইছো?

না, যা করার তা আমি একাই করবো। কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।

বেশ বলে ম্যাগার্থ বেরিয়ে গেল।

ক্যারল জানলার পাশে বসেকপালের দুধার চেপে ধরল। তারপর মৃদু অথচ স্পষ্ট করে বলল, স্টিঙ, সোনা আমার যেখানেই থাকো তুমি আমাকে ভালবেসো। ওরা যেমন তোমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছে আমিও তেমনি ওদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করব। ওদের শাস্তি দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন অভিলাষ নেই।

.

পরদিনও সমানে বৃষ্টি পড়ছিল। কাদামাখা একখানা কালো রঙের ক্রাইসলার কুপ দুরন্ত চড়াই ভেঙে এগিয়ে আসছিলো টেক্স শেরিফের খামার বাড়ির দিকে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেদরজার হাতল ধরে ঘর খোলবার চেষ্টা করলো ক্যারল। দরজা ভেতর থেকে চাবি বন্ধ।

বেশ কয়েকবার আঘাত করার পর ভেতরে হালকা পায়ের শব্দ শোনা গেল।

মিস ললির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে?

ক্যারল ব্লানডিশ। আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

তুমি ফিরে এলে কেন? তুমি ভিতরে আসতে পারবে না। আমি একা থাকতে চাই।

আমি সুলিভ্যানদের খুঁজছি।

কিন্তু বোকা মেয়ে ওরা তো তোমাকেই খুঁজছে।

ওরা আমার ভালবাসার লোককে মেরে ফেলেছে। আমি ওদের ছাড়ব না।

ও তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও। ভিতরে এস।

ওরা কোথায় আছে আপনি জানেন?

না, আর জানলেই বা কি করতাম। তুমিই বা কি করবে? ওরা যত ক্ষিপ্রই হোক আমি ওদের শাস্তি দেবোই।

দ্যাখো ম্যাক্স আমার দাড়ি কেটে নিয়েছে, বলতে বলতে মিস ললির চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

কেন কাটল?

কারণ আমি তোমাকে যেতে দিয়েছিলাম। এর থেকে ওরা যদি আমায় মেরে ফেলত তাহলে ভাল হত। কিন্তু জানত যে এতেই আমি বেশী কষ্ট পাবো। তুমি চলে যাবার দুদিন পরে ম্যাক্স আর ফ্র্যাঙ্ক এসেছিল। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক গাড়িতে বসেছিল। ওকে আমি দেখিনি।

গাড়িতে বসে ছিল তার কারণ ও অন্ধ। স্টিঙকে খুন করার পর আমি ওকে অন্ধ করে দিয়েছিলাম।

ওরা যাবার সময় ওপরের যে ঘরটায় ওদের জিনিসপত্র রাখতে সেখান থেকে সব নিয়ে চলে যায়। ঘরটা একবার দেখবে? সেখানে একটা ছবি পড়েছিল। ওরা যাবার পর ওটা কুড়িয়ে পাই। আমি তুলে রেখেছি।

ছবিটা একটা মেয়ের। মাথার কালো চুল মাঝখানে সিথি করে আঁচড়ানো। পুরু ঠোঁট শরীরে। এমন একটা কন্য-সৌন্দর্য যে তাকে দেখলে পুরুষমানুষ সহজে ভুলতে পারবে না। ছবির নীচে আড়াআড়ি করে সাদাকালিতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা, প্রিয় ফ্র্যাঙ্ককে লিনডা।ছবিউলটে পেছনে চিত্রগ্রাহকের ছাপটা দেখে নিলো ক্যারল কেনেথ কার, ৩৯৭১ মেইন স্ট্রীট, সানটোরিডা।

মিস ললি বললো, তুমি ওকে খুঁজে বার করো। তাহলেই তুমি ফ্র্যাঙ্ককে খুঁজে পাবে। কারণ এর কাছে ফ্র্যাঙ্ক যাবেই।

.

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে কোটিপতিদের লীলাভূমি এই ছোট্ট অথচ ঘন বসতিপূর্ণ শহর, সানটোরিডা। এখানকার অনেক বাসিন্দা জাল, জোচ্চুরি, ব্ল্যাক মেইলিংইত্যাদি নানা অসৎ উপায়ে সচ্ছলভাবেই জীবন কাটায়।

লম্বা-চওড়া সুদর্শন পুরুষ এডি রিগান। মাথায় কালো কোকড়ানো চুল, রোদে পোড়া গায়ের রং, অনেক মেয়েকেই আকর্ষণ করে। যে সব ধনবতীবয়স্কা মহিলা এখানেআনন্দ উপভোগ করতে আসে এডি তাদের সঙ্গ দেয় তাদের সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা করে। এবং এই থেকে তার ভালই আয় হয়।

লিনডার সঙ্গে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এডির পরিচয় হয়েছিল।

এক মধুর বিকেলে বয়স্কা মহিলাদের সন্ধানে চোখ খোলা রেখে এডি সমুদ্রতীরে অলসভাবে সময় কাটছিল। হঠাৎ সূর্য মানের জন্য লিনডা সমুদ্র থেকে উঠে এল।

লিনডার যে ধরনের শরীর তা স্নানের পোশাকেই ভাল মানায়। তাই সেই দেহবল্লরী দেখে মুহূর্তের মধ্যে বয়স্কা মহিলাদের চিন্তা মাথা থেকে হটিয়ে দিল এডি।

এডি অনেক সুন্দরী দেখেছে। কিন্তু এমনটি আর দেখেনি। সে এগিয়ে এসে লিনডার সঙ্গে ভাব করলো। লিনডাও এডির মতো সুপুরুষ সঙ্গী পেয়ে খুশিই হয়েছিল।

হয়ত এডির সুন্দর মুখ, রোদে পোড়া চামড়া তাকে আকর্ষণ করেছিল। যাইহোক কিছুদিনের মধ্যেই ওদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠল।

এডি ভেবেছিল, অতীতের ঘটনার মতো এবারও সপ্তাহের শেষাশেষি লিনডার সৌন্দর্য তার কাছে বাসি ফুলের মতো বিবর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু তার বদলে সে দেখল যে সে দিনরাত তার কথাই ভাবছে। এমনকি সে লিনড়াকে বিয়েও করতে চায়।

লিনডার বিলাসবহুল জীবনযাত্রা দেখে এডি অবাক হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটা সমুদ্রতট ছাড়াও সুন্দর একটা বাংলোর মালিক লিনডা।

লিনডার পোশাক-আষাক বাড়ির আসবাবপত্র, এমনকি লিনডার চড়বার জন্য একটা ঝলমলে নীল রঙা রোডমাস্টার বুইক আছে যেটা চালিয়ে ও যখন তখন ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। এসব সে কোথায় পেয়েছে?

লিনডা বলে যে তেলের ব্যবসায়ী ধনী মামার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সে এসব পেয়েছে। যদিও এডি কথাটা বিশ্বাস করেনি। সে ভেবেছিল যে লিন্ডা একমাত্র তাকেই ভালবাসে তাই সত্যিকারের উত্তরটা সে ভাবতেও পারেনি। সে জানতো না যে লিনডার এই সব বিলাসবৈভবের মূলে আছে তার এক প্রেমিক। এখানে যে খুব কমই আসে।

বছরে মাত্র চার কি পাঁচবার লোকটা আসে। লোকটাকে খুব বিশ্রী লাগলেও লিনডা সব মেনে নেয় কারণ না হলে এই সব সুখ তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। ও কখনও সুলিভ্যান ব্রাদার্সের কথা শোনেনি। ও ভাবতেও পারবেনা সে যাকে ফ্র্যাঙ্ক বলে ডাকে সে সুলিভ্যান ব্রাদার্সের একজন।

লিনডার সঙ্গে ম্যাক্সের মাত্র দুবার দেখা হয়েছে। ম্যাক্সকে দেখে ভয় হয়। আর লিনডা যে সুলিভ্যানদের মধ্যে একজনের রক্ষিতা সেকথা জানতে পেরে এডিও সব আগ্রহ প্রথমেই হারিয়ে ফেলল। সুলিভ্যানদের সম্পর্কে অনেক কথা শুনলেও তাদের একজনকেও সে দেখেনি।

আজ এই উষ্ণ রৌদ্রময় বিকালে ওস্যান বুলেভার্ড ধরে ঘি আর টুকটুকে লাল রঙা রোডস্টার যেটা এডিকে এক বয়স্কা বান্ধবী দিয়েছিল সেটা চালিয়ে আসতে আসতে এডির মনে হচ্ছিল সত্যি জীবন কি মধুর!

বেলা সাড়ে তিনটার কয়েক মিনিট পরে লিনডার বাংলোতে পৌঁছে এডি দেখলো, লিন ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লিনডা এডিকে দেখে বলল আমি এখুনি ভাবছিলাম যে তুমি আসবে কিনা। বিকেলে একটু সাঁতার কাটতে গেলে কিন্তু দিব্যি মজার হতো।

এডি লিনডাকে আদর করতে করতে বলল, এখন না। বিকেলে ছটা নাগাদ জলটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে উঠবে, ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করবো।

তাহলে চলল ভিতরে বসে চা খাই।

প্রস্তাবটা এডির পছন্দ হলো।ওরাকাঁচের দরজা ঠেলে ঘরে এসে সোফার উপর বসল।লিনডা বলল ঘণ্টা বাজলেই চাকর চা নিয়ে আসবে।

কিন্তু এই মুহূর্তে এডির চা খাওয়ার একটুও আগ্রহ নেই। না এখন চা নয় এই বলে লিনডাকে কোলে নিয়ে দোতলার একটা ঘরে চলে গেল।

লিনডা বলে আমাকে ছোঁবে না বলছি। এখন আমরা বাইরে স্নান করতে যাবো।

সবই হবে চা খাওয়া, স্নান করা তবে আগে তোমাকে একটু আদর করি এই বলে লিনডাকে জড়িয়ে ধরল।

লিনডা বলল, দেখো আমাকে ছেড়ে দাও। জোর কোরো না, কিন্তু এডি এসব কথায় কানই দিল না।

সময় এগিয়ে চলল। প্রথমে এডির ঘুম ভাঙল। পেশল বাহুদুটো ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে ও চোখ খুলল। পরক্ষণেই ওর পাকস্থলিটা যেন একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠলো।

এডি দেখল বিছানার কাছে বসে একটা লোক ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে। লোকটার পোশাক কালো, মুখটা সাদা পাথরের মতো কঠিন।

এডির দৃঢ় আকর্ষণে লিনডা চমকে উঠে জেগে গেল। পরক্ষণেই কালো পোশাক পরা লোকটাকে চিনতে পেরে আতঙ্কে ওর গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল।

ম্যাক্স মৃদুস্বরে বলল, লিনডা তোমার নাগরটিকে বেরিয়ে যেতে বল। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

এডি বেরিয়ে গেল যাওয়ার আগে সে লিনডার দিকে তাকালও না। কারণ ম্যাক্স তাকে ছুরি দিয়ে তালু কেটে দিয়েছিল। লিনডা বলল–এডি আমাকে ছেড়ে যেও না। কিন্তু এডির কানে সে কথা ঢুকল না।

ছুরিটা পকেটে রেখে দিয়ে ম্যাক্স একটা রেশমী চাদর লিনডার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, নাও এটা গায়ে জড়িয়ে নাও।

কাঁপা হাতে চাদরটা জড়িয়ে নিতে নিতে লিনডা ভাবল যে ম্যাক্স নিশ্চয়ই ফ্র্যাঙ্ককে সব কথা বলে দেবে। এখন ফ্রাঙ্ক কি করবে। তাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দেবে। তবে কি এই বিলাস বৈভব সব কিছু হারিয়ে আবার আগেকার জীবনে তাকে ফিরে যেতে হবে!

ম্যাক্স দেওয়ালে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, ফ্র্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়েও লোকটাকে না ঠকালে চলছিল না। আমি তো ওকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম কিন্তু ও তোমার মধ্যে কি দেখেছে ওই জানে। এখন থেকে তোমার খরচের টাকা তোমাকেই রোজগার করে নিতে হবে।

লিনডা বলল, দেখো আর কখনও এমন হবেনা। তুমি ওকে বলো না। ও আমাকে ভালবাসে। শুনলে কষ্ট পাবে।

ঠিকই বলেছ। আর কখনও এমন হবে না। ফ্র্যাঙ্ককে আমি কিছু বলব না, ওর জীবনও নষ্ট করবো না। শোনা, ফ্র্যাঙ্ক চিরদিনের মতো এ বাড়িতে চলে এসেছে। তুমি ওর সঙ্গে থাকবে, ও যা বলে করবে। ওর সঙ্গে বেড়াতে যাবে, দাড়ি কামিয়ে দেবে, পোশাক গুছিয়ে রাখবে, কাগজপত্র পড়ে শোনাবে। মোট কথা সবসময় তুমি ওর পাশে থেকে ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। তোমার চোখ দিয়ে ও সবকিছু দেখবে।

আমার চোখ দিয়ে দেখবে মানে? ওর নিজেরই তো দুটো চোখ আছে।

ম্যাক্সের মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। তারপর ও লিনডার কাছে এসে ওর চুলের গোছা ধরে বলল, কোনও রকম চালাকি করলে আমি তোমাকে শেষ করে ফেলবো। আমি কিন্তু মাত্র একবারই সাবধান করেছি। যদি তুমি পালিয়ে যাওবা ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতাহলে অ্যাসিড দিয়ে তোমার মুখ পুড়িয়ে দেবো। ও চিরকালই বোকা ও তোমার মধ্যে কি দেখেছিল কে জানে ও তোমাকেই চায়।

দরজা খুলে ম্যাক্স বেরিয়ে গেলো, বললো এসো ফ্র্যাঙ্ক। ও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

একটু পরেই ফ্র্যাঙ্ক ঘরে এসে ঢুকল। দৃষ্টিহীন চোখদুটো চশমার কালো কাঁচের আড়ালে লুকোনো, হাতে লাঠি। মেদবহুল মুখে উপবাসীজাআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের করুণ ছায়া।

ফ্র্যাঙ্ক হাত বাড়িয়ে বলল, দেখো লিনডা আমি বাড়িতে ফিরে এসেছি।

পরের দুটো সপ্তাহ লিনডার জীবনে দুঃস্বপ্নের মতো কাটল। জীবনের শেষ দিন অবধিও এই দিনটার কথা ভুলতে ও পারবে না।

ফ্র্যাঙ্কের অজস্র চাহিদার আর বিরাম নেই।ফ্রাঙ্ক সর্বদাই ওকে কিছু পড়ে শোনাতে বলে।নয়তো ওর পাশে চুপ করে বসে থাকতে বলে পরবর্তী প্রয়োজন পালন করার জন্য। চোখের দৃষ্টি চলে যাওয়াতে ও এখন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এখন ও লিনডার শারীরিক সৌন্দর্য দেখতে পায় না এর জন্য ওর আকর্ষণী শক্তি ফ্র্যাঙ্কের ওপর কোনও কাজ করছে না। এখন ফ্র্যাঙ্ক ওকে কোনও পোশাকও কিনতে দেয় না। বলে ওসব পরে তোমাকে কেমন লাগছে তা যদি আমি দেখতেই না পাই তাহলে কিনে কি লাভ। লোকটা এখন ভীষণ কিপ্টে হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত সময় বলতে এখন আর লিনডার কিছু নেই। সবসময়েই ফ্র্যাঙ্ক লিনডাকে খোঁজে। অথচ ম্যাক্সের ভয়ে ও ফ্র্যাঙ্ককে ছেড়ে পালাতেও পারছে না।

ও এডির সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করছিল। তাই বড় আবেগময় ভাষায় ও এডিকে চিঠি লিখেছিল, এডিও যন্ত্রণায় পাগল, ও নিজেও আগে বুঝতে পারেনি যে লিনডাকে ছেড়ে থাকতে ওর এত কষ্ট হবে।

লিনডার শয়নকক্ষে ম্যাক্সের সেই নাটকীয় অবির্ভাবের ষোল দিন পরে এক ক্লান্ত অপরাহ্নে একটি বয়স্কা মক্কেলের আসার আশায় একটা রেস্তোরাঁয় বসে এডি সময় কাটাচ্ছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করলো একটা মেয়ে তার অদূরেই একটা টুল নিয়ে টেনে বসলো। ওরা দুজন ছাড়া এখন আর কোনও খদ্দের নেই। অভ্যাসের বসে মেয়েটিকে দেখল সে। মেয়েটির পরনের পোশাক নোংরা হলেও রুচিশীল। মাথায় ছোট টুপির আড়ালে একরাশ কালো চুল এলিয়ে রয়েছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। তবু সে দেখলে যে মেয়েটির শরীরের গড়ন সত্যি সুন্দর।

একটু পড়েই সে শুনলো মেয়েটা দোকানীর সঙ্গে কথা বলছে।

মেয়েটি বলছে আমি একটা অল্প সময়ের কাজ খুঁজছি। ধরুন কেউ সন্ধ্যেবেলার জন্য সঙ্গিনী খুঁজছেন? অথবা কারো বাচ্চার দিকে নজর রাখার লোক দরকার। এমন কারো কথা আপনার জানা আছে।

দোকানদার আনড্রু মানুষকে সাহায্য করার জন্য সর্বদা উৎসুক। অবেশেষে বলল তবে এই ছোট্ট শহরে অধিকাংশ লোকেরই বাচ্চাকাচ্চা নেই।

মেয়েটি কফি নাড়তে নাড়তে বলল, আসলে আমি একটা কাজ করছি। তবে মাইনে খুব একটা সুবিধার নয়। বলল আমার নাম মেরি প্রেনটিস, ইস্ট স্ট্রীটে থাকি। লিখে দেবো?

তারপর একটু থেমে বলল, কোনও অন্ধ মানুষের যদি সঙ্গী প্রয়োজন হয় তাহলেও আমাকে জানাবেন ও বিষয়ে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে।

ঠিক আছে জানাবো। তবে সানটোরিড়াতে অন্ধ মানুষ বড় একটা নেই। তেমন কেউ আছে। বলেই আমি জানি না। তবে আমি লক্ষ্য রাখবো।

এডি মেয়েটাকে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো। হঠাৎ তার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। সে দোকানদারকে বলল, আভু মেয়েটার নাম ঠিকানা আমাকে দাও তো। আমি একজন অন্ধ মানুষকে চিনি তার একজন মহিলার সঙ্গদরকার।

সেদিনই রাত এগারোটার সময় এডি লক্ষ্য করলো, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ি থেকে কিছু দূরে তার জন্য লিনডা অপেক্ষা করছে।

প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত দুজন দুজনকে আবেগে জড়িয়ে ধরে থাকলো। তারপর এডি বলল শোন লিনডা, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। এভাবে বেশিক্ষণ লোকটার চোখে ধুলো দিয়ে থাকা যাবে না। এর মধ্যে আমি একটা প্ল্যান করেছি।

লিনডা বলল–আমি জানতাম তুমি কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করবে। নাহলে হয়তো কবেই আত্মহত্যা করতে যেতাম।

শোন আমি একটা মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। মেয়েটি সঙ্গিনী হবার কাজ খুঁজছে। তুমি ফ্র্যাঙ্ককে বুঝিয়ে বল যে মাঝে মাঝে এ ধরণের পরিবর্তন ওর ভালই লাগবে। দু-তিন দিন বইপত্র পড়ার জন্য মেয়েটাকে রাখবার জন্য তুমি ফ্র্যাঙ্ককে রাজী করিয়ে ফেল।

লিনডা চোখ ঘুরিয়ে বলল, তাতে আমার লাভ কি? তুমি কি ভেবেছো যে তাকে পেয়ে ও আমাকে ছেড়ে দেবে?

লিনডা একটা জিনিস তুমি ভুলে যাচ্ছো ও এখন তোমার রূপযৌবন দেখতে পায়না। এখন তাই নতুন মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে ও খুশীই হবে। তারপর কিছুদিন পরেই ও একা হতে চাইবে। তখন ওই তোমাকে বাইরে যেতে বলবে। আর আমার সঙ্গে তুমি দেখা করতে পারবে।

কিন্তু এতে তো অনেক সময় লেগে যাবে এর মধ্যে ম্যাক্স এসে যাবে। সেটা আমি চাই না।

দেখো লিনডা, তুমি যদি ঠিকমতো চাল দিতে পারো, ওর সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে কথা বল তাহলে ও কিছুদিন পর নিজেই তোমাকে চোখের বিষ হিসেবে দেখবে।

লিনডা হাত চেপে বলল–আমি চাই ও মরুক। অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হল।

এক সপ্তাহ ধরে সাবধানে এডির কথামত চলে ও ফ্র্যাকের কাছে কথাটা তুলল। ও এমনভাবে মেরি প্রেনটিসের বর্ণনা দিতে লাগল (যাকে ও এখনও দেখেই নি) যাতে

ফ্র্যাঙ্ক উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। গত সপ্তাহে সে ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে। তাই নতুন কাউকে দেখার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে উঠল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় মেরি প্রেনটিস এলো। লিনডা মলিন পোশাক পরা মেয়েটাকে দেখে স্বস্তি পেল। দৃষ্টিশক্তি থাকলে ফ্র্যাঙ্ক দ্বিতীয়বার ওর দিকে তাকাত না।

খুব সাধারণ দেখালেও মেরি প্রেনটিসের বড় বড় সবুজ চোখদুটোর সৌন্দর্য সত্যিই অতুলনীয়। কিন্তু মলিন পোশাক আর প্রসাধনহীন মুখ সে সৌন্দর্য ঢেকে দিয়েছে।

ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় মেয়েটি সামান্য বিচলিত হয়ে পড়ল। সেই অবস্থাতেই ওদের একসঙ্গে রেখে লিনডা বেরিয়ে গেল।

সেদিন মেয়েটা চলে যাবার পরেই ফ্র্যাঙ্কের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখতে পেল লিনডা। পরের সপ্তাহ থেকে প্রতি সন্ধ্যাতে ডিনার শেষ করে ফ্র্যাঙ্ককে পত্রিকা পড়ে শোনানোর জন্য মেরি প্রেনটিস এ বাড়িতে এসেছে।

পরের সপ্তাহেই ফ্র্যাঙ্ক বলল লিনডা তুমি বাইরে ঘুরে এসো। আমাকে পড়ে শোনানোর জন্য তো মেরি প্রেনটিস রয়েইছে। অতএব সে রাতে মেরি প্রেনটিস বই পড়ে শোনাতে সে বলল, মিস লি বাড়িতে নেই?

না, ফ্র্যাঙ্ক মুচকি হাসল। আমি তোমার সঙ্গে খানিকটা সময় একান্তে কাটাতে চাইছিলাম। কেন জানো নিশ্চয়ই।

জানি। আমার কাছে এসো।

না এখানে নয়। এটা মিস লির বাড়ি। যদি আমার বাড়িতে আসেন তাহলে আলাদা কথা।

ফ্র্যাঙ্ক রাজী হলে মেরি তাকে গাড়িতে চাপিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে দিল। সে বলল, তাড়াতাড়ি চলো মনি, দেখবে আমি তোমাকে কত সুখ দেবো।

ধীরে ধীরে বড় রাস্তার ওপরে একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে গাড়ি থামাল মেরি।

ফ্র্যাঙ্ক বলল–আমরা কি পৌঁছে গেছি?

হ্যাঁ, এই তোমার শেষ যাত্রা।

আমি এখন তোমাকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছি।

তুমি কে?

আমি ক্যারল ব্লানডিশ।

আতঙ্কে অন্ধ ফ্র্যাঙ্ক গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে লাগল। সহসা চারিদিকে অনেক চিৎকার আর অনেক গাড়ির ব্রেক চাপার শব্দ পেল।

একখানা লাল রোড মাস্টার দ্রুতগতিতে এগিয়ে এল, গাড়িতে বসে ছিল লিনডা আর এডি। এডি ব্রেক কষার চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হল না। গাড়ির সামনের ধাক্কায় ফ্র্যাঙ্ক ছিটকে রাস্তায় পড়ল। পরক্ষণেই একটা ট্রাক ওকে পিষে দিয়ে গেল।

ওয়ালটনভিল হাসপাতালের রবারের চাদর মোড়া বারান্দা দিয়ে নার্সকে অনুসরণ করে ম্যাক্স এগিয়ে গেল।

দুমিনিটের বেশি কিন্তু নয়।

ঘরে ঢুকে বিছানায় শোয়া ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকাল ম্যাক্স।

ক্যারল ব্লানডিশ বলেছে প্রথমে আমি তারপর তুমি হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্র্যাঙ্ক বলল। এরপর ফ্র্যাঙ্ক চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল।

৭. হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে

০৭.

হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ম্যাক্সের মনে হল, সে আগে যত বড়লোক ছিল এখন তার দুগুণ।

কারণ সুলিভ্যানরা কেউ ব্যাঙ্কে টাকা রাখত না। টাকাটা থাকত ম্যাক্সের বাবার কাছে। কথা ছিল যে আগে মরবে তার ভাগটা অপর অংশীদার পাবে। এখন পেশাদারী খুনের কাজ থেকে সরে সে একটা পাখির ব্যবসা করতে পারে।

সে ভাবল যে ক্যারল তার কিছুই করতে পারবে না। কারণ মেরি প্রেনটিস সেজে যে ক্যারল ফ্র্যাঙ্কের মৃত্যু ঘটিয়েছে এটা সে লিনডারে সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছে।

তার অবশ্য কিছু হবে না। কারণ তার কাছে মেয়েদের কোন দাম নেই।

এই বলে সে গাড়ির দরজা খুলল। গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখল ফেস্টিয়ারিং-এর ঠিক নীচে একটা টকটকে লাল অর্কিড পড়ে আছে। ফুলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখটা সামান্য কুঁচকে উঠল।

কেউ কি বিনা কারণে এত দামী ফুলটা তার গাড়ির মধ্যে ফেলে গেলো নাকি এর কোনও কারণ আছে।

যাইহোক সে গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

পাহাড়ের উপর একটা কাঠের বাড়ির সামনে গাড়ি থামলো। বাড়ির নাম নিরালা। বাড়িটা বেশ পুরনো।

এটা ম্যাক্সের বাড়ি। এখানে ওর বাবা থাকে। সে তিরিশ বছর সার্কাসের ক্লাউন হয়ে কাজ করেছে। নাম তার ইজমি গিজা।

ম্যাক্সকে সে রীতিমতো ভয় করে চলে। যেমন চলতো ম্যাক্সের মাকে। কারণ ইজমি গিজা শান্তিপ্রিয় লোক।

ম্যাক্স গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল। তার বোতামের ঘরে একটা টকটকে লাল অর্কিড।

সে বলল, ফ্র্যাঙ্ক মারা গেছে।

তাহলে এখানেই সব কিছুর ইতি।

ইস, এখন আমাদের দুজনের টাকাই আমার। এই কথাই ছিল।

ইজমি বলল, আমার অবস্থার কিছু হেরফের হবে কি?

জানিনা, তোমার কথা ভেবে দেখার সুযোগ পাইনি। ওসব ছোট-খাট ব্যাপারগুলো পরে ভেবে দেখবো। তুমি কি এখানে থাকতে চাও?

হ্যাঁ আমি এখানে থাকতে ভালবাসি।

তারপর ম্যাক্স ইজমিকে সব কথা খুলে বলল, সে আরও বলল, মেয়েটা এখানেই আছে এই শহরেই। ফ্র্যাঙ্ক বলেছিল ওঁর পর এবার আমার পালা। এ ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়।

কথাটা তুমি আমাকে না বললেই ভালো করতে, এই বলে ইজমি বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

এরপর ম্যাক্স গাড়ি থেকে দুটো বড় ব্যাগ বের করে বাড়ির দোতলায় একটা চোরা কুঠুরির মধ্যে ঢুকল। তারপর সেই ঘরের একটা আলমারীর মধ্যে লুকনো দুটো পুরনো চামড়ার ব্যাগ বের করে আনল।

পরবর্তী আধ ঘণ্টা পাঁচ এবং দশ ডলারের একগাদা বান্ডিল গোনায় ব্যস্ত হয়ে রইল ম্যাক্স। এখন সে রীতিমতো ধনী।

একটু পরেই ওর বাবা বলল ওরা ফোন করে ফ্র্যাঙ্কের অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারে বলছিল।

ও ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই। ফুলটুল পাঠানোর কোনও ব্যাপার নেই।

কিন্তু ওরা বলছে একগাদা ফুল এসে পৌঁছেছে। তুমি ওগুলো নিয়ে কি করতে চাও?

কি ফুল?

লাল অর্কিড। তার সঙ্গে একটা কার্ডও এসেছে। তাতে লেখা আছে ক্যারল ব্লানডিশ ও স্টিঙ লারসনের পক্ষ থেকে।

রাতের খাওয়া শেষ করে ম্যাক্স বলল, আমি কালই এখান থেকে চলে যাবো।

ইজমি এঁটো বাসনগুলো নিয়ে দরজার দিক থেকে ফিরতেই বাগানের কোণ থেকে কুকুরগুলো ডেকে উঠলো।

ওটা অমন ডাকছে কেন ম্যাক্স বলল।

ইজমি বাগানে দেখতে গেল। দেখল কুকুরটার চোখ আতঙ্কে দিশেহারা। তার মনে হল বাড়ির সামনে যেন একটা চলন্ত ছায়ামূর্তি। ভাবল কল্পনা। সে বাড়ি ফিরে এলো।

তারপর ইজমি আর ম্যাক্স আগুনের কাছে বসে ছিল। একটু পরেই একটা অস্পষ্ট ক্যাচশব্দ উঠল। ইজমি বললে শুনলে কিছু?

একটা শব্দ হল বলে তো মনে হল, ম্যাক্স বলল।

তারপর ওরা দুজনেই একটা অস্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেল।

ইজমিকে বসতে বলে ম্যাক্স পিস্তল হাতে নিয়ে দরজাটা খুলল। বাইরে বারান্দা ঘন অন্ধকারে, তলিয়ে আছে। সে খুব উৎকর্ণ হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। সিঁড়ির মাথায় উঠে সিঁড়ির লাইটটা জ্বালিয়ে দিল। ঘরে কেউ নেই। কিন্তু আবার কুকুরটা ডেকে উঠলো। সে দৌড়ে জানলা দিয়ে বাগানে তাকাল। দেখল একটা চলন্ত ছায়ামূর্তি।

হঠাৎ ম্যাক্স আতঙ্কিত হয়ে আলমারির দিকে ছুটে গেল। দেখল চোরাকুঠুরী খোলা। তার সবকিছু চুরি হয়ে গেছে।

প্রথমে তার মনে হচ্ছিল তার বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে চোরাকুঠুরীর মধ্যে হাত ঢুকাল দেখল একটানরম জিনিষ। বাইরে বের করে দেখল একটা অর্কিড। লাল অর্কিড।

ইজমি ছুটে এসে দেখল, ম্যাক্স মৃগী রোগীর মতো মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তার মুখে আঁচড়ের দাগ, তার থেকে রক্ত ঝরছে। ঠোঁটের কোণে গ্যাজলা।

.

বিশাল একটা নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন পার্ম বে হোটেলের একমাত্র বৈশিষ্ট। সেটা সানটো-রিডার যে কোন অংশ থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। তাই যে সব ভ্রমনার্থী প্রথমবার সানটোরিড়াতে আসে তারা ভাল হোটেল মনে করে এখানে এসেই ওঠে।

পাম বের স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যাও যথেষ্ট। এডি রিগান যখন প্রথম সানটোরিড়াতে এসে পদার্পণ করে তখন অন্য ভ্রমণার্থীদের মতো সেও পাম বের নিয়ণ আলোতে বিভ্রান্ত হয়ে এখানে এসে ঘর নিয়েছিলো। শীঘ্রই সে বুঝতে পারে, যে হোটেলটা অত্যন্ত বাজে। একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর। কিন্তু সে তো নিজেও তখন তৃতীয় শ্রেণীর তাই সে ওই ঘরটায় থেকে যায়।

সেদিন রাতে ম্যাক্স যখন আবিষ্কার করলো যে তার সব জমানো টাকা চুরি গেছে, তার ঘণ্টা খানেক পরে এডি পাম বে হোটলের নোংরা ঘরে বসে স্কচ হুইস্কি খাচ্ছিল। হোটেলের সবাই জানতো, ফ্র্যাঙ্কের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ এডি। সে যে না জেনেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল তা কেউ বিশ্বাস করছে না কারণ লিনডার সঙ্গে তার প্রেম ছিল।

লিনডা বা এডি কেউই পুলিশকে মেরি প্রেনটিসের সম্বন্ধে কিছু বলেনি। ওরা ভেবেছিল ওর কথা জানালে পুলিশ ভাববে তিনজনে মিলে কাজটা করেছে।

এডি স্থির করেছিল এর পর যতদিন না পুলিশ তার আর লিনডার উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে ততদিন তারা আলাদা থাকবে।

ফ্র্যাঙ্ক লিনডার জন্য কোন অর্থসম্পদই রেখে যাননি শুনে এডি আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এখন থেকে লিনডার জন্য তার টাকা রোজগার করতে হবে। এখন বেশ বড় রকমের একটা দাও মারা প্রয়োজন।

খানসামা এসে ওর খালি গ্লাস ভর্তি করতে করতে বলল, একবার পিছনে তাকান।

ঘাড় ফিরিয়ে এডি দেখলো, প্রধান ফটক পেরিয়ে হোটলের রিসেপশান ডেস্কের দিকে একটা মেয়ে এগিয়ে চলেছে। মেয়েটি লম্বা, ছিপছিপে গড়ন, দেখতে মিষ্টি। মাথায় অবাক করে দেবার মতো একরাশ লাল চুল।

এডি মৃদু শিস দিয়ে বলল, এসব সরিয়ে রাখো, ব্যাপারটা একটু দেখতে হচ্ছে। এডি লক্ষ্য করল মেয়েটির হাতে দুটো চামড়ার ব্যাগ।

লিফটের দিকে যখন মেয়েটি এগিয়ে গেল তখন এডির মনে হল মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখেছে।

সে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটা কে হে?

নাম লিখেছে ক্যারল রানডিশ।

এডি চমকে উঠেভাবল আরে এই মেয়েটার কথাই তো পেপারে বেরিয়েছিল।ওর দাম কয়েক লক্ষ ডলার। মেয়েটা নাকি পাগল!

এডি বললো, নাঃ একটু চেখে দেখতে হচ্ছে সে ক্যারলের ঘরের নম্বরটা জেনে নিল।

এদিকে ক্যারলকে পৌঁছে দিয়ে চাপরাশী বলল, খাবার কি এখানে খাবেন, আর কি খাবেন যদি বলে দেন ভাল হয়।

খাবার এখানেই এনো। যা কিছু হলেই চলবে। তুমি এখন যাও। এই বলে মাথার শিরা টিপে চেয়ারে বসে রইল।

কিছুক্ষণ এভাবে ও চুপচাপ বসে রইল। মনে হল ও বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। ও যখন ম্যাক্সকে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে, সেই তখন থেকেই ওর পেটে কিছু পড়েনি।

বারান্দায় ঘুরেফিরে এডি সময় কাটাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল যে একটা খানসামা খাবারের ট্রে হাতে ক্যারলের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সে তখন তার থেকে খাবারটা নিয়ে ক্যারলের ঘরে ঢুকল।

সে দেখল মাথা টিপে গুটিসুটি মেরে একটা চেয়ারে ক্যারল বসে আছে।

সে এডিকে দেখে বলল, খাবারটা রেখে তুমি যাও। ঠিক তখনই মেঝের উপর রাখা ব্যাগের উপর চোখ পড়ল এডির। একটা ব্যানারের গায়ে লেখা ফ্র্যাঙ্ক ফুর্ট। ঠিক এই সময়ে কি একটা কারণে ক্যারল হাত নাড়ল। তাতে ওর কব্জির কাছে কাটা দাগটা স্পষ্ট দেখতে পেল এডি। সে চমকে উঠে বুঝল এই মেয়েটাই মেরি প্রেনটিস।

কিন্তু ক্যারল তাকে চিনতে পারার আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুঝলো যে ব্যাগের মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক ও ম্যাক্সের জমানো সম্পদ ভর্তি।

ক্যারল ঠিক করেছিল ম্যাক্সকে আরও কয়েকটা দিন জিইয়ে রেখে তিলে তিলে মারবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাগ দুটোর কথা ক্যারলের মনে পড়ল। ব্যাগ খুলে দেখলো তাতে থরে থরে নোট। সে ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেললো মেঝেতে নোট ছড়িয়ে পড়ল। ঠিক এমন সময়ে এডি ঘরে ঢুকল। দেখলো মেঝেতে ছড়ানো নোট।

ক্যারলকে বলল–চিনতে পারো।

ক্যারল মৃদুস্বরে বলল—বেরিয়ে যান।

মেরি প্রেনটিস নামে নিজের পরিচয় দিয়েছে এমন একটা মেয়েকে পুলিশ খুঁজছে। খুনের অভিযোগ আর তার যথেষ্ট প্রমাণও আছে।

তাতে আমার কি?

দেখো তুমি ঢাকবার চেষ্টা করো না। তুমিই মেরি প্রেনটিস। আমি তোমার কব্জিতে কাটা দাগ দেখেছি। আর তুমিই গ্লেনভিউ মেন্টাল স্যানিটোরিয়ামের প্রাক্তন রোগীনি ক্যারল ব্লানডিশ লক্ষ লক্ষ ডলারের মালিক। এখন আমি এ টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছি। পরে তুমি আমাকে বড় অঙ্কের চেক দেবে না হলে আমি তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দেব। বল তোমার কি মতামত?

আপনি বেরিয়ে যান।

বেরিয়ে যাবার আগে এ টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছি।

এগুলো তোমার টাকা নয়।

টাকা কুড়িয়ে নেবার জন্য এডি নিচু হতেই ক্যারল চুল্লি খোঁচানোর শিকটা দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে এডির মাথায় আঘাত করল। তবে আঘাতটা এডির মাথায় লাগল না। কাঁধে লাগল।

এর জন্য একটু পরেই এডি ক্যারলকে টেনে মেঝেতে শুইয়ে এলোপাথাড়ি মারতে লাগল।

কিন্তু একটু পরেই ক্যারল নিজেকে ছাড়িয়ে দরজার সামনে পৌঁছল। দরজায় চাবি দিয়ে দিল।

এডি বলল, চাবি খোল না হলে তোকে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কিন্তু কথা না বলে সে এগিয়ে গিয়ে এডিকে আক্রমণ করল। এডি তখন বাঁচবার জন্য একটা চেয়ার তুলে ক্যারলের মাথায় আঘাত করল। নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ক্যারল।

এডি ভাবল খুন করে ফেলেছি। তার সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সে ভাবল পুলিশ ওকে খুঁজে পেলেই আমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে।

হঠাৎ আগের কথা মনে পড়লো। হ্যাঁ একমাত্র গ্যাসই তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে।

টেলিফোন তুলে সে বলল, গ্যাস শীঘ্রি এখানে চলে এসো।

গ্যাস এসে বলল, একি? মরে গেছে নাকি?

জানি না।

এডি বলল, মেয়েটা পালাত আমি ওকে না মারলে।

গ্যাস মেঝেতে বসে ক্যারলকে ভাল করে দেখল তারপর বলল খুলিটা একেবারে গুড়ো হয়ে গেছে। এত জোরে মারলে কেন?

আমি নিজে বাঁচার জন্য করেছি।

ওসব কথা তুমি পুলিশকে শুনিয়ো। আমি ভাবছি হোটেলের কথা। পুলিশ তো ঘটনাটা জানলেই হোটেলের দরজা বন্ধ করে দেবে।

ঈশ্বরের দোহাই গ্যাস ওকে বের করে কোথাও ফেলে দিয়ে এসো।

আমি শেষে আমার হাতে হাত কড়া পরাব আরকি।

গ্যাস তুমি বন্দোবস্ত কর। মেঝেতে দেখো বিশ হাজারের বেশি আছে এগুলো তুমি নাও।

গ্যাস বলল, মেয়েটাকে সরিয়ে দিলে ওগুলো দিয়ে দেবে বলছ।

হ্যাঁ শুধু একটু তাড়াতাড়ি সরিয়ে দাও।

তাহলে এবার যাও এডি। বেশ কিছুদিন তোমার এই আঁচড়ানো থোবড়খানা দেখতে চাই না। তোমার এই বদনখানা দেখলেই কিন্তু পুলিশ সন্দেহ করবে। আমি ওকে কর্মচারীদের জন্য আলাদা যে লিফট আছে তাতে করেনীচে নামিয়ে কোনো গাড়িতে তুলে কোনো জায়গায় ফেলে আসবো।

.

সানটোরিডা মেমোরিয়াল হসপিটালে মন্টগোমারি ওয়ার্ডের বিরাম কক্ষে বসেছিল ইজমি গিজা।

ওরা অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে ম্যাক্সকে নিয়ে এসেছিল।

ইজমির ধারণা, ম্যাক্সকে সন্ন্যাসরোগে আক্রমণ করেছিল। এ রোগের ধারা তাদের গুষ্টিতে আছে।

নার্স এসে ঘরে ঢুকল। মহিলাকি বলবে ভেবেইজমি ভীত হল। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ সম্পর্কিত কোন কথা বলেছিলেন মহিলাটি। শরীরের বাম অংশে পক্ষাঘাতের স্পষ্ট প্রমাণ।

ইজমি বলল, কিন্তু অবস্থা কি খুবই খারাপ? বাঁচবে তো?

আপনি কয়েক মিনিটের জন্য ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

ঘরে ঢুকে ইজমি দেখলো, ম্যাক্স বিছানায় শুয়ে আছে। তার মুখ দিয়ে অবিরত গোঙানির আওয়াজ বেরোচ্ছে।

জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল নার্স হেন্যিকি, লম্বা কালো চেহারা, অদ্ভুত ভাবলেশহীন মুখ। ইজমি ম্যাক্সকে বলল, তুমি শিগ্রী ভাল হয়ে উঠবে।

নার্স ইজমিকে ধরে বাইরে নিয়ে এলো। কারণইজমি কাঁদছিল। সেবলল,নার্স ওকে যথাসম্ভব যত্ন করবেন। ও আমার ছেলে।

ইজমি টানা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলল। বারান্দার দুধারে সারি সারি দরজা। প্রতিটা দরজার গায়ে ছোট্ট করে নামের ফলক টাঙানো।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে ইজমি দেখল একজন দীর্ঘকায় পুরুষ একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে। উল্টোদিকে একটা দরজা ঠেলে ওরা ভেতরে ঢুকলো। তারপরে দরজা বন্ধ করে দিল। কৌতূহলী হয়ে ওই ঘরের নামের ফলকটা পড়ার জন্য এগিয়ে গেল ইজমি। কিন্তু নামটা পড়ে সে চমকে উঠলো।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা অজ্ঞান ক্যারলের দিকে তাকিয়ে ছিল ভিডা এবং ম্যাগার্থ। ডাক্তার ওর নাড়ির গতি পরীক্ষা করছিলেন।

ডাক্তার বলল আশাকরি আমি আপনাকে ঘরে পাঠিয়ে ভালই করেছিলাম। আমি অবশ্য ক্যারল ব্লানডিশের কথা কাগজে পড়েছিলাম। যখন জানতে পারলাম যে এ মেয়েটি কে, তখন আমার মনে পড়লে আপনি ওর ব্যবসায়ের কার্যনির্বাহী নিযুক্ত। তাই ভাবলাম খবরটা আপনাকে জানিয়ে দিই।

ম্যাগার্থ বলল–অবস্থা খুবই খারাপ, না?

কান্টোর বলল–আমি হলে বলতাম আশা নেই। তবে ভাগ্য ভাল, দেশের সব চাইতে বড় মস্তিষ্ক বিশারদ ডাক্তার ক্র্যাপলিয়েন কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এখানে এসে পৌঁছচ্ছেন। উনি অস্ত্রোপচার করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার ধারণা, ওকে তিনি বাঁচাতে পারবেন।

ভিডা ম্যাগার্থের হাত আঁকড়ে ধরল।

ডাক্তার ক্র্যাপলিয়ন মনে করেন না যে ওর কোন গুরুতর ক্ষতি হয়েছে। হাড় অবশ্য ভেঙেছে। সম্ভবতঃ দুর্ঘটনার ফলে ওর মস্তিষ্কে আঘাত লেগেছিল কিন্তু অস্ত্রপচার হলে রোগী আবার তার স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে।

ম্যাগার্থ বিচলিত হল, তার মানে আমাকেও ওর মনে থাকবে না?

না।

ডাক্তার কান্টোরকে খুব আশাবাদী মনে হল, তিনি বললেন আর আধঘণ্টার মধ্যেই অপারেশন শুরু হবে। আপনারা হয়তো পুলিশের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সেরে আবার এখানে ফিরে আসবেন।

.

সানটোরিডাতে মাঝে মাঝেই অদ্ভুত সব আগন্তুকদের আবির্ভাব হয়।

রেল স্টেশনের পত্রিকা বিক্রেতা ওল্ড জো এদের সবাইকেই দেখেছে। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করলেও বলবে মিস ললিমিডোজের মতো এমন অদ্ভুত আগন্তুক সেআরকখনো দেখেনি।

ভিডা ও ম্যাগার্থের সঙ্গে একই ট্রেনে সানটোরিডাতে এসে পৌঁছেছিলো মিস ললি। ক্যারলকে লিনডার ছবিটা দেখানোর পর থেকে ও বিবেকদংশনে ভুগছিল। ও কেন সুলিভ্যানদের মতো দুটো পাষণ্ডের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ওকে একা ছেড়ে দিল। মিস ললি কেন ওর সঙ্গী হল না।

এভাবে দিন চারেক চিন্তা করার পর যদি ক্যারলকে সানটোরিডাতে পাওয়া যায় এই আশায় খালি ট্রেনে চেপে বসল। বহুদিন সে ট্রেনে চাপে না। কারণ সবাই তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায়।

ওল্ড জো জানতে চেয়েছিল কোন সাহায্য লাগবে কিনা?

মিস ললি বলেছিল ও ক্যারল ব্লানডিশকে খুঁজতে এসেছে।

ওল্ড জো কোনো কথা না বলে একটা পত্রিকা এগিয়ে দিয়ে পত্রিকার একটা স্তবকের উপর ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাতে লেখা ছিল যে সানটোরিড়া হসপিটালের সামনে আহত অবস্থায় ক্যারল ব্লানডিশকে পাওয়া গেছে। অবিলম্বে ওকে অস্ত্রপচার করা হবে।

রাস্তার উল্টোদিকে ইজমি গিজাকে খুড়িয়ে যেতে দেখে শেষ অবধি মন দিয়ে খবরটা পড়তে পারল না মিস ললি। দীর্ঘ পনের বছরের ব্যবধানেও ওকে চিনতে পেরেছিল সে। ইজমি যেখানে আছে সেখানে ম্যাক্সও থাকবে এই ভেবে সে এগিয়ে গেল।

.

রুদ্ধ বেদনা ও হতাশ রাগ নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল ম্যাক্স। সে কিছু করতে পারছে না মেয়েটাকে। দরজা খোলার শব্দে সে দেখল অন্য একটা নার্স ঘরে ঢুকল।

তারা দুজন কথা বলতে লাগল। একজন নার্স অন্য আরেকজন নার্সকে বলল অন্য রোগীটার কি খবর বল। ও কি সত্যিই ক্যারল ব্লানডিশ নাকি?

হ্যাঁ মেয়েটা খুব মিষ্টি, মাথায় সুন্দর লাল চুল ডাক্তার চমৎকার অপারেশন করেছে ও আবার ভাল হয়ে উঠবে।

উত্তেজনায় ম্যাক্সের দম বন্ধ হয়ে গেল, সে প্রাণপনে নিজেকে সংযত করে রাখল।

ম্যাক্স ভাবল যদি চলতে পারতাম। কিন্তু তার আগে নার্সটাকে শায়েস্তা করতে হবে।

ওকে সরাতে পারলে ক্যারলকে শেষ করা যাবে। নার্সটা মুখ নীচু করে ওকে বলল কিছু চাই আপনার। বাগে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও মেয়েটাকে চেপে ধরে গলায় মরণফাঁস দিয়ে দিল, ওর হাত দিয়ে।

মেয়েটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ম্যাক্স ভাবল যা করার এখনি করতে হবে হাতে বেশী সময় নেই।

সে অনেক কষ্টে নিজের শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে হামাগুড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। মসৃণ মেঝের উপর বাঁ হাত আর বাঁ পা টেনে টেনে সে কেশ দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চলল।

বারান্দার এধার থেকেওধার পর্যন্ত গুঁড়ি মেরে চলার সময় নেই ম্যাক্সের। ভাবলো কপাল ঠুকে উল্টো দিকের দরজাতেই ঢুকে পড়বে সে। দেখবে যদি ক্যারল থাকে সেখানে।

মেঝেয় কান পেতে ম্যাক্স উৎকর্ণ হয়ে রইল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সমস্ত বাড়িটা একেবারে নিঝুম। এরপরেই লিফটের ঝোড়ো আওয়াজ আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে দরজা খুলে বারান্দার দিকে গুটি মেরে এগুতে লাগল ম্যাক্স।

.

ইজমি বলল–এখন ওকে দেখলে তুমি আর অতটা ভয় পেতে না, জানি ছেলেটা ভাল না। কিন্তু এখন ও খুব অসুস্থ।

মিস ললি তবু একইভাবে দুহাত মুঠো করে পায়চারি করতে লাগল অস্থির হয়ে।

একটা ছোট হোটেলে বসে কথা হচ্ছিল।

মিস ললি বললো, তোমার চেয়ে ওকে আমি ভাল চিনি, ওর ওপরে তোমার দুর্বলতা আছে।

তাই তুমি ওর দোষ ঢাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু ও একটা শয়তান। ফ্র্যাঙ্কও তাই ছিল।

যাইহোক ললি ও তো এখন পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে।

কিন্তু ও ম্যাক্স আর কেউ না। ওর উল্টো দিকের ঘরটাতেই মেয়েটা রয়েছে, ভাবতেও আমার ভয় লাগে। এত কাছাকাছি ও যদি জানতে পারে।

কিন্তু ও তো কোনোদিনও হাঁটতে পারবে না।

সুটকেস খুলে একটা ভারি ছোরা বার করল মিস ললি।বলল এটা ম্যাক্সের অনেকগুলো ছোরার মধ্যে একটা, আমি রেখে দিয়েছিলাম। আর ও ছোরা দিয়ে করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। হাঁটতে না পারলেও ও ছোরা ঠিক ছুঁড়তে পারবে।

মিস ললি বলল, আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। না গেলে ঠিক শান্তি পাচ্ছি না।

কিন্তু কেন যাচ্ছ? তুমি কি বলে দেবে ও কি করেছে?

হ্যাঁ বলে ওদের সাবধান করে দেবো।

ওদের কিছু বলল না, ম্যাক্স খুব অসুস্থ, একটু দয়া করো ললি।

কিন্তু ও আমাকে দয়া করেনি।

কিন্তু এখন ও অসুস্থ, ও সুস্থ হলে ওকে নিয়ে কোথাও দূরে চলে যাব।

এমন ছেলের জন্ম দিয়েছিলে কেন। আমি তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। তবু তুমি কেন অমন একটা মেয়েকে বিয়ে করলে। মিস ললি ফেটে পড়লো।

ইজমি বলল, তুমি ঠিকই বলেছ তখন তোমার কথা শুনলে ভাল করতাম।

ইজমি ঘরেবসে রইল।দরজা খুলে মিস ললি বেরিয়ে গেল।ওমনে মনে বললো ম্যাক্সশয়তান, কিছু না কিছু শয়তানি করার চেষ্টা ও করবেই।

অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে একখানা ট্যাক্সি ধরে মিস ললি সেটাতে চেপে বসলো। যখন ও সানটোরিডা মেমোরিয়ালহসপিটালে পৌঁছল তখন মিনারের ঘড়িতে ঢং ঢংকরে এগারোটা বাজল।

সদর দরজার দারোয়ান ঘৃণা ও বিরক্তি মেশানো মুখে মিস ললির দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে কললো, এখন কারুর সঙ্গে দেখা হবে না। কাজেই কাল আসতে হবে।

লোকটা মিস ললির মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে নিজের অফিস ঘরে ফিরে গেল।

বিশাল বাড়িটার হাজার হাজার জানলা দিয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ছে। এ বাড়িরই কোন একটা ঘরে রয়েছে ম্যাক্স। উল্টো দিকের ঘরে ক্যারল।

মিস ললি যেন অমঙ্গলের পূর্বাভাস অনুভব করতে পারছিল। ম্যাক্সকে ও চেনে। ম্যাক্স যদি জানে যে ক্যারল এত কাছে আছে, তাহলে সে যেভাবে হোক ক্যারলকে শেষ করে দেবে।

.

উল্টো দিকের দরজার গোড়ায় পৌঁছে হাতের ভরে শরীর উঁচু করে নামের ফলকের দিকে তাকালে ম্যাক্স।

ফলকে নাম লেখা ক্যারল ব্লানডিশ। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে যেন উষ্ণরক্ত স্রোত বয়ে গেলো।

তাহলে মেয়েটা এখানেই আছে। ঘরের ভিতর ঢুকে ম্যাক্স দরজা বন্ধ করে দিল।

সমস্ত ঘরটা আধো অন্ধকার, শুধু খাটের ঠিক ওপরে একটা নীল আলো জ্বলছে। প্রথমে অস্পষ্ট হলেও ও দেখলো ঘরে একটা চেয়ার আর একটা এনামেল করা টেবিল রয়েছে।

গুড়ি মেরে খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে ও দেখলো খাটটা বেশ উঁচু। ডান হাতে ভর রেখে উঁচু হয়ে সে দেখল বিছানায় ক্যারল শুয়ে আছে। মাথায় ব্যান্ডেজ জড়ানো। দেখে মনে হয় বুঝি তার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু আসলে তা নয় নিঃশ্বাসের তালে তালে তার বুকের মৃদু ওঠা নামা দেখে বোঝা যায় যে সে জীবিত।

তার এত কাছে শিকার তবুও নাগালের বাইরে। সে ভাবল যে কোন উপায়েই হোক মেয়েটাকে শেষ করতেই হবে।

ম্যাক্স নিজেকে আরাম কুর্সির দিকে টেনে নিয়ে চললো। তক্ষুনি তার মনে হল কেউ ওদিকে আছে।

বারান্দা দিয়ে মিস ললি বেদম বেগে ছুটে আসছিল। কেউ ওকে হাসপাতালে ঢুকতে দেখেনি। ইজমি বলেছিল ম্যাক্স চারতলায় আছে। ও জানতে জরুরী ব্যবহারের সিঁড়িতে চট করে কারো সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা কম। তাই এই পথেই ও উঠে এসেছে।

প্রথমে ও ম্যাক্সকে দেখবেবলে মনস্থ করেছিল। ইজমি যেমন বলেছে ম্যাক্স যদি সেরকম অসুস্থ আর অসহায় হয়ে থাকে, তবে আসল কথাটা ও আর ভাঙবেনা।

সহসা একটা দরজায় ম্যাক্সের নাম দেখতে পেল ললি। সে ঘরে ঢুকে দেখলো একটা নার্স বিছানায় মরে পড়ে আছে। বিছানা ফাঁকা সেখানে কেউ নেই। সে তখন বুঝতে পারলে কি হতে চলেছে। সে দৌড়ে বিপরীত দিকের কেবিনে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যেও ম্যাক্স তৎক্ষণাৎ ওকে চিনতে পারলো। সে জানতো আবছা আলোয় প্রথমেই মিস ললি তাকে দেখতে পাবে না। ম্যাক্স ললির দিকে এগিয়ে চলল কিন্তু কাছাকাছি। পৌঁছন মাত্রই মিস ললি তাকে দেখে ফেলল।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে মিস ললি পিছিয়ে এলো। কিন্তু এর মধ্যে ম্যাক্সও পোশাকের প্রান্ত ভাগ চেপে ধরেছে। মিস ললি মুহূর্তের মধ্যে নীচু হয়ে হাতে ধরা ছুরিটা দিয়ে তীব্র আঘাত করলো ম্যাক্সকে।

কিন্তু ম্যাক্সও ইতিমধ্যে কাঁধের কাছে এক প্রচণ্ড ঘুষি মেরে মিস ললিকে ধরাশায়ী করে ফেললো।

ম্যাক্স অনুভবকরলো তার আহত স্থান বেয়ে রক্ত নেমে আসছেপ্রবল গতিতে। ছোরার হাতলটা সে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। সে অস্ত্র চালাতে অতি সুদক্ষ।

ইতিমধ্যে মিস ললি উঠে দাঁড়িয়েছে।

ছোরাটা তুলে সে মিস ললিকে ঠিক বুকের মাঝে আঘাত এনে শেষ করে ফেলল। এরপর সে এগিয়ে গেল ক্যারলের খাটের দিকে। কিন্তু মিস ললির বুকের মধ্যে থেকে সে কিছুতেই ছোরাটা তুলতে পারলো না। সেই শক্তিটুকুও নেই।

অতর্কিতে ম্যাক্সের পুরোনো দিনের কথা মনে পড়লো। এখান থেকে সাদা চাদরে মোড়া ক্যারলের নরম গলাটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু ছোরাটা না তুললে সে কি দিয়ে আঘাত করবে। সেটা ভোলার জন্য সে বাটটা ধরল ঠিক তখনই অন্ধকার থেকে ম্যাগার্থ বেরিয়ে এলো বলল, ম্যাক্স তুমি বড্ড দেরী করে ফেলেছে, আর তুমি এ কাজ করতে পারবে না।

পরক্ষণেই মেঝের ওপরে ঠিকরে পড়ে ম্যাক্স লুটিয়ে পড়ল। ম্যাগার্থ বলল এসো বন্ধু আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি।

মৃত্যুর আগে ম্যাক্সের মনে এটুকুই তৃপ্তি যে সে ছোরাটা আদৌ ছাড়েনি। তার সুনাম ব্যর্থ হয়নি। একটু পরেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যারল চোখ মেলে তাকাল। যে বীভৎসতা মেঝের ওপর ওকে ঘিরে রেখেছিল ও বিছানা থেকে তা দেখতে পাচ্ছিলনা। অতীত ওর মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। আবার ওর কাছে কেউ আসবে এই আশা নিয়ে সে অপেক্ষা করে রইল।